উপনিষদ

চিত্রিতা দেবী

চিত্রিতা দেবী

প্রকাশক—
শ্রীশঙ্কর লাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীশঙ্কর পাবলিশার্স
১৮-এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট—
শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘোষ

ব্লক নির্ম্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
রয়েল হাফটোন কোং

মুদ্রাকর—
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেন
কলিকাতা-১২

মূল্য—পাঁচটাকা মাত্র
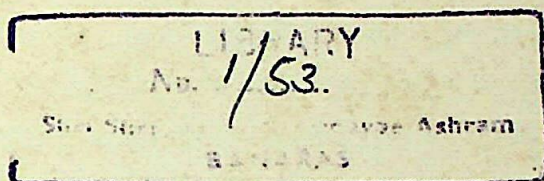
যাঁহার মধ্যে শাশ্বত ভারতের অনন্ত আত্মা নূতন মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, যিনি সেযুগের মন্ত্রবাণীকে এযুগের জীবনবোধের মধ্যে নব প্রেষণায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাঁহার কর্মে ও মননে, চিরন্তন আদর্শ নূতন সত্যরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে উপনিষদের ভাবধারার যুক্তির মধ্যে মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, আমাদের চিত্তকে গভীরতম উপলব্ধির দিকে উন্মুখ করিয়াছিলেন, যাঁহার চলায় ফেরায়, আলাপে আচরণে, যাঁহার অজস্র বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে, যাঁহার অন্তর্গূঢ় প্রজ্ঞার জ্যোতির্ময় প্রকাশে, উপনিষদের আদর্শকে যেন প্রত্যক্ষ মূর্ত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম, সেই কবির্মনীষী গুরুদেবের অমৃত স্মরণে, আজ পঁচিশে বৈশাখ, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা উৎসর্গ করিলাম।—

নমোস্তেঽস্তু

প্রাক্ কথন
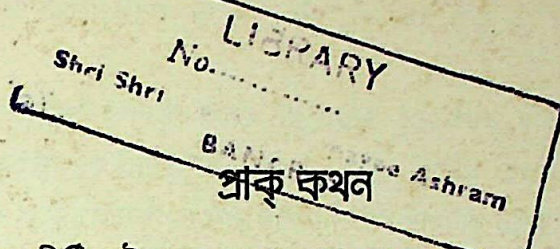
বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা কল্যানীয়া শ্রীমতী চিত্রিতা দেবী কয়েকটী বিখ্যাত উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করা প্রতিভার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া এই অনুবাদ সুললিত পদ্যে রচিত হইয়াছে। মূলের অর্থ যথাসম্ভব প্রসন্ন গম্ভীর ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষত বৈদিক সংস্কৃতে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি অর্জনের সুযোগ পান নাই, তাঁহাদের নিকট এই অনুবাদ 'বরে'র ন্যায় প্রতিভাত হইবে।

কল্যানীয়া চিত্রিতা উত্তরাধিকার সূত্রে স্বীয় পিতার প্রতিভার অধিকারিণী হইয়াছেন, ইহা বলিলে, অতিশয়োক্তি হইবে না। স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী সংযোজন করিয়া দুরবগাহ তত্ত্বের সমীচীন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য যাঁহারা বিশেষ জিজ্ঞাসু, এবং দার্শনিক যুক্তির প্রমাণ সহকারে শ্রুতির রহস্য জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের এই অনুবাদ পাঠে, সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ না হইলেও, কল্যাণবুদ্ধির উন্মেষ হইবে।— জিজ্ঞাসা প্রবল হইলে, দুরূহ শঙ্করভাষ্যাদির আলোচনায় প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া ইহা পরম মঙ্গলের হেতু হইবে।

পাঠক সমাজের পক্ষ হইতে ইহার উপাদেয়তা ও সাফল্য যেমন সর্বসম্মত হইবার হেতু বিদ্যমান, তদ্রূপ ইহা বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি-কামীদের আনন্দের কারণও হইবে।

সুখের বিষয় স্বাদেশিকতাবোধের উদ্বোধনের সময় হইতে, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অনুশীলন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা বাঙালী পাঠকের ধর্ম্মবোধ ও সুনীতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। ইদানীং তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার আলোচনা ক্ষীণ হইয়াছে।

তাহার ফল যে শুভ হয় নাই, ইহা অতি স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হইতেছে।

আশা করি ভগবানের অনুগ্রহে, দেশে অনর্গল দুর্নীতির প্রবাহ ক্রমশঃ প্রতিরুদ্ধ হইবে, এবং সেই প্রতিরোধের সাধন হইবে, ভারতবর্ষের অপূর্ব মনীষার অবদান শাস্ত্র সমূহের আলোচনায়।

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার সুযোগ বঞ্চিত, তাঁহাদের পক্ষে বঙ্গভাষায় রচিত এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা কল্যাণমার্গের অনুসরণে বিশেষ উপযোগী হইবে। সেই দিনে কল্যানীয়া অনুবাদ-কর্ত্রীর অবদানের গৌরব ও মহিমা সহৃদয়সমাজের অকৃপণ অঙ্গীকার ও সমাদর লাভ করিবে।

আমি যদিও সংস্কৃত রসিক এবং সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে উপনিষদাদি শাস্ত্র আলোচনা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তথাপি এই অনুবাদ পাঠ করিয়া সুবিমল আনন্দ লাভ করিয়াছি। কঠোপনিষদের কবিত্ব, অনুবাদের দ্বারা মোটেই ব্যাহত হয় নাই, ইহা মাত্র বলিলে, কৃপণতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইব। মনে হয়, সুললিত বঙ্গভাষার মাধুর্য্য ইহার হৃদয়গ্রাহিতার উপায় সাধন করিয়াছে। আমি অনুবাদকর্ত্রীর নিরাময় দীর্ঘজীবন এবং নির্বিঘ্ন শাস্ত্রাভিযোগ ভগবৎ-সমীপে কামনা করিতেছি।

আমার ঐকান্তিক অভিলাষ, যে, আয়ুষ্মতী লেখিকা অন্যান্য উপনিষৎ সমূহের এইরূপ অনুবাদ রচনা করিয়া মুদ্রনের দ্বারা বাঙ্গলাদেশের নরনারীর অবিনশ্বর কৃতজ্ঞতার অধিকারিণী হউন।

অলমিতি বিস্তরেন

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন পরে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে।—যাঁহাদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় ইহা সম্ভব হইল,—তাঁহাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞ অন্তরের ধন্যবাদ জানাই।—প্রথম সংস্করণে মাত্র তিনটী উপনিষদের অনুবাদ ছিল।—তাহার পরে, ধীরে ধীরে আরো কিছু অনুবাদ করিয়াছি। কিন্তু কাগজের অভাবে সেগুলি সব প্রকাশ করা গেল না।—মাত্র একটী নূতন উপনিষৎ (শ্বেতাশ্বতর) এই সংস্করণে সংযোজন করিতে পারিয়াছি।

চিত্রিতা দেবী

উপনিষৎ

উপ, নি, আর সদ্, এই তিনটী কথার মিলন হয়েছে "উপনিষদে।"—উপ অর্থাৎ কাছে। কাছাকাছি না এলে এ বিদ্যা শেখানো যায় না, এই হয়ত ছিল সে যুগের ধারণা। প্রিন্টিং প্রেসের মহিমা তাঁদের জানা ছিল না,—প্রচারের চেয়ে, প্রকাশের পরেই বিশ্বাস ছিল বেশী।—

গুরুর কাছে এসে শুশ্রূষু হয়ে বসতে হবে। গুরুর চিত্তও যেন উন্মুখ আগ্রহে শিষ্যের কাছে এসে পৌঁছয়। তাহলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের সেই যুগল এষণার সঙ্গমে বিকশিত হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্তর্লীন নিগূঢ় বিশুদ্ধ জ্ঞান।

জার্মান পণ্ডিতদের মতে, উপ কথাটার ভিত্তিতেই উপনিষদ্ কথাটা গঠিত। আচার্য্য শঙ্করের মতে, এই কথাটার মধ্যে "সদ্" শব্দযুগলের প্রাধান্য বেশী।

সদ্ ধাতুর অর্থ শিথিল করা, খুলে দেওয়া। মোহাবরণ খুলে দেয়, বলেই এই শাস্ত্রের নাম উপনিষদ্। মাকড়সা যেমন তার নিজের চারিদিকে, নিজেরই দেহনিসৃত জালের আবরণ রচনা করে, তেমনি মানুষও আপনার অন্তর্নিহিত মায়াশক্তির জালে অহর্নিশি আপনাকে পাশবদ্ধ করছে। ঔপনিষদ জ্ঞান হৃদয়ে উপলব্ধ হলে, সাধনার বলে, মায়া-প্রবাহ রোধ করে, হয়ত মানুষ আপনাকে পাশমুক্ত করতে পারে,—হিরণ্যগর্ভের জাল ছিন্ন করে, সত্যস্বরূপের সাক্ষাৎ পেতে পারে।

—"হিরণ্যগর্ভ" কথাটা বৈদান্তিক সাহিত্যে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।—

কোটি বিচিত্র বস্তু ও প্রাণ রাশিতে আকীর্ণ এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এক হিরন্ময় আবরণের মধ্যে অনাদি অনন্ত কাল ধরে, আবর্তিত, বিবর্তিত হ'তে হ'তে, পরিবর্ত্তনের পথে পথে নৃত্য করে চলেছে।—

সেই হিরন্ময় পাত্রের দ্বারাই সত্যের মুখ আবৃত। তারই জন্যে সূর্য্যের স্বরূপকে দেখতে পাই না, দেখি মাত্র তার জ্বলন্তবেশ।—তারই জন্যে মানুষ নিজের কাছেও নিজেকে অনবরত ঢেকে রাখে,—রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ধন, জন, নাম, খ্যাতি, ইত্যাদি সব নানারঙের জমকালো চাদর দিয়ে।

এই স্বর্ণবরণ মায়াজালের নামই হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভের মধ্যেই "প্রাণঃ এজতি নিস্থতম্"—প্রাণ সর্ব্বদা কম্পিত হচ্ছে,—দুঃখে, সুখে, জন্মে, মরণে, বাসনা থেকে বাসনান্তরে, তড়িৎ প্রবাহের মত কম্পিত হতে হতে সে কেবলি, একশক্তি থেকে, আরেক শক্তিতে, প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিচিত্ররূপিণী, চিরচঞ্চলা পরিপূর্ণা হিরণ্যগর্ভশক্তি অহর্নিশি, সেই অখণ্ড, অদ্বৈত, স্থির, নিশ্চল, পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দের মধ্যে স্ফুরিত হচ্ছে,—যে শক্তি কেবলমাত্র আনন্দ চৈতন্যরস,—সকল চঞ্চলতার মধ্যে যে চির স্থির, সকল ভোগের মধ্যে যে নিরাসক্ত সাক্ষী। অহর্নিশি স্ফুরণেও সে শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

চেতনা থেকেই এবং চেতনাতেই প্রাণের স্ফুরণ।—অনন্ত প্রাণের জন্ম, অনন্ত চেতনায়। তাই অনন্তের মধ্যে অনন্তের জন্মে, অনন্তই বিরাজ করে।—তাই—

পূর্ণমদঃ, পূর্ণমিদম্,
পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়,
পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ঈশোপনিষৎ

ঈশোপনিষৎ শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতার অন্তর্গত। কৃষ্ণ ও শুক্ল এই নামকর্ণের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। যজুর্বেদের প্রবর্তক ছিলেন ঋষি বৈশম্পায়ন। হয়ত যজুর্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ, মন্ত্র ও মন্ত্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা, এমনভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার হয়ে ছিল, যে কোনটা মন্ত্র আর কোনটা ব্যাখ্যা বুঝে ওঠা কঠিন হোত। তাই বৈশম্পায়নের শিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য অস্পষ্টতার জন্যে এই বেদকে 'কৃষ্ণ' আখ্যা দিয়ে নবমন্ত্রাবলী এর সঙ্গে যোজনা করে, নূতন ব্যাখ্যা সম্বলিত, শুক্ল অর্থাৎ স্পষ্ট, দৃষ্টি অথবা বুদ্ধিগোচর নব যজুর্বেদ প্রকাশিত করলেন।

এই নবপ্রকরণের দ্বারা সেদিন গুরুশিষ্যের সম্পর্কে সত্যিই ফাটল ধরেছিল কিনা কে জানে,—তবে এ সম্পর্কে যে গল্পটী প্রচলিত আছে, তাতে মনে হয়, সেই সুদূর অতীতে, কুরু পাঞ্চাল মদ্রগন্ধার, কাশী কোশল প্রভৃতি রাজ্যে গ্রথিত, উত্তরাপথে সীমাবদ্ধ ভারতবর্ষের শান্তবৃক্ষচ্ছায়ায়, তপোবনের নিভৃতে, একদিন চিরাচরিত ঐতিহ্যকে অবহেলা করে গুরুশিষ্যে মনান্তর ঘনিয়ে উঠেছিল—তীব্র অভিমানে পরস্পর পরস্পকে ত্যাগ করেছিলেন।

গল্পটী এই—একদা অনবধানে ঋষি বৈশম্পায়ণ এক ঘোরতর পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভীত ঋষি অনুরোধ করলেন শিষ্যদের—গুরুর পাপস্খালনের জন্যে তপস্যা করতে পারবে কি তারা? এমন সৌভাগ্য! শিষ্যরা তখনি প্রস্তুত। গুরুসেবার গৌরব শিরে বহন করে তপস্যা করতে যাবে তারা। খবর শুনে ঝল্‌সে উঠলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তরুণ সূর্য যেমন উদ্ধত হয়ে ওঠে আকাশে, তেমনি

ব্রহ্মতেজের দীপ্তি তাঁকে ঠেলে তুলে দিল দুর্বিনীত অহঙ্কারের চূড়ায়। গর্বিত বচনে তিনি বললেন—"গুরুদেব, এই সব অসার হীনবীর্য শিষ্যেরা কি তপস্যা করবে? এদের শতবর্ষের সাধনাতেও আপনার পাপনাশ হবে না।—তার চেয়ে অনুমতি করুন, আমি একাই উগ্র তপস্যার দ্বারা অল্পকাল মধ্যে আপনাকে সর্বপাপমুক্ত করব।"

শিষ্যের অহঙ্কৃত বাক্যে জ্বলে উঠলেন গুরু, বললেন—"এই মুহূর্তে আমার আশ্রম ছেড়ে চলে যাও, আর মদধীত সমস্ত বিদ্যা প্রত্যার্পণ করে যাও।" অভিমানে জ্ঞান হারালেন ক্রুদ্ধ শিষ্য—মাটিতে বমি করে বললেন—"এই লও, তোমার শেখান বিদ্যা বমি করে ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।"—আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেলেন তিনি।

—জাহ্নবীর তীর দিয়ে বহুদূর চলে যান—কঠিন পায়ের তলে কঠিন উপলখণ্ডগুলি সরে সরে যায়।—অন্যমনে ঘুরে বেড়ান তিনি। অর্থ তাঁর আছে। তিনি বাজসনির পুত্র বাজসনেয়,—প্রচুর যাঁর অন্ন, অতুল যাঁর ঐশ্বর্য।—কিন্তু অর্থে তাঁর কতটুকু প্রয়োজন মিটবে?—তিনিই তো একদা পরবর্তী জীবনে তাঁর সমস্ত অর্থ দান করে, মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যা দিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন। তিনি জানতেন, বেদবিদ্যাহীন জীবনের অভাব পূরণ করতে অর্থ কখনো সমর্থ নয়।

—জ্ঞানহীন নিরর্থক জীবনের শূন্যতায় যখন শ্রান্ত হয়ে আসে মন, তখন আকাশে দৃষ্টিপাত করেন ঋষি।—খর রৌদ্রতাপে বহ্নিমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন, প্রার্থনা ভাষা পায় তাঁর কণ্ঠে—'হে সূর্য, আমার অন্তর্নিহিত যে শক্তি সে তো তোমারই মত ভাস্বর—তুমি যেমন বিশ্বকে প্রকাশ কর চোখে, সেও তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ করে জ্ঞানে। তোমার শক্তিতে আমি শক্তিমান। তুমিই আমি—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি", হে সূর্য, তুমি তোমার কিরণকণাপাতে আমার ক্রোধে আবিল চিত্তকে পরিশুদ্ধ কর।—হে পূষণ, তুমি নিজেই তো বেদাধীশ,—প্রভাতে মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যায় তুমিই তো বিচরণ

কর, ঋক্, যজু, সামে। অর্থাৎ প্রভাতে ঋক্ মন্ত্র তোমায় স্তব করে, মধ্যাহ্নে যজু তোমায় আহ্বান করে আর সন্ধ্যায় সামগাথা তোমায় বন্দনা করে—হে পূষণ, তুমি নবমন্ত্র প্রকাশ কর আমার চিত্তে'।

প্রার্থনা পূর্ণ হোল, কৃপা করলেন দেবদিবাকর। নব জ্ঞানালোকে নবমন্ত্র উদ্ভাসিত হোল যাজ্ঞবল্ক্যের মনশ্চেতনায়।

এই শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতায় চল্লিশটী অধ্যায় আছে। প্রথম উনচল্লিশটী অধ্যায়ে যজ্ঞপ্রকরণ ও ব্যাখ্যা এবং শেষ অধ্যায়ে মাত্র আঠারোটী শ্লোকে এই ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশিকা উপনিষৎটী গ্রথিত।

—এর প্রথম শ্লোকের প্রথম কথানুসারে এই উপনিষদের নাম ঈশোপনিষৎ। এই প্রথম শ্লোকটী থেকেই একদা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মহৎ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

—এই উপনিষদটী আকারে ক্ষুদ্র হলেও, তথ্যে ও তত্ত্বে বিপুল এর সম্প্রসারণ এবং বৈদান্তিক সাহিত্যে গভীর এর প্রতিষ্ঠা। এই উপনিষদে বেদান্তের মূল ভাবগুলিই বলা হয়েছে। প্রথম কয়েকটী শ্লোকে ঋষি কবি ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনার আভাস দিয়েছেন।—সেই বর্ণনাতেই অদ্বৈতবাদের সূচনা।

এই চঞ্চল ভঙ্গুর, সতত পরিবর্তনশীল বস্তুময় বিশ্বজগৎ ঈশ্বরে অথবা আত্মায় অথবা ব্রহ্মের দ্বারা পরিপূর্ণ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। মাটির ঘটিকে মাটি যেমন পূর্ণ এবং পরিব্যাপ্ত করে বিরাজ করছে, তেমনি করেই সেই আত্মার দ্বারা এই বিশ্বসংসার পরাবৃত এবং অনুবিষ্ট। সমস্ত বিভিন্নতা এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তিনিই একমাত্র অখণ্ড সত্য। বহুবিচিত্র কোটি অনন্ত বস্তু ও মানস পুঞ্জের তিনিই একমাত্র আশ্রয়। সোনার বালা, সোনার হার, সোনার আংটী এবং স্বর্ণকুণ্ডলের মধ্যে সোনাই যেমন একমাত্র সত্য। এই সমস্ত বিভিন্ন অলঙ্কারকে যতবারই ভাঙ, গড়, সোনাই যেমন সকল কালে, সকল দেশে তাদের একমাত্র আশ্রয়, তেমনি এই বিপুল বিচ্ছিন্ন সতত

পরিবর্তনশীল জগৎসংসারের একমাত্র পরম আশ্রয় হচ্ছেন, সেই শুক্রম, অকায়ম্, অব্রণম্, শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্, কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভু, ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা। তিনি সকল দেহীতে বর্তমান অথচ অকায়ম্, অক্ষত,—শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ। পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। জীবরূপে, অথবা বস্তুরূপে, পাপ, মালিন্য, অথবা অজ্ঞান তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে বটে, কিন্তু তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে না,—কলঙ্ক যেমন সোনাকে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু তার অমলিন স্বর্ণসত্বাকে কিছুতেই খণ্ডিত করতে পারে না। মন শত দ্রুত ছুটে গিয়েও তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না, কারণ সঙ্কল্প মাত্রেই মন দেখে, তিনি সেখানে উপস্থিত আছেন। তিনি শাশ্বত কালব্যাপী সর্বত্র অবস্থান করছেন, তাই তিনি অচল। অথচ চলবানদের মধ্যে তিনিই গতিস্মান্। তাঁরই গতিতে সকলের গতি। পর্বতরূপে তিনি স্থির, নদীরূপে তিনি প্রবাহিত। যারা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, এবং অনবহিত, তাদের কাছে তিনি অপ্রাপ্য দূরবর্তী—শতবৎসরের জীবনেও তারা তাঁকে দেখতে পায় না। আর যারা সাধক, যারা জিজ্ঞাসু, যারা ধীর, তিনি সততই তাদের একান্ত সন্নিকটে ; আত্মার আত্মীয়রূপে তাদের চিত্ত জ্যোতির্ময় করে বিরাজ করছেন।

পরমাত্মাকে যে আপন অন্তরাত্মার মধ্যে অনুভব করতে পারে, যে তাঁকে আপন স্বরূপের অন্তর্গত বিশ্বস্বরূপ বলে জানতে পারে, নিজের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে যে একই পরিব্যাপিনী শক্তির লীলা দেখতে পায়, তার পক্ষে, কারো বা কোন কিছুর প্রতিই ঘৃণা বা দ্বেষ থাকা সম্ভব নয়। কারণ সে জানে, যে সেই ঘৃণিত বা বিদ্বিষ্ট বস্তুও মূলতঃ তার নিজেরই অন্তর্লীন পরমাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন। সমগ্র জগতের মধ্যে, যে, এই পরম ঐক্যতত্ত্বটী উপলব্ধি করতে পেরেছে, তার কাছে শোক অথবা মোহ অর্থহীন। প্রিয়-অপ্রিয়ের সীমারেখা তার কাছে ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এবং সমগ্রের প্রতি এমন একটা

নিরাসক্ত শিবদৃষ্টি সে লাভ করতে পেরেছে, যার কাছে লাভ, ক্ষতির মূল্য তুচ্ছ হয়ে গেছে।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটীতে ঋষি কবি এই কথাই বলতে চেয়েছেন, যে ঈশ্বরের দ্বারা পূর্ণ এই জগতে তোমার নিজের বলে কিছুই নেই। তোমার খণ্ড অহঙ্কার পরিপূর্ণ মিথ্যা। সেইজন্যে ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর। অর্থাৎ, ত্যাগের মধ্যেই যথার্থ সুখ, কারণ ত্যাগই তোমাকে স্বার্থলোভের বন্ধন মোচন করে, আত্মার মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করাতে পারে। ত্যাগের দ্বারাই বিশ্বের সঙ্গে তোমার অখণ্ড যোগসূত্রটী অনুভব করতে পার—

"বিশ্বসাথে যোগে,
যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার
সাথে আমারো।"

সেই যোগে, মুক্তি ও মিলনের সেই অখণ্ড আনন্দেই আত্মার যথার্থ ভোগ, "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা"—তাই ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর। লোভ কোর না—মা গৃধ।—কারণ ধন তোমার নয়। এই ভঙ্গুর বিশ্বজগতে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ।—কিন্তু তাই বলেই যেন কর্মত্যাগ কোর না—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্মানি।—শতবৎসর জীবিত থেকে সৎকর্মের অনুষ্ঠান কর। কারণ একমাত্র নির্লোভ কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই তুমি আপনাকে কর্মজাল হতে, আসক্তি বন্ধন হতে মুক্ত রাখতে পারবে।

এর পরের কয়েকটী শ্লোকে জ্ঞান ও কর্মের বিভাগ, এবং তাদের পৃথক ফলের কথা বলেছেন ঋষি।

—যারা বিষয় বিভব ভোগ বাসনায় কেবল কর্মানুষ্ঠানই করে যায়, (সামাজিক, পারিবারিক, লৌকিক অথবা যজ্ঞীয়) যারা জ্ঞানের আলোকে, এই মিথ্যা ভেদজ্ঞান, অহঙ্কার পরিতৃপ্তির এই মোহান্ধকার

দূর করতে চেষ্টা করে না, তারা সুখের খোলসে দুঃখই ভোগ করে থাকে, এবং চিরজীবন অন্ধকারেই আবৃত রয়ে যায়। কিন্তু যারা কর্মত্যাগ করে, কেবলমাত্র শুষ্কজ্ঞান ও সমাধির দ্বারা লোকান্তরালে নিভৃত জীবন কাটিয়ে যায়, তাদের গতি আরো অন্ধকারের দিকে।—অর্থাৎ জ্ঞান ছাড়া কর্ম, মূঢ় অন্ধতার পরিচায়ক হলেও, হয়ত তার দ্বারা বিশ্বসংসারের কোন না কোন উপকার সাধিত হয়। কিন্তু কর্মহীন নিষ্ফল জ্ঞান কোনদিকেই সার্থকতা লাভ করতে পারে না। জড়তা ও তামসিকতার দিকই তার গতি।—তাই উপনিষদ্‌কার বলেছেন—জ্ঞান ও কর্মের মিলনেই সাধনার সার্থকতা। সাধনার দ্বারা জ্ঞানলাভ হলে যখন মিথ্যা অহঙ্কারের ভেদান্ধকার দূর হয়ে যায়, তখনই নিরাসক্ত চিত্তে কর্মানুষ্ঠান করা সম্ভব হয়। একমাত্র নিরাসক্ত কর্মের দ্বারাই আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারি।

দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, দেহোদ্ভূত ইন্দ্রিয়দীপ্ত মনও পঞ্চভূতের অন্তর্নিহিত চিৎশক্তির মধ্যেই আবার বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু কর্ম থাকে এই জীবলোকেই,—থাকে কর্মফল। সেই ফল স্মৃতিরূপে অন্ততঃ কিছুদিন পর্যন্ত তাকে মৃত্যু পার করে নিয়ে গিয়ে উত্তরপুরুষের অমৃতধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। তাইত সাধক কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম্ করে, এবং জ্ঞানসাধনার দ্বারা অমৃত লাভ করে। অর্থাৎ যে মুহূর্তে সত্যজ্ঞান লাভ হয়, সে মুহূর্তেই আত্মার অবিনশ্বরত্ব সে উপলব্ধি করে।—সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারে, যে, সে অমৃতের সন্তান।—মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কর্মের দ্বারা সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে মাত্র, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা সে অনন্ত অমৃতের অধিকারী হয়।—তাই জ্ঞান ও কর্মের সম্পূর্ণতার মধ্যেই সাধনার সার্থকতা।

এই কথাই একেবারে শেষ দিকে আবার আছে,—যখন ঋষি বলছেন,—মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমার এই স্থূল শরীর ভস্মসাৎ হয়ে যাক্, কেবলমাত্র কর্মের মধ্যেই থাক আমার স্মৃতি—

"বায়ুরনিল-মমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্
ওঁ ক্রতোস্মরকৃতংস্মর।"

যা কিছু স্থূল, যা কিছু পরিবর্তনশীল, তা ছুটে চলেছে অহর্নিশি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ হয়ে নবজন্মলাভের আশায়।—অবিস্মরণীয়রূপে বাঁচে কেবল তার কীর্তি, তার দান,—সোনার তরী বোঝাই হয়ে যা ভেসে চলে যায় অনাদি কাল স্রোতের উপর দিয়ে।

—এর মাঝখানে একবার ঋষির চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছে সত্যের সন্ধানে।—আকাশের সূর্যই তাঁর প্রেরণা—তাই আকুল কণ্ঠে বলেছেন—

তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।—হে পূষণ, কেন এই মিথ্যা বস্তুপুঞ্জের হেমকিরণ জালে, আবৃত করে রেখেছ সেই সত্যস্বরূপকে? —খোল খোল দ্বার। আবরণ উন্মোচন কর, আমাকে দেখতে দাও তাঁর সত্যরূপ।—তোমার এই উদ্ধত প্রদীপ্ত কিরণজালে আবৃত বিশ্বের রুদ্ররূপের মুখোস খুলে ফেলে তার অন্তর্নিহিত শান্ত নির্মল রূপ আমাকে দেখতে দাও,—হে রুদ্র তোমার কল্যাণতম রূপে আমাকে দেখা দাও।

—"যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

ঈশোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ
পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়, পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্য স্বিদ্ধনম্। ১

কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি, ন কর্ম লিপ্যতে নরে। ২

অসূর্যা* নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা॥
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ। ৩

---

* অন্যত্র 'অসুর্যা' এই পাঠও দেখা যায়। অসূর্যা অর্থাৎ সূর্যহীন নিকেতন। আর অসুর্য্য হোল অসুরদের বাসস্থান,—এবং সেইজন্যেই আলোকহীনও বটে।

শান্তিপাঠ

ওঁ

পূর্ণ তাহা, পূর্ণ ইহা,
পূর্ণ হতে পূর্ণ ওঠে জাগি,
পূর্ণ হতে পূর্ণ নিলে,
পূর্ণ রহে বাকি ॥

ঈশোপনিষৎ

এই ধরণীতে যা কিছু সচল, সবি ঈশাময় ধন্য
ত্যাগে ভোগ কর, লোভ কোর না গো, কার ধন কার জন্য ॥ ১

যদি চাও তুমি, বেঁচে থাক তবে, বর্ষশতেক ধরে,
বিহিত কর্ম করা ছাড়া আর, পথ নেই তব তরে।
(কর্মে যদিও বন্ধন, তবু কর্মে বাঁধন ক্ষয়,)
সুকর্ম করে যেজন, সে কভু কর্মে লিপ্ত নয় ॥ ২

নিজেরে জানে না যেই মূঢ় আত্মঘাতী।
তমাবৃত অন্ধলোকে তার নিত্য গতি ॥ ৩

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬

যস্মিন্ সর্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ—
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্য সমাভ্যঃ ॥ ৮

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া
ইতিশুশ্রুম ধীরাণাং যে
নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০

মন হতে বেগবান, দেব[১] যাকে পায় না।
স্থির, এক, দ্রুতগামী তবু জানা যায় না।
সে আছে বলে ব্যোম জুড়ে কর্মধারা ঝরে।
(অচল চলিষ্ণু তবু ধরা নাহি পড়ে) ॥৪

চলেন তবুও চলেন না তিনি নিকটে তবুও দূরে।
সবার বাহিরে, সকলেরে ঘিরে তবু অন্তর জুড়ে ॥৫

আত্মাতে যিনি জগৎ দেখেন, জগতে দেখেন আত্মা,
সেই দর্শনে ঘৃণা যায় তাঁর, (তিনিই মহান্ আত্মা) ॥৬

যে সমদর্শী আত্মারে দেখে সকল বিশ্বময়,
কিবা মোহ আর কিবা শোক তার, কিবা ক্ষতি কিবা লয় ॥৭

চিরন্তন সময়ের কর্ম করি ভাগ,
যে আত্মা সকল ব্যাপী স্থির জ্যোতির্ময়,
সর্বদর্শী সর্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ স্বয়ম্ভব,
অদেহী অক্ষত তিনি নির্মল নিষ্পাপ ॥৮

জ্ঞানহীন কর্ম যার, সে যায় আঁধারে,
কর্ম হীন জ্ঞানে যায় আরও অন্ধকারে ॥৯

ধর্মব্যাখ্যা শুনেছিনু মোরা
যত জ্ঞানীদের কাছে,
ধ্যান, জ্ঞান, আর কর্মের ফল
পৃথক্ পৃথক্ আছে ॥১০

১। দেব—অর্থাৎ দীপ্তিবান।—জগৎপ্রকাশক ইন্দ্রিয়। তিনি ইন্দ্রিয়লভ্য নন।

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ
যস্তদ্বেদোভয়ং সহ ।
অবিদ্যয়া[১] মৃত্যুং তীর্ত্বা
বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥১১

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি
যেঽসম্ভূতিমুপাসতে[২] ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ
সম্ভূত্যাংরতাঃ ॥১২

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ
যস্তদ্বেদোভয়ং সহ ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা
অসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥১৪

হিরন্ময়েন পাত্রেণ
সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায়
দৃষ্টয়ে ॥১৫

১। অবিদ্যা অথবা কর্মের দ্বারা মৃত্যু পার হয়ে, বিদ্যা অথবা জ্ঞানের দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়। কর্মের দ্বারা অমৃত অথবা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। যা মৃত্যুর অতীত, নিত্য সত্য, তা কি করে মৃত্যুবাহিত কর্মের দ্বারা লাভ করা যাবে? কর্ম নিত্য পরিণামশীল। ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়। কর্ম কার্য্যে পরিণত হতে হতে চলে। তাই অপরিণামী দেশকালাতীত সত্যকে কর্মফলরূপে লাভ করা যায় না। কর্মের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা সত্যের উপরের এই মিথ্যা আবরণটা মোচন করা যায়। এই মায়ার আবরণ, এই মৃত্যুর ঢাকা উন্মোচন করলে, মৃত্যু পার হলে, তবেই শুদ্ধ সংস্কৃত চিদ্‌লোকে ব্রহ্মদর্শনরূপ অমৃত লাভ করা যায়।

সম আগ্রহে ধ্যান ও কর্ম
যে সাধে আপন প্রাণে,
কর্মে[১] মৃত্যু তরিয়া, অমৃত
লভে সে আপন জ্ঞানে ॥১১

শুধু প্রকৃতিকে[২] যারা স্তব করে,
আঁধারে প্রবেশ করে,
যে পূজে শুধুই কার্য্য ব্রহ্মে
অতলে ডুবিয়া মরে ॥১২।

মরণধর্মী যা কিছু কর্ম,
যা আছে বিশ্বে স্থির,
এ দুয়ের পূজা বিভিন্ন ফলে,
—এই তো বলেন ধীর ॥১৩

প্রকৃতি, কর্ম, দোঁহারে, সমানে
সাধন করেন যিনি,
কর্মের দ্বারা মৃত্যু-তরিয়া
অমৃত লভেন তিনি ॥১৪

সোনার পাত্রে ঢাকা সত্যের মুখ,
হে পূষণ,
খোলো-আবরণ তার,
দেখাও সত্যরূপ ॥১৫

২। অসম্ভূতি—যার সম্ভব অর্থাৎ জন্ম নাই। জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।—অজাতা, অব্যক্তা অপ্রকাশিতা প্রকৃতি। যারা শুধু প্রকৃতিকে উপাসনা করে, তারা প্রকৃতিতেই লয় পায়। সেও একরকম অন্ধতা বই কি।

সম্ভূতি—যার জন্ম আছে, তার মৃত্যুও আছে। অর্থাৎ এই বিনাশশীল সৃষ্টিরূপ। এরই নাম কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ।

প্রকৃতি অথবা মায়া এবং হিরণ্যগর্ভের বিষয় পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে অনেক আলোচনা আছে।

২

পুষন্নেকর্ষেযম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্
সমূহ তেজো যত্তে রূপং
কল্যাণতমং, তত্তে পশ্যামি ।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ
সোঽহমস্মি ॥১৬

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং
ভস্মান্তং শরীরম্
ওঁ ক্রতোস্মর, কৃতং স্মর
ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ॥১৭

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাংতে নমউক্তিং বিধেম ॥১৮

তুমি নিয়ন্তা সকল কালের
হে পূষণ, তুমি একা।
সংহর তব রুদ্র রশ্মি,
শিবরূপ দিক দেখা।
তব অন্তরে যে প্রাণপুরুষ
নিত্য একাকী জাগে,
আমারো মাঝারে, সেই সে পুরুষ
(তোমারি আশিষ মাগে) ॥১৬

মম প্রাণ মিশে যাক্
মৃত্যুহীন আকাশে,
স্থূলদেহ ভস্ম হোক,
উড়ে যাক্ বাতাসে
যা করেছি, আর যাহা স্মরণীয়,
জাগুক তোমার স্মরণে,
যে বহ্নি আছ, ওঙ্কার রূপে,
নিগূঢ় আমার মনে ॥১৭

দেব,* তুমি জান, সকল কর্ম,
সকলের মনপ্রাণ।
দূর কর যত কুটিল পন্থা,
পাপ কর অবসান।
সুপথে মোদের লয়ে যাও তুমি,
কর্মফলের জন্য,
নম নম, নম প্রণমি তোমারে।
ধন্য তোমারে ধন্য ॥১৮

*অগ্নিদেবতা

কেনোপনিষৎ

সামবেদের অংশবিশেষের প্রবর্তক ঋষি তলবকারের নামানুসারে এর এক নাম তলবকারোপনিষৎ। আবার এর প্রথম শ্লোকের 'কেন' এই প্রথম পদানুসারে এর নাম কেনোপনিষৎ।

এর প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মর্ষি বলছেন, চোখ, কান, বাক্‌শক্তি, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি এক অখণ্ড আত্মময় ব্রহ্মসত্তার দ্বারা শক্তিমান। কিন্তু তারা তাদের আত্মভূত, অথচ তাদের পরিণতির আদি কারণ সেই শক্তিদাতা ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না। জল যেমন একই কালে নদীর স্বরূপ এবং জনক, তেমনি সেই ব্রহ্মসত্তার নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য ধারা থেকেই আহৃত এবং গঠিত এই ইন্দ্রিয়দের সমস্ত শক্তি। কিন্তু এরা সেই শক্তি উৎসকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে না। সূর্যের কাছ থেকেই তো আলো পায় চাঁদ, কিন্তু পারে কি কখনো সূর্যকে প্রকাশ করতে। সূর্য নিজেই যখন কৃপা করে রাত্রি শেষে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই নিখিল লোকে তাঁর স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় খণ্ডেও এই কথারই রেশ চলে গেছে। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, তিনি জ্ঞানের বিষয়ীভূত নন। তাঁকে 'জানি' এমন কথা কে বলতে পারে? কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়বুদ্ধির অগোচরে, মানসলোকের কোন নিগূঢ় গভীর অন্তর্দেশে, হঠাৎ কখনো তাঁর স্পর্শ পাওয়া যায়,—যে স্পর্শ পেয়ে একদা পণ্ডিত নিমাই পাণ্ডিত্যের খোলস ছুঁড়ে ফেলে, পথের ধূলায় কেঁদে ভাসিয়েছিলেন অনির্বচনীয় আনন্দের বেদনায়,—যে স্পর্শের আহ্বানে একদিন আড়াই

হাজার বছর আগের এক রাজপুত্র রাজসম্পদ্ তুচ্ছ করে, ভিখারীর জীর্ণবাস অঙ্গে তুলে নিয়েছিলেন—

"যার লাগি, মানী সপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে
আত্মপ্রাণ।"

কোন কোন সাধক, কোন কোন ভাগ্যবান পেয়েছেন তো তাঁর স্পর্শ।—সপ্তস্তর তমাবরণ ভেদ করেও তাঁর কৃপাস্পর্শ সুপ্ত চিত্তকে জাগ্রত করেছে এমন দৃষ্টান্তও তো ঘটেছে পৃথিবীতে। দস্যু রত্নাকর পরিণত হয়েছে মহাকবি বাল্মীকিতে। নিষ্ঠুর চণ্ডাশোকের চিত্ত মথিত ক'রে নেমে এসেছে করুণার ধারা, সেই করুণায় জেগে উঠেছে দেবা-নামপিয় অশোকের নির্মল রূপ।

তাই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে তাঁকে না জানলেও, একেবারেই তাঁকে 'জানি-না' এমন কথা তো সাধক বলতে পারেন না।

'জানি না'ও নয়, 'জানি' তাও নয়,
এই বাণী যিনি মর্মে বোঝেন,
তিনিই জানেন তাঁহারে।

সাধনার দ্বারা, ধ্যান সমাধির দ্বারা চিত্তকে তাঁর অমৃতস্বরূপ স্পর্শের অনুকূল করে তুলতে হয়, যে স্পর্শ পেলে জীব অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুমুক্ত হয়।—মৃত্যুভয় দূর হয়ে অনন্ত অমৃত জীবন তার কাছে ধরা দেয়। সাধক যখন এই বিচিত্র বিশ্বসত্তার মধ্যে একই অদ্বিতীয় অভেদ, পরমসত্ত্বার লীলারঙ্গ দেখতে পান, যখন প্রতি খণ্ড-জ্ঞানের মধ্যে অসীম ব্রহ্মেরই বিচিত্র প্রকাশ অনুভব করেন, এবং আপন অন্তরের মধ্যেও তাকেই প্রত্যক্ষ করেন, তখনই তিনি অমৃতের অধিকারী হন। অর্থাৎ মৃত্যুও তখন তাঁকে হরণ করতে পারে না। কারণ মৃত্যুর মধ্যেও

তিনি সেই শাশ্বত সত্যকেই দর্শন করেন, জীবনে যে সত্য ছিল জীবনের মূলে।

"প্রতিবোধবিদিতং মতং অমৃতত্বমহি বিন্দতে॥"—প্রত্যেকটী খণ্ড জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে সেই অখণ্ড অমৃতত্বই প্রকাশ পাচ্ছেন।

তৃতীয় খণ্ডের ছোট রূপকটিতে ঋষি বলছেন যে, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মধ্যেও সেই একই ব্রহ্মশক্তির লীলা। তিনি ছাড়া তাদের সমস্ত শক্তি বলহীন অর্থহীন। তিনি ছাড়া তারা একটি তৃণকেও স্থানচ্যুত করতে পারে না, তবু ভ্রান্ত অহঙ্কার বশে, (তাদেরই মত মানুষও) মনে করে শক্তি তাদেরই, জয় তাদেরই। মাঝে মাঝে আসে জিজ্ঞাসা, অন্তর পিপাসু হয়ে ওঠে জানতে—কে সেই জ্যোতি স্বরূপ, যাঁকে আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই, তবু যাকে আমরা বুঝতে পারিনা খণ্ড-জ্ঞানের সীমানায়। কিন্তু চিত্তে নেই সাধনা, ধৈর্য ধরে তপস্যা করবার নেই শক্তি,—তাই ফিরে আসি, যখনি কোথাও বাধা পাই। ইন্দ্রের ছিল সেই ধৈর্য, সেই জিজ্ঞাসার দৃঢ়তা। তাই ব্রহ্ম অন্তর্ধান করার পরেও তিনি নিষ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করে জিজ্ঞাসু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ঐশ্বর্যময়ী ব্রহ্মবিদ্যা উমারূপে আবির্ভূত হলেন তাঁর সামনে। তপস্যার দ্বারা কোটি প্রভাময়ী-বিদ্যা প্রকটিত হোল তাঁর কাছে। সেই জ্ঞানে, সেই উমা-বাক্যে, সেই বিদ্যারূপী গুরুবাক্যে ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হলেন তাঁর চিত্তে।

তিনি বুঝতে পারলেন, যে শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পবিব্যাপ্ত হয়ে মহাব্যোমে স্ফুরদ্‌মানা বিদ্যুৎশিখারূপে প্রকাশিত, এই ক্ষুদ্র মানুষের চকিত নিমেষপাতের মধ্যেও সেই শক্তিরই বিকাশ।

কেনোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং
করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ
শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি।
সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং,
মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু,
অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য
উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

কেনোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

গুরু ও শিষ্য আমাদের দোঁহে, একসাথে রাখো প্রভু,
বিদ্যার ফল যেন ভোগ করি দুজনে।
সমান শক্তি দাও, যেন মোরা শিখাতে শিখিতে পারি।
অধীত বিদ্যা হোক তেজস্বী, আনুক চিত্তে বল।
বিদ্বেষভরে দোঁহারে দুজনে,
কখনো না যেন দেখি॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আমার সকল অঙ্গ, আমার চক্ষু কর্ণ প্রাণ,
বাক্য আমার, শক্তি আমার, (তাঁহারি মাঝারে),
পুষ্টি করুক লাভ।
আমি যেন তাঁরে কখনো না ভুলি, আমার জীবনময়,
তিনি যেন মোরে না করেন কভু ত্যাগ।
তাঁর সাথে মোর, মোর সাথে তাঁর, কখনো না যেন,
তিলেক বিরহ রয়।
তাঁতে প্রতিষ্ঠ, ঔপনিষদ, চিরসনাতন ধর্ম,
বিরাজ করুক আমার চিত্তময়॥

প্রথম খণ্ড

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥১

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥২

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি
নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥৩

প্রথম খণ্ড

কার এষণায় এ মন সচল,
কার প্রেষণায় প্রাণ চঞ্চল,
চোখ দেখে কার জন্য ?
    কাহার আদেশে চিত্ত ভরিয়া,
    কথা বাহিরায় বাক্য গড়িয়া,
    কান শোনে কার জন্য ? ॥১

চক্ষুর চোখ, বচনের বাক্,
তিনি কর্ণের কান,
তিনিই সকল মানসের মন,
তিনি পরানের প্রাণ।
জ্ঞানী জানে, তাই, সকলি তাঁহার,
মিথ্যা অহঙ্কার!
এই জ্ঞানে তার গতি অমৃতে,
ইন্দ্রিয়দের পার ॥২

নয়ন তাঁহারে পায়না দেখিতে,
বাক্য পারেনা কহিতে,
মনও কভু তাঁরে পারেনা ধারতে মনে,
নিজেই জানিনা তাঁহার স্বরূপ,
তোমারে বুঝাব কেমনে ॥৩

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো
অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং
যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥৪

যদ্ বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং
যদিদমুপাসতে ॥৫

যন্মনসা ন মনুতে,
যেনাহুর্মনো মতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে ॥৬

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি,
যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে ॥৭

জানা ও অজানা হইতে পৃথক,
মনের ধারণাতীত,
এই তো শুনেছি গুরুর ব্যাখ্যা,
জানি না তাঁহার রীত ॥৪

বাক্য যাঁহার প্রকাশ অথচ পারেনা,
যাঁহারে বুঝাতে অথবা বুঝিতে,
তিনিই ব্রহ্ম, তাঁরে জানো,
আর যেও না বাহিরে,
অন্য কাহারে পূজিতে ॥৫

চিত্ত যাঁহাতে চেতনাপূর্ণ,
কল্পনা নারে ধরিতে,
তিনিই ব্রহ্ম, তাঁরে জানো,
আর যেও না বাহিরে,
অন্য কাহারে পূজিতে ॥৬

চোখ যাঁর দ্বারা পায় দেখিবারে,
যাঁরে নাহি পায় দেখিতে,
তিনিই ব্রহ্ম তাঁরে জানো,
আর যেও না বাহিরে,
অন্য কাহারে পূজিতে ॥৭

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি
যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে ॥৮

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি,
যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি
নেদং যদিদমুপাসতে ॥৯

ইতি কেনোপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

যাঁর দ্বারা কান পায় শুনিবারে,
যাঁরে নাহি পায় শুনিতে,
তিনিই ব্রহ্ম তাঁরে জানো,
আর যেওনা বাহিরে,
অন্য কাহারে পূজিতে ॥৮

প্রাণ যাঁতে প্রাণ পায়,
প্রাণ যাঁরে পায় না,
তিনি ব্রহ্ম, জানো তাঁরে
আর নেই সাধনা ॥৯*

---

* ভাষ্যমতে প্রাণ শব্দের অর্থ ঘ্রাণ। অর্থাৎ—
যাঁর দ্বারা ঘ্রাণ লভিল গন্ধ
তাঁরে সে লভিতে পারে না
তিনিই ব্রহ্ম, তাঁরি পূজা কর,
অন্য ভজনা কোর না ॥

অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বহির্দেবতার পূজা করা অর্থহীন। পরমাত্মার চৈতন্য-শিখা একমাত্র অন্তরেই দীপ্যমান। অথবা এ অর্থও হতে পারে :—ধন, জন, বিষয় সম্পদ্ প্রভৃতি, আমাদের দেবতার আসনও আচ্ছাদন করেছে। আমরা রাত্রিদিন এদের উপাসনা করি। কিন্তু এদের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ নেই। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম একমাত্র অন্তরেই প্রকাশিত হতে পারেন। আপন অন্তরেই তাঁকে জানতে হবে, বাইরে নয়। যাঁর দ্বারা ইন্দ্রিয়রা শক্তি লাভ করেছে, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তিনি অন্তর্যামী, তিনিই চিত্তবাসী জীবনদেবতা, চিত্তের মধ্যেই ধ্যানযোগে তাঁর উপাসনা করতে হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দ্রভ্রমেবাপি,
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু
মীমাংস্যমেব তে ;
মন্যে বিদিতম ॥১

নাহং মন্যে সুবেদেতি
নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥২

যস্যামতং তস্য মতং
মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাতমবিজানতাম ॥৩

দ্বিতীয় খণ্ড

(গুরু)

যদি মনে কর, তাঁহারে জেনেছ তুমি ;
তবে জেনে রেখ, জেনেছ তাঁহারে,
খণ্ড ক্ষুদ্র রূপে,
(তব ইন্দ্রিয় সীমাটুকু দিয়া বেঁধে।
বিপুল তাঁহার অসীম অপরিচয়,)
এখনো তোমারে বুঝিতে হইবে ধীরে ।।

(শিষ্য বললেন)
মনে হয় আমি জেনেছি ।।১

ভাল করে তাঁরে জানি, এই কথা,
মনেও করি না আমি।
কিছুই তাঁহার জানি না, এমনও নয় ;
'জানিনা' ও নয়, 'জানি' তাও নয়,
এই বাণী যিনি মর্মে বোঝেন,
তিনিই জানেন তাঁহারে ।।২

যে ভাবে 'জানিনা', সেই জানে কিছু,
যে ভাবে 'জেনেছি', জানে না—
জ্ঞানী জানে, তিনি কখনো হন না জ্ঞাত ;
অজ্ঞানী দল বৃথা মনে করে জেনেছে ।।৩

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং
হি বিন্দতে
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং
বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি,
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥৫

সকল খণ্ড জ্ঞানের মাঝারে,
তাঁহারই প্রকাশ রাজে।
একথা যে জানে,
সে লভে অমৃতধন ।*
আপনারই ধ্যানে পায় সে শক্তি,
অমৃত লাভের তরে।
আত্মবিদ্যাসহায়ে সে লভে
চরম জীবন মুক্তি ॥৪

এই জীবনেই তাঁহারে জানিলে,
সার্থক তব সত্ত্বা।—
নহিলে জানিও চরম ধ্বংস তব,
প্রতি বস্তুতে তাঁরই লীলা দেখে,
সুধী পার হয় মায়া,
লভে আপনার চিত্তের মাঝে,
অমৃত চিত্তধারা।—

---

* উপনিষদ বলেছেন,—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য।—এই সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মধ্যে উদ্ভূত হয়ে, তাঁতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তমান বিশ্বসংসারে ব্রহ্মই চরমসত্য, এবং পরম জ্ঞান। এই সৃষ্টিও তাঁর থেকে আলাদা কিছু নয়। ব্রহ্ম তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মক। কাজেই এই যা কিছু খণ্ড জ্ঞান এও তো তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। তিনিই তো সব জ্ঞানের ধারক এবং প্রকাশক। তাই ঋষি বলছেন,—এ বিচিত্র সংসারের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে সেই অনন্ত অমৃতেরই প্রকাশ হচ্ছে।

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে ; তস্য হ ব্রহ্মণো
বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং
বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ ; তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব ;
তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥২

তেঽগ্নিমব্রুবন্—জাতবেদ এতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্
যক্ষমিতি ; তথেতি ॥৩

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি ; অগ্নির্বা অহমস্মীত্য
ব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥৪

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি, অপীদং সর্বংদহেয়ং
যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৫

তৃতীয় খণ্ড

যুদ্ধ বাঁধল দেবে আর অসুরে,
তাঁরই শক্তিতে, অসুর হোল পরাজিত।
দেবতা ভাবল, জয় আমাদের
আমাদেরি মহিমায় ॥১

তিনি জানলেন, তাদের এ প্রত্যয়,
তাদেরি জন্যে আবির্ভূত হলেন তাদের সামনে—
তারা চিনতে পারল না, জানতে পারল না,
ভাবল, কে এই মহান পূজ্য ? ॥২

তারা তখন বলল অগ্নিকে—
হে জাতবেদ, জান গিয়ে তুমি,
কে এই মহান যক্ষ ?
'তাই হোক' বললে অগ্নি ॥৩

অগ্নি গেল তাঁর কাছে,
বললে,—
"আমি জাতবেদ, আমি অগ্নি"
আরো বললে,—
তুমি কে ? ॥৪

"এমন যে তুমি, কি তোমার বীর্য্য, কি বা সামর্থ্য ?"
প্রশ্ন করলেন তিনি ॥
"এই ধরণীর সব কিছু আমি দগ্ধ করতে পারি,"
অগ্নি বললে (সগর্বে)—॥৫

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি ; তদুপপ্রেয়ায়
সর্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুম্ ; স তত এব
নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্
যক্ষমিতি ॥৬

অথ বায়ুমব্রুবন্—বায়বেতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্
যক্ষমিতি ; তথেতি ॥৭

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি, বায়ুর্বা
অহমস্মীত্যব্রবীন্ মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥৮

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি ; অপীদং
সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥৯

তার সামনে রাখলেন তিনি,
একটী মাত্র তৃণ—
বললেন—
'দহন কর একে'।
পূর্ণ তেজে অগ্নি উঠল জ্বলে,
পারলনা দগ্ধ করতে সেই একটী মাত্র তৃণ,
ফিরে এল, (নত করে মাথা)
বললে—
"জানতে পারলাম না, বুঝতে পারলেম না
—কে এই মহান যক্ষ" ? ॥৬

তখন তারা বললে বায়ুকে—
"হে বায়ো, জান গিয়ে তুমি কে এই মহান যক্ষ ?"
"তাই হোক"—
বললে বায়ু ॥৭

বায়ু গেল তাঁর কাছে।—
'তুমি কে গো,' বললেন তিনি।
'আমি প্রবহমান গন্ধবহ, চলনবান বায়ু,' বললে সে,
'আমি ব্যোমচারী মাতরিশ্বা' ॥৮

'এমন তোমাতে, কি শক্তি আছে ?'
প্রশ্ন করলেন তিনি—
'আমি পারি গ্রহণ করতে, এই ধণীর সব,'
বায়ু বললে (সগর্বে)—॥৯

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ;
তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্ ;
স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥১০

অথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি,
কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি । তদভ্যদ্রবৎ,
তস্মাৎ তিরোদধে ॥১১

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্
উমাং হৈমবতীম্ । তাং হোবাচ—কিমেতদ্
যক্ষমিতি ॥১২

ইতি কেনোপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

তার সামনে রাখলেন তিনি
একটী মাত্র তৃণ,
বললেন,—'গ্রহণ কর একে'।
পূর্ণবেগে, (ঝোড়ো হাওয়ায়) ধেয়ে এল বায়ু,
পারল না উড়িয়ে নিতে সেই একটী মাত্র তৃণ।
ফিরে এল (নত করে মাথা)
বললে,—
'জানতে পারলেম না, বুঝতে পারলেম না,
কে এই মহান যক্ষ' ॥১০

তখন তারা বললে ইন্দ্রকে—
"হে মঘবন্, জানো গিয়ে তুমি,
কে এই মহান্ যক্ষ।"
'তাই হোক', বললে ইন্দ্র,
—আর এগিয়ে গেল তাঁর কাছে।
সেই মুহূর্তেই তিনি অন্তর্ধান করলেন ॥১১

(অতি ধীরে ইন্দ্র সন্ধান করলেন)।
তখন সেই আকাশেই,
তিনি (দেখতে পেলেন,)—

বহু শোভমানা স্ত্রীরূপিনী হৈমবতী উমাকে *—
তিনি গেলেন তার কাছে,
প্রশ্ন করলেন—
'কে এই মহান যক্ষ ?'

ইতি কেনোপনিষদে তৃতীয় খণ্ড।

* সমগ্র শ্রুতি স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় এই প্রথম উমার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে তিনি শঙ্কর-পত্নী হয়ে আসেন নি—এসেছেন গুরু হয়ে জিজ্ঞাসুর কাছে, বিদ্যা হয়ে বিদ্যার্থীর হৃদয়ে। জ্ঞান পিপাসু শিষ্যের গুরুবাক্যে জ্ঞানোদয় হ'ল ?—নাকি,—ধৈর্য্যশীল ছাত্র তপস্যাবলে লাভ করলেন ব্রহ্মবিদ্যা এবং সেই বিদ্যা অথবা জ্ঞানের আলোকে চিনতে পারলেন সত্যকে—ব্রহ্মকে।

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে,
মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার
ব্রহ্মেতি ॥১

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্
দেবান্—যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ, তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং
পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥২

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্,
স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশু, স হ্যেনৎ প্রথমো
বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥৩

তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো
ব্যদ্যুতদা ইতীন্যমীমিষদা—ইত্যধিদৈবতম্ ॥৪

চতুর্থ খণ্ড

উমা বললেন,

"তিনি ব্রহ্ম ; বিজয় তাঁরই ; তোমাদের
অভিমান মিথ্যা !
উমাবাক্যে ব্রহ্ম উদ্ভাসিত হলেন তাঁর চিত্তে ॥১

অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র প্রথমে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে,
স্পর্শ করেছিলেন তাঁকে নিকটতমরূপে,
তাই তাঁরাই পেলেন সম্মান,
আর সকলের চেয়ে বেশী ॥২

প্রথমে ইন্দ্র গিয়েছিলেন তাঁর কাছে,
স্পর্শ করেছিলেন তাঁকে,
আত্মার আত্মীয়রূপে,
তাই তিনিই পেলেন সম্মান,
আর সকলের চেয়ে বেশী ॥৩

এই তো তাঁর আদেশ,—আধিদৈবিক,—*
এই যে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ,
এই যে নিমেষপাত হ'ল চক্ষে,—॥৪

---

* আধি দৈবিক—দেবতা বিষয়ক। আকাশে দিব্যরূপে অথবা জ্যোতিরূপে যারা বর্তমান। চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র বিদ্যুৎ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যা কিছু, তারা আধিদৈবিক।

অথাধ্যাত্মং—যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন
চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥৫

তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ ।
স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি
সংবাঞ্ছন্তি ॥৬

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি ; উক্তা ত উপনিষদ্
ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥৭

সাধকের মন যেন তাঁর প্রতি ধায়,
ঘনিষ্ঠ রূপে স্মৃতি বার বার,
তাঁরি কাছে ফিরে যায়
তাঁতে যেন হয় তার চিত্তের সঙ্কল্প
—(এই তাঁর উপদেশ অধি আত্মার ।* ॥৫

পূজনীয়রূপে তিনি প্রখ্যাত,
কর তাঁর উপাসনা,
যে তাঁরে পূজিছে, সব চরাচর,
তারেই করিছে কামনা ॥৬

(হে গুরু,) আমায় উপনিষদের কথা বল ।
(আচার্য্য—) উপনিষদের গোপন বিদ্যা বলেছি
তোমায় আমি,
বলেছি তোমায়, ব্রহ্ম বিষয়ে নিগূঢ় তত্ত্বকথা ॥৭

---

* অধ্যাত্মিক—অথবা আত্মবিষয়ক ।—আত্মসম্বন্ধীয় যা কিছু, তাই আধ্যাত্মিক ॥ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি অন্তঃশক্তি সবই আত্মিক । তার বিষয়ে, তাই অধি-আত্মিক ।

তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা,
বেদাঃ সর্বাঙ্গানি, সত্যমায়তনম্ ।।৮

যো বা এতামেবং বেদ অপহত্য
পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে
প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ।।৯

তপ দম কর্মেই তার প্রতিষ্ঠা,
বেদ তার অঙ্গ,
আর,
সত্যই তার আবাস ॥৮

এমন করে যে জানে তাকে,
যে করে তার অনুসরণ,
পাপ দূর হয়ে, স্বর্লোকে তার স্থিতি
অমৃতে তার স্থিতি।
অনন্তে তার স্থিতি।৯

কঠোপনিষদ্

এই উপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুর্বেদের কাঠক শাখার অন্তর্গত। এই শ্লোকাবলীর প্রতি ছত্র জীবন ও মৃত্যুদর্শনের তত্ত্বকথায় পূর্ণ। কিন্তু এই তত্ত্বের পটভূমিতে আছে একটী আশ্চর্য্য গল্প। রূপকথা আর তত্ত্বকথায় এমন মেশামেশি আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা জানি না।

ঋষি বাজশ্রবের বংশধর ঔদ্দালকি আরুণি একদা ফলকামনায় এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সর্বস্ব দান সেই যজ্ঞের প্রতিজ্ঞা। তাঁর একটী পুত্র ছিল—শান্ত সাধুচিত্ত কিশোর কুমার—নাম তার নচিকেতা। পিতার দানযজ্ঞ দেখছিলেন সেই কুমার। কিন্তু দক্ষিণার জন্যে আনা হোল যে গাভীদের, তাদের দেখে, তাঁর মনে এল দ্বিধা ;—গতযৌবনা জীর্ণ শীর্ণ গাভীর দল, জননক্ষমতাহীনা হৃতদুগ্ধা ; —দেখলে মনে হয়, পানাহার সবই এদের জন্মের মত শেষ হয়েছে। নচিকেতা ভাবলেন, এই গাভীদের দান করলে ফল হবে নিরানন্দ।—শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান, তাই যথার্থ দান। অশ্রদ্ধার দান, দাতা ও গ্রহীতা দুজনকেই টেনে নিয়ে যায় অতৃপ্তির অন্ধ নিকেতনে। কি করে এই অনন্দলোক থেকে উদ্ধার করবেন পিতাকে, হয়ত সেই ভাবনা পীড়িত করল বালককে। হয়ত ভাবলেন, পুত্রও তো পিতার সম্পত্তির অন্তর্গত। তবে আমাকেই বা কেন দান করবেন না তিনি, যদি সর্বস্ব দানেরই পণ করেছেন আজ। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন পিতাকে,—“আমাকে দিলে তুমি কার হাতে ?” বার বার এই এক প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে পিতা বললেন, “দিলাম তোমায় মৃত্যুকে।” এক কথায় একেবারে মৃত্যুকে ?—অভিমানের ক্ষীণ রেখা নচিকেতার মনে দুলে উঠল।—অবাক হয়ে ভাবলেন, কোন তো অন্যায়

করি নি ; পড়াশুনাতেও তো একেবারে খারাপ নই আমি।—পিতার বহু শিষ্যের মধ্যে কখনো প্রথম কখনো বা মধ্যম, এই রকম স্থানই তো নিয়ে থাকি, তার নীচে তো কখনো নামি না—তবু কেন এই কঠোর আদেশ। কিন্তু আদেশ যখন একবার দিয়েছেন তখন তা মানতেই হবে। পিতৃবাক্য বৃথা হতে দেব না—আমি যাবই। তাই তিনি পিতাকে প্রবোধ দিয়ে একেবারে যমরাজের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

—এই প্রসঙ্গে অনেক বিতর্ক আছে পণ্ডিতদের মধ্যে।—নচিকেতা কি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছিলেন?—তাহলে যমের সঙ্গে তাঁর এত আলাপ আলোচনার খবর কে বহন করে আনল মর্ত্যলোকে? আলোচনা কালে যম ও নচিকেতা উভয়েই স্বীকার করেছেন যে কুমার শীঘ্রই ফিরে যাবেন পৃথিবীতে। তবু প্রশ্ন জাগে, যমালয় থেকে ফেরা কি সত্যিই সম্ভব?—না কি এ ফিরে যাওয়া নবজন্মের মধ্যে দিয়ে?—

আরো এক ইঙ্গিত বোধহয় আছে এই গল্পের মধ্যে—নচিকেতা তো মৃত্যুর আলয়ে প্রবেশ করেন নি, তিনি তো তার দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করেছিলেন তিন দিন।—নচিকেতা কি তাহলে মৃত্যুর দ্বার থেকেই ফিরে এসেছিলেন?

হতে পারে নচিকেতা বিষে আচ্ছন্ন হয়ে তিন দিন প্রতীক্ষার পরে আসন্ন মৃত্যুর কাছে এই শিক্ষা পেয়েছিলেন; হতে পারে কোন যৌগিক নিয়ম দ্বারা প্রাণবায়ু রোধ করে, তিনি আপন দেহস্থিত মৃত্যুপুরীর দ্বারে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, এবং তাঁর সমাধিযুক্ত চিত্তের গভীরে, চিরস্তব্ধ মৃত্যুর অন্ধকারে, অনন্ত আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। হতে পারে, কোন মুমূর্ষু বন্ধুর কাছে গিয়ে, মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, এই চিরন্তন জিজ্ঞাসা তাঁর মনের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এবং হয়ত মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই তিনি তার উত্তর পেয়েছিলেন।—হতে

পারে, সবটাই গল্প—নিছক একটী রূপকথা।—স্তব্ধ কঠিন মৃত্যুদর্শনের সঙ্গে ছোট্ট একটী জীবনের ছন্দ মিলিয়ে দিয়ে, সেই সত্যদ্রষ্টা কবি হয়ত এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, যে, জীবনের মধ্যেই তত্ত্বের মূল,—জীবনের রসেই সে পুষ্ট,—প্রাণের আবেগেই তার আনন্দ। যতই তাকে দেখতে কঠিন হোক আসলে সে শিশুর মতই একান্ত সহজ এবং নির্মল——"সদ্য শিশুসম, স্তব্ধ মূর্তি মরণের, নিষ্কলঙ্ক চরণের, সম্মুখে প্রণম" ॥

—যাই হোক এ গল্পের ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা নিরর্থক সন্দেহ নেই—শুধু এইটুকু উল্লেখযোগ্য যে নচিকেতা জানতেন, যে, একমাত্র মৃত্যুর কাছ থেকেই অমৃত লাভ করা যায়—আর কোথা থেকেও নয়। আর সমস্তই তো ক্ষণিক—একমাত্র মৃত্যুই তো নির্দ্ধারিত সত্য।

—প্রবাস থেকে ফিরে এসে যম দেখলেন, তাঁর গৃহে, ব্রাহ্মণ অতিথি তিনদিন উপবাসী হয়ে রয়েছেন।—অনুতপ্ত চিত্তে তিন রাত্রির জন্যে, যম দিতে চাইলেন, তিনটী বর।—প্রথম বরে, পিতার প্রসন্নতা ভিক্ষা করলেন নচিকেতা।—যমালয় থেকে ফিরে গেলে, পিতা যেন তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। 'চিনতে পেরে' এই কথাটায় আবার খটকা লাগে—তবে কি নচিকেতা এমন বেশে যাবেন, যাতে পিতারও চিনতে ভুল হয়? সে কি সদ্যোজাত বেশ? দ্বিতীয় বরে, তিনি অগ্নিচয়ণ শিক্ষা করতে চাইলেন যমের কাছে। যম তাঁকে তৎক্ষণাৎ সে বিদ্যা দান করলেন। যমের বরে, যজ্ঞাগ্নির নূতন নামকরণ হলো—"নাচিকেত অগ্নি"।

তৃতীয় বরে নচিকেতা মৃত্যুতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন?—
—"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্ট স্ত্বয়াঽহং, বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" ॥—

—এ বর দিতে প্রথমে রাজী হন নি যমরাজ। এ জিনিষ তো যাকে তাকে দেওয়া যায় না। যে সে ইচ্ছে করলেই এ বিষয়ে জানতে পারে, এমন কি বইও লিখতে পারে তা তাঁরা মনে করতেন না—প্রিন্টিং

প্রেসের মহিমা যমরাজের জানা ছিল না।—সে যুগের ভারতবর্ষ জানত না যে মানুষের পক্ষে আদর্শের প্রয়োজন শুধু বক্তৃতা দেবার জন্যে, এবং জীবনের জন্যে প্রয়োজন আদর্শহীনতা।—তাঁরা মনে করতেন মানুষের জীবন ও আদর্শ এক। তাঁরা ভাবতেন, জানা মানেই হওয়া,—তত্ত্বজ্ঞান পেতে হ'লে হ'তে হবে তত্ত্ববান। তাই এ জ্ঞান দেবার আগে শিষ্যকে তাঁরা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে শুনে নিতেন, সত্যিই সে এই জ্ঞানের অধিকারী কিনা।

বরার্থী নচিকেতাকে অনেক প্রলোভন দেখালেন যমরাজ, এই প্রশ্নের বিনিময়ে তাকে দিতে চাইলেন, অনেক সোণা দানা, অনেক হাতীঘোড়া, বহু ঐশ্বর্য্য সম্পদ,—দিতে চাইলেন সম্রাটের মর্য্যাদা, দেবদুর্লভ ভোগ্যা রমণী।—কিন্তু এই সমস্ত ক্ষণিক জিনিষে মন উঠল না নচিকেতার—এরা যতই সুখকর হোক কতটুকু এদের আয়ু? সুখই বা কতটকু এরা দিতে পারে?—সকল সুখের শেষেই তো অবসাদ। এত অল্পে নচিকেতার মন ভরে না—ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি—। নচিকেতা চায় সেই চরমসত্যকে জানতে, যার মধ্যে নিহিত আছে চরম সুখ।—ওগো মৃত্যু, তোমার কাছ থেকেও কি মুঠোভরে ধূলো নিয়ে ফিরতে হবে? তুমি আমাকে দাও সেই অমৃতের সন্ধান—বল আমাকে সত্য কি? আত্মা কি?—মৃত্যুর পরে, যাকে কেউ বলে আছে, কেউ বলে নেই, দেবতারাও যার বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারেন নি, এই ইন্দ্রিয় সীমায় যাকে জানা যায় না—বল তার স্বরূপ কি?
—নচিকেতার প্রশ্ন কেবলমাত্র কৌতূহল প্রসূত নয়।

জিজ্ঞাসার দৃঢ়তা তাঁর মনে জ্বালিয়ে তুলেছে ভোগ সুখ ত্যাগের তপস্যা। যমের প্রলোভন তুচ্ছ করে, সকল প্রকার সুখলাভের আশা তিনি অনায়াসে ছিন্ন করে গেলেন। তখন যম বল্লেন,—বৎস, এই কঠিন ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করবার তুমিই একমাত্র অধিকারী। এই আত্মতত্ত্ব জানতে পারেলে, এর স্বরূপ চিনতে পারলেই তুমি অমৃতের

অধিকারী হবে। বস্তুত তুমি নিজেই অমর,—অমৃতের পুত্র। কিন্তু তুমি জানো না সেই কথা।—নচিকেতার প্রশ্ন হচ্ছে,—মৃত্যুর পরে যাকে কেউ বলে থাকে, কেউ বলে থাকে না—সে কে? এবং সে কি সত্যিই থাকে—?

যম বল্লেন, থাকে—শুধু থাকে নয় চিরকালই ছিল, আর চিরকালই থাকবে। জীবনের মধ্যেও সে আছে, মৃত্যুর মধ্যেও সেই আছে। জন্ম মৃত্যুর দ্বারা তুমি যাকে খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন করে দেখছ সে হচ্ছে একটী অখণ্ড সত্বার দুই দিক—দুই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা। মহাসাগরে যেমন তরঙ্গের দোলা, তেমনি এই অসীম বিশ্বসংসারে উদ্ভব ও বিনাশের লীলা। জ্যোৎস্নারাতে গন্ধ ঢালে হেনা, লতাকুঞ্জে ফুটে ওঠে ছোট্ট সাদা যুঁই। আবার অসীম আকাশের কোন্ এক প্রান্তে দুই বিশাল নক্ষত্র পরস্পরসংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর সেই অগ্নিমন্থনে ঘন হয়ে জমে ওঠে আর একটী মহাসৃষ্টির বীজরূপা বাষ্পময়ী নীহারিকা। —একদিকে সুন্দরের জন্ম, অন্যদিকে প্রলয়ের তাণ্ডব। কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে একটীই অখণ্ড সত্য।—সত্য অর্থাৎ সৎ,—অর্থাৎ তিনিই একমাত্র চিরন্তন সদ্বস্তু।—অনুপরমাণু থেকে সূর্য্য চন্দ্র তারা পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু ও প্রাণরাশির মধ্যে তিনিই একমাত্র সত্য। তাঁর জন্মও নাই, মৃত্যু ও নাই—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ম্
কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

তুমি যাকে দেখছ জরামরণলশীল সে তো কেবলমাত্র এই দেহ, এবং দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয় আর মননশক্তি। কিন্তু এই দেহমনের নিগূঢ় অন্তরে, যে পরম সত্য সমস্ত দেহমন পরিব্যপ্ত করে বিরাজ করছে, সকল চঞ্চলতার মধ্যে যে স্থির, সকল গর্জ্জনের মধ্যে যে স্তব্ধ, সেই আত্মা।

বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য সেই আত্মা, এবং সেই জন্যেই সে তোমারও অন্তর্নিহিত সত্য। তাকে জানতে হলে, দারুণ কিছু করবার দরকার নেই।—শুধু তোমার অন্তরের মধ্যে স্থির হয়ে ধ্যানযুক্ত হয়ে বসো; ফিরিয়ে নাও তোমার দৃষ্টি বাহির থেকে অন্তরে, নেমে যাও, ডুবে যাও তোমার সত্তার গভীরে।—দেখবে—

"ধীর গম্ভীর গভীর মৌন মহিমা।'—দেখবে,
"স্থির হাসিখানি উষালোক সম অসীমা"—

—এই স্থির হাসি, এই শান্ত আনন্দই জগতের মূলে। সকল বস্তুর স্বভাবে রয়েছে এই আনন্দের মূল। এই আনন্দই প্রকৃতির প্রেরণা —এই আনন্দেই সে ফুলের পরে ফুল ফুটিয়ে, পাতার পরে পাতা ঝরিয়ে যাচ্ছে।—এই আনন্দেই "জাতানি জীবন্তি,"—এই আনন্দেই "প্রত্যভিসংবিশন্তি,"—এই আনন্দই ব্রহ্ম। যারা আত্মার স্পর্শ পেয়েছে তারা সৃষ্টির অন্তর্লীন সেই আত্মানন্দের স্পর্শও পেয়েছে। সেই অমৃত স্পর্শে তারা মৃত্যু হতে মুক্ত হয়েছে।—তারা বুঝেছে মৃত্যুকে ভয় করবার কোন প্রয়োজন নেই।—কারণ, "এখানেও তুমি জীবন-দেবতা।" মৃত্যুর মধ্যেও সেই চিরন্তন সদানন্দ তাঁর অমৃতস্পর্শ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—যে মূঢ় এই আত্মাকে চিনতে চায়না যে এই সহস্র ভেদযুক্ত জগৎকে এই রকম ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না, মৃত্যুভয়ে যে মৃত্যুকে সত্য বলে মনে করে, মৃত্যু সত্যই তার কাছে সত্য হয়ে ওঠে। সে তার বিকট দশন মেলে সেই মুগ্ধ বালককে ভয় দেখায়—বার বার নব নব জন্মের মধ্যে দিয়ে তাকে কেবলি মৃত্যুর কাছে ফিরে ফিরে আসতে হয়।—

—"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্ত মোহেন মূঢ়ম্।
অয়ংলোকো নাস্তি পর ইতিমানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥

জগতের মধ্যে যিনি কোটি বিচিত্র রূপে রূপায়িত, অন্তরে তিনিই হচ্ছেন

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং"—তাঁকে জানলে লোকে মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত হয়—"নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥" কারণ তখন মৃত্যুর মধ্যেও সাধক তাঁরই অভয় চরণ দেখতে পায়। মৃত্যুও তাঁর লীলাতরঙ্গের দোলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃত্যু বলে যাকে দূর থেকে দেখে ভয় পাচ্ছি, সে আমারই অনন্ত জীবন ছন্দের তান লয়ের ছোট একটা ফাঁক। জীবনের তাল আর মৃত্যুর ফাঁকে গাঁথা, এই অসীম কাল ব্যাপী অখণ্ড বিশ্বসংগীতের সুর যে শুনতে পায় আপন চিত্তের গভীরে, সেই সাধক মৃত্যুঞ্জয়ী। এ সঙ্গীত সহজে শোনা যায় না।—বহুলোকে তাঁরে হয়ত কখনো শুনতেও কভু পায় না—

—শোনে যারা হায়, তারাও হয়ত কখনো বুঝিতে নারে।

—তাঁকে সহজে দেখা যায় না—তং দুর্দশং। তাঁকে দেখতে হলে শুনতে হলে, দিব্য চক্ষু কর্ণ, দিব্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। তাঁর কৃপা হলে, সাধনার দ্বারা সেই দিব্য ইন্দ্রিয় লাভ করা যায়। শুধু সাধনায় তাঁকে জানা যায় না। শুধু বিদ্যা, শুধু বুদ্ধি, শুধু জ্ঞানতপস্যায় তাঁকে পাওয়া যায় না—"ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন—বিদ্যাবুদ্ধি তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রিয় সাধ্য লৌকিক বিষয়েরই জ্ঞান হয়। কিন্তু তাঁকে জানতে হলে তাঁর কৃপা চাই।—তিনি যাকে নিজে বরণ করে' নেন—তারি কাছে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়।

অধিকাংশ মানুষই তো স্ত্রী পুত্র পরিবার, বিষয় আশয় নিয়ে বেশ একরকম মোটামুটি সুখেই দিন কাটিয়ে যায়।—আবার তাদের মধ্যে যাদের একটু বিদ্যে বুদ্ধি বেশি তারা তো মনে করে সংসারের সার হচ্ছে তারাই।—কবি বলেন,—অন্ধ তারা এতই অন্ধ,

যে নিজের অন্ধতাটুকুও চেনে না।—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধা—তারা কেবলই অপথ থেকে বিপথে ঘুরে ঘুরে মরে।—আবার এমনও লোক তো কালে ভদ্রে দেখা যায়, যারা ঈশ্বর দর্শনের জন্যে দিন রজনী ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। তাঁর সঙ্গসুধার পরমানন্দ লাভের জন্যে ঘরদ্বার ছেড়ে পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ বা দুর্লভ ঈশ্বর কৃপায়, সকল মানবের সঙ্গে আপন আত্মার অখণ্ড যোগসূত্রটী আবিষ্কার করে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় সর্ব্বস্ব দান করছে। এই ত্যাগের মধ্যে সে যে অসীম সুখের স্পর্শ পাচ্ছে কোন ভোগীর পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব নয়—কারণ ভোগীর আসক্তি সম্পদ্‌কে আঁকড়ে রাখতে চায়, ত্যাগীর আনন্দে মুক্তি পায় তার সম্পদ্।

কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিকার, যিনি সকলেরই প্রভু—তাঁর কেন এই পক্ষপাত? কেন তিনি পুষ্পে, কীটে এমন পার্থক্য করেছেন, এমন বিপরীত করেছেন কয়লা আর হীরাকে—অবোধ পশু পাখীর মাঝখানে কেন সৃষ্টি করলেন এই মানুষকে যে তাঁর সমকক্ষ হয়ে তাঁকে ভালবাসতে চায়,—যে তাঁকেও জানবার অধিকারী? আবার অজস্র মানুষের মধ্যে ক্বচিৎ কখনো কেন কারো প্রতি করলেন কৃপা দৃষ্টিপাত—ডেকে নিয়ে গেলেন তাকে একেবারে নিজের অন্তঃপুরের খাস মহলে—

"আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে"—তাঁরি কৃপায় সাধক তাঁকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়। কেন এই পক্ষপাত? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। এইখানেই সকল পণ্ডিত হার মেনে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে একই উত্তর দেন—এ তাঁর লীলা। এই অকারণ লীলার আনন্দেই তিনি পশুতে পাখীতে, ফুলে ফলে, হাতীতে মাছিতে, পর্বতে নদীতে,—মানুষে মানুষে জীবন রসের আনন্দ ফুটিয়ে কোটি বিচিত্র রূপে রূপে আপনাকে বিকশিত করে চলেছেন।

তিনি নিজেই তো আলোর আশায় জ্ঞানের আশায় ইন্দ্রিয়দের

সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই তো নিজের আকাশ, নিজের গাছ, লতা পাতা দেখবার জন্যে মানুষের চোখে দিয়েছেন দৃষ্টি। মানুষের চোখে তিনি তো ভোগ করছেন তাঁর নিজেরই সৌন্দর্য্যের সুধা। তবে কেন তিনি ইন্দ্রিয়দের এমন বহির্মুখী করে সৃষ্টি করলেন। তারা তাদের আপন শক্তির অন্তর্লীন পরমজ্যোতির সাক্ষাৎ পায়না। নিজের অন্তরের সেই গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং শান্ত সৌন্দর্য্যকে দেখবার শক্তি আহরণ করতে কেন সাধকের এত সাধনার প্রয়োজন? কবি বললেন এও লীলা। সমস্ত সৃষ্টি করে, প্রতি সৃষ্টির মধ্যেই লুকিয়ে বসে আছেন। কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। একমাত্র দুর্লভ মানব জন্মেই তাঁর সেই গুহাহিত নিভৃত অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যায়,—তাঁকে জানতে পাওয়া যায়।—"যথাদর্শে তথাত্মনি" দর্পণের মত পারিষ্কার ভাবে কেবল এই জীবনেই তাঁকে দেখা যায়।

তিনি মায়াবলে এই সৃষ্টি করেছেন, তাল তাল অজ্ঞানের কাদা মাটি দিয়ে।—তারি মধ্যে মানুষের মনে ভরে দিয়েছেন ছোট্ট একটু ইচ্ছার আলো—তাঁকে জানবার ইচ্ছা—তাঁকে অর্থাৎ তার নিজেকেই। সমস্ত কাদামাটির অন্তরে যে নির্মম নিরহঙ্কার সত্য সকল সুখ দুঃখের অতীত, তারই স্বভাবের অন্তর্গত, সেই দিব্য মহিমাকে জানবার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা গতি ও বাধায় সর্বদাই আপনার মধ্যে প্রতিহত হচ্ছে। কিন্তু সেই ইচ্ছার স্বরূপ মানুষ জানে না—জানে না সত্যিই কি চায় এই ইচ্ছা। তাই মানুষ আয়োজনের পরে আয়োজনের, উপকরণের পরে উপকরণের বিরাট স্তুপ নির্মাণ করেও, কেবল নিজেই তার মধ্যে তলিয়ে যায়,—অথচ তার গহ্বর কিছুতেই পূর্ণ করতে পারে না। ধনজন পূর্ণ গৃহে, সহস্র বিলাসবিভবের মাঝখানে বসে, ক্ষুব্ধ চিত্ত কেঁদে মরে,—বুঝতে পারে—ধনে মানুষের আত্মা তৃপ্ত নয়—ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।—সুখ ধনে নয়, মনে। সুখ পেতে হলে, অহঙ্কার ভুলে নেমে যেতে হবে সেই আত্মার গভীরে, যেখানে সকল মানুষের চিত্তদীপ জ্বলছে একটী অনির্বান শিখায়।—সেই গুহার মধ্যে

আনন্দখনির সন্ধান পায় যে মানুষ, তার বাইরের ব্যবহারিক জীবনের খোলসটাও আনন্দময় হয়ে ওঠে। মধুর সমুদ্র ডুব দিয়ে উঠলে যেমন সর্বাঙ্গ দিয়ে মধু ঝরতে থাকে।

যম বল্লেন, হে আমার প্রিয়তম শিষ্য, জেনো, মানুষের জীবনে শ্রেয় আর প্রেয় এই দুই পথ কেবলি এঁকে বেঁকে মিশে মিশে গেছে। অনেক সময়েই মানুষ তাদর আলাদা করে চিনতে পারে না। প্রেয়কেই শ্রেয় বলে ভুল করে। যে মানুষ এই দুই পথকে ধীর ভাবে দেখে চিনে পরীক্ষা করে, শ্রেয়কে গ্রহণ করতে পারে সেই প্রকৃত জ্ঞানী। কারণ শ্রেয়পথেই সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ব্যক্তির এবং বিশ্বের। প্রিয়পথে শুধু ক্ষণিক পরিতৃপ্তি। ধন্য তুমি, সেই ক্ষণিকাকে ছেড়ে এই পরম কল্যাণের পথে এসেছ। এই পথ বেয়ে চললে, তুমি নিশ্চয় সেই আত্মার সন্ধান পাবে, যিনি বায়ুর মতন, আকাশের মতন, প্রতি রূপে নিবিষ্ট হয়ে সেই রূপধারণ করে আছেন—

“বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ” ॥

তিনি “নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম,” সকল অনিত্য বস্তু রাশির মধ্যে তিনিই শাশ্বত সত্য। সকল চেতনাশীলের অন্তরে তিনিই চৈতন্যস্বরূপ। তিনি তাঁর অখণ্ড অদ্বিতীয় স্বরূপকে বহুধা বিভক্ত করেন—

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।—তাই স্বরূপত তারা সকলেই এক। তিনি অনু, হতেও অনু, আবার মহৎ হতেও মহত্তর—তিনিই আবার জীব চেতনার গভীর অন্তর্দেশে, তাঁর স্বভাবের সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবের কর্ম ও চিত্ত সংস্কার বহন করে, নানা চেতনার জ্ঞান বুদ্ধিতে নানা রূপে তাকে বিকশিত করে তুলছেন।—তিনি নিস্তরঙ্গ, স্থির, অকর্তা, তবু তাঁর মধ্য থেকেই উত্থিত হচ্ছে সকল কর্মধারা।

অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হলে, অভিমান অহঙ্কারের ভস্ম চেতনার অন্তরাল ঘুচে গেলে, বিশুদ্ধ চিত্তে মানুষ সেই সর্বদুঃখশোকহর অমলিন আত্মার সাক্ষাৎ পায়, যিনি—

অণোরণীয়াণ, মহতো মহীয়ান,
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥

কঠোপনিষৎ

শান্তি পাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্যং
করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥১

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু
নীয়মানাসু—শ্রদ্ধাবিবেশ,
সোঽমন্যত ॥২

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্
স গচ্ছতি তা দদৎ ॥৩

শান্তি পাঠ

গুরু ও শিষ্য আমাদের দোঁহে
একসাথে কর রক্ষা !
বিদ্যার ফল যেন ভোগ করি দুজনে।
অধীত শাস্ত্র হোক তেজস্বী
আনুক চিত্তে বল।
বিদ্বেষ ভরে দোঁহারে দুজনে
কখনো না যেন দেখি ॥
ওঁঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

বাজশ্রবের পুত্র আরুণি দান করলেন সর্বস্ব,
যজ্ঞ ফলের আশায়।
—নচিকেতা তাঁর পুত্র।১

দক্ষিণার জন্যে আনা হোল যাদের,
তাদের দেখলেন সেই কুমার,
মনে এল শ্রদ্ধা,
ভাবলেন,—॥২

—এই যে সব গাভী, যাদের শেষ হয়েছে তৃণাহার,—
যারা পান করেছে জল,
দুগ্ধ যাদের হয়ে গেছে নিঃশেষ,
নিরেন্দ্রিয়া এই সব গাভীদের,
দান করেন যিনি,
নিরানন্দ লোকে তাঁর গতি ॥৩

স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ
মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে
ত্বা দদামীতি ॥৪

বহূনামেমি প্রথমো
বহূনামেমি মধ্যমঃ
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্ত্তব্যং
যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি ॥৫

অনুপশ্য যথা পূর্বে
প্রতিপশ্য তথাঽপরে।
সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে
সস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥৬

(তাই) তিনি প্রশ্ন করলেন পিতাকে,
আমাকে দিলে তুমি কার হাতে ?
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার তিনি করলেন এই জিজ্ঞাসা।
‘দিলাম তোমায় মৃত্যুকে,’
বললেন পিতা ॥৪

(নচিকেতা ভাবলেন)
অনেকের মাঝে কভু বা প্রথম,
কভু মধ্যম আমি।
নামি না তো তার নীচে,
জানি না আমার কি রয়েছে কাজ,
আজকে যমের কাছে ॥৫

(একবার মুখে বলে,
পাছে পিতা ফিরিয়ে নেন দত্তবাক্য, পাছে তিনি ভ্রষ্ট হন
সত্য থেকে, তাই পুত্র আশ্বাস দিলেন পিতাকে—)
—পূর্বপুরুষ কোন পথে গেছে,
ভেবে দেখ পিতা একবার,
কোন পথে চলে আজিকার সাধু,
তাও ভাব তুমি আরবার !
দুঃখ কোরনা ;
মানব কেবল শস্যের মত,
জন্মায় আর মরে ॥৬

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি,
হর বৈবস্বতোদকম্ ॥৭

আশা প্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাং
চেষ্টাপূর্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্বান্।
এতদ্বৃঙক্তে পুরুস্যাল্পমেধসো
যস্যানশ্নন বসতি ব্রাহ্মণো গৃহে ॥৮

(যমালয়ে গেলেন নচিকেতা ।—

যম নেই ঘরে। ত্রিরাত্রি উপবাসী থেকে তিনি প্রতীক্ষা করে রইলেন। উদ্বিগ্ন হলেন যমগৃহবাসীরা। তাই যখন যম ফিরে এলেন, তখন তাঁরা বললেন)

—ব্রাহ্মণ অতিথি ঘরে আসেন, যেন,
অগ্নিরূপী দেবতা ;
—'হে সূর্য্যপুত্র, পাদ্য অর্ঘ্য আন তুমি,
তাঁর জন্য ।
(জল দিয়ে যথা আগুন নিবায়)
তথা এঁরে কর শান্ত' ॥৭

আশা,[১] প্রতীক্ষা,[২] সাধু-সঙ্গের ফল,
পুত্র ও পশু সব সম্পদ তার চিরবিনষ্ট,
যার ঘরে আসি নিরাহারে রন অতিথি ।
[৩]ইষ্টাপূর্ত যা কিছু কর্ম,
মধুর বাক্য, দানের পুণ্য যত,
সকলি তাহার ধুলায় নষ্ট হয়,
যার ঘরে আসি,
অনাহারে রয় অতিথি ॥৮

---

(১) অদেখা জিনিষের জন্যে আশা,—যেমন শান্তি, স্বর্গের সুখ, জীবন্মুক্তি, ইত্যাদি। (২) পরিচিত জিনিষের প্রতীক্ষা,—যেমন,—ধনজন পুত্র, পৌত্র, সোনাদানা ইত্যাদি।—(৩) ইষ্টা—যজ্ঞকর্ম। পূর্ত—কূপ খনন, পথ নির্মাণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ।—

তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে
মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ
নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তিমেঽস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীন বরান্ বৃণীষ্ব ॥৯

শান্তসঙ্কল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্
বীতমন্যুর্গৌতমো মাঽভি মৃত্যো।
ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাঽভিবদেৎ প্রতীত
এতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃশয়িতা বীতমন্যু
স্ত্বাং দদৃশিবান্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্ ॥ ১১

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২

(যম—)

—নমস্ত তুমি ওগো ব্রাহ্মণ,
ত্রিরাত্রি অনাহারী।
অতিথি আমার, লহগো নমস্কার।
(ক্ষমা কর,) যেন মঙ্গল হয় মম।
প্রতিরাত্রির লাগি এক একটি বর,
কর তুমি প্রার্থনা ॥৯

(নচিকেতা—)

পিতা যেন মোর প্রতি ক্রোধশূন্য হয়ে,
শান্তমনে, নিরুদ্বেগে র'ন
তোমা হতে মুক্ত হয়ে, ঘরে ফিরে গেলে,
সাদরে সম্ভাষি যেন ডেকে মোরে ল'ন,
ত্রিবরের মাঝে, এ মোর প্রথম প্রার্থনা ॥১০

(যম—)

আমার আদেশে আগের মতই, তোমারে চিনিয়া,
স্নেহময় হবে আরুণি,
মৃত্যু হইতে মুক্ত তোমারে হেরিয়া নয়নে,
সুখেই যাপিবে নিশি ॥১১

(নচিকেতা—)

তুমি নেই তাই স্বর্গে নাইকো ভয়,
তোমা ছাড়া 'জরা', আনে না কো সংশয়।
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়কে হয়ে পার,
শোকাতীত সেই নন্দ স্বর্গে,
লোকে রহে সুখ ভোগে ॥১২

স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো
প্রব্রূহি ত্বং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্ ।
স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্ত
এতদ্ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ
স্বর্গ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্ ।
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং
বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম্ ॥১৪

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ, তস্মৈ
যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্ যথোক্ত
মথাস্য মৃত্যুঃপুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥১৫

যে অগ্নি হতে অমৃতপিয়াসী
সে স্বর্গ করে লাভ,
তোমার ভক্ত (জিজ্ঞাসু) মোরে,
কহ সে বহ্নিরূপ,
এ মোর দ্বিতীয় প্রার্থনা ॥১৩

(যম—)
শোন নচিকেতা, নিবোধ চিত্তে,
আমি সে অগ্নি জানি,
অমরলোকের সেই তো সোপান,
সেই জগতের আশ্রয়।
নিহিত রয়েছে প্রাণের গুহায়।
তাহারে কহিব আমি ॥১৪

আদিম শক্তি অগ্নির বাণী,
যম তাকে ডেকে শোনালেন,
ইঁট গেঁথে তাহা আহরিতে হয়,
কি করে তাহাও বোঝালেন,
নচিকেতা তাহা শিখলেন।
প্রীত হয়ে যম আরবার তাঁকে বললেন,

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা।
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥১৬

ত্রিনাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্ম মৃত্যু
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১৭

(যম—)

প্রীত মহাত্মা কহিলেন তারে
লহ পুন এক বর :—
তোমার নামেই হোক অগ্নির নাম।
বহু ফলরূপা এ কর্ম মালা
তোমাকে দিলাম আমি[১] ॥১৬

ত্রিগুর[২] সহায়ে, যিনি তিন বার,
জ্বালান যজ্ঞ অগ্নি।
ত্রিকর্ম[৩] দ্বারা পার (হন তিনি) জন্মমৃত্যুরাশি।
আহরণ করি সব জ্ঞান, যিনি,
চিত্তের মাঝে, লভেন, তাদের স্বরূপে,
অবিশেষ মহাশান্তিরে
তিনি লভেন জীবন মাঝারে।১৭

১। যম তাঁকে যজ্ঞাগ্নি চয়ন করতে শেখালেন। এবং নচিকেতার প্রতি প্রীত হয়ে সেই অগ্নির নাম দিলেন—"নাচিকেত অগ্নি।"—যজ্ঞকর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ফল লাভ। যজ্ঞের দ্বারা মালার মতন একটী কর্মফল আর একটীর অনুবর্তী হয়ে চলে। তাই কর্ম শিক্ষা দিয়ে যম যেন তাঁকে দিলেন একটী ফল প্রসবিনী মালা।

২। ত্রিগুরু—মাতা, পিতা, ও গুরু।

৩। ত্রিকর্ম—যজ্ঞ, দান ও বেদাধ্যয়ন। অর্থাৎ কর্ম, সেবা ও জ্ঞানালোচনা।

ত্রিনাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥১৮

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস্—
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতিচৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০

তিনবার যেবা অগ্নিরে সেবা করে।
যে জানে কি করে আগুন জ্বালতে হয়।
অগ্নিরে[১] যেবা তেজোরূপে জানে প্রাণে,
এই জীবনেই দুঃখ তরিয়া, ছিঁড়ি মৃত্যুর পাশ[২],
সে করে স্বর্গভোগ ॥১৮

অগ্নির তরে যে বর চেয়েছ,
তাহাই দিলাম তোমারে,
আরো বর দিনু, তোমার নামেই
লোকে নাম দিবে ইহারে।
—কি তব তৃতীয় প্রার্থনা ॥ ১৯

(নচিকেতা—)
মৃত্যুর পরে,
কেউ বলে 'আছে', কেউ বলে 'নেই' 'তাকে'—
বলে সংশয় ভরে।
দাও উপদেশ ! সত্য জানব।
থাকে কি না থাকে 'সে'—
এ মোর তৃতীয় প্রার্থনা ॥ ২০

১। অগ্নি—বাইরে যে শক্তিকে অগ্নিরূপে প্রজ্জলিত দেখছি, দেহমধ্যে সেই শক্তিই প্রাণরূপে জলছে। অগ্নিকে তাই যেন কেবলমাত্র আমাদের নিত্যকর্মানুষ্ঠানের একটা উপকরণ হিসাবে না দেখি।—কারণ এই আগুনই আমার জড়দেহকে প্রাণের দীপ্তি দান করেছে। যে শক্তি অগ্নিতে বহ্নিমান, সেই শক্তিই প্রাণ রূপে দীপ্যমান।

২। মৃত্যুপাশ—অজ্ঞান, অধর্ম, রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতির বাঁধনই মৃত্যুর পাশ,—যার দ্বারা বন্ধন করে, মৃত্যু বার বার আমাদের তার গহ্বরের মধ্যে নিয়ে যায়।

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতংপুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব।
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্। ২১

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তাচাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব,
বহূন্, পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্,
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব,
স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩

(যম—)
দেবতারও ছিল এই সংশয়,
শোন নচিকেতা তুমি।
সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব বোঝান সহজসাধ্য নয়।
—এ তুমি চেওনা, আর কোন বর,
কর মোর কাছে প্রার্থনা ॥ ২১

(নচিকেতা—)
দেবতারও ছিল সন্দেহ যাতে,
সে তো সুজ্ঞেয় নয়,
তোমার তুল্য বক্তা কোথায় পাব ?
এর মত আর কি প্রশ্ন আছে,
কোথায় জগৎসংসারে ॥ ২২

(যম—)
বর চাও তুমি শতকালজীবি
পুত্র পৌত্র সব।
যত পশুদল, হাতী ঘোড়া আর সোনা,
সুবিশাল ভূমি,
বর লও তুমি,
বাঁচ যতদিন খুসী,
—শুধু চেও না এমন বর ॥ ২৩

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব,
বিত্তং চিরজীবিকাংচ
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি,
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা,
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ২৬

এই বর ছাড়া, আর যাহা চাও,
সব দিব আমি তোমারে,
আরো দেব বহুধন,
হও চিরজীবি, হও মহারাজ,
ভোগ কর তুমি বসুধা,
শুধু চেওনা এমন বর ॥ ২৪

কামনার ধন, যাহা কিছু আছে,
যত দুর্লভ হোক,
আমি এনে দেব তোমারে।
বাদ্যনিরতা রথ সমারূঢ়া, দিব্য শোভনা রমণী,
এই যে দেখিছ সমুখে,
নহে মানুষের লভ্যা।
তবু ইহাদের দিলাম তোমায়,
কোর না মৃত্যু জিজ্ঞাসা ॥ ২৫

হায় যমরাজ! তোমার এ দান,
কাল রবে কিনা কে জানে?
কতটুকু আয়ু মানুষের?
ভোগে ইন্দ্রিয় কেবলি জীর্ণ হয়।
রথ আদি সব গীত ও নৃত্য,
তোমার তরেই থাক্।
মোর নাহি এতে কোন
প্রয়োজন আর ॥ ২৬

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো,
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্মচেৎ ত্বা
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং,
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতি দীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥ ২৮

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতাবৃণীতে ॥২৯

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে
প্রথম বল্লী।

ধনে মানুষের আত্মা তৃপ্ত নয়,
তোমাকে দেখেছি সেই পুণ্যেই হয়ত বিত্ত পাব।
হয়ত বাঁচব, ততদিন, তুমি রবে যতদিন প্রভু।
যা চেয়েছি আগে,
সেই মোর চির প্রার্থনা ॥২৭

ইন্দ্রিয় সুখ ক্ষণিক জেনেও,
হেন মূঢ় কেউ আছে কি,
যে চায় কেবলি জীবন করিতে ভোগ ?
অমর জনের কাছে এসে করে,
ক্ষণসুখ তরে প্রার্থনা ॥২৮

আছে কি না আছে মৃত্যুর পরে,
সংশয় করি ভেদ,
মহান সে বাণী চিত্তে আমার
পূর্ণ করিয়া দাও।
মর্মকেন্দ্রে গহনে গোপনে,
যে সত্য আছে স্থির,
তারে ছাড়া আর,
নচিকেতা কিছু চায়না ॥২৯

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমবল্লী

দ্বিতীয় বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে
উভে নানার্থে পুরুষংসিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তের্থোদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥২

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা
নভিধ্যায়ন্নচিকোতোঽত্যস্রাক্ষীঃ
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো।
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥৩

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪

দ্বিতীয় বল্লী

শ্রেয় আর প্রেয় দ্বিধাবিভক্ত পথে,
বাঁধে মানুষেরে ঘিরে।
শ্রেয়কে যে লয়, তারি কল্যান,
প্রেয়কে যে বরে সে,
পরার্থ হতে বিচ্যুত হয়ে,
(ভোগ সুখে রয় মগ্ন ॥) ১

শ্রেয় আর প্রেয় এক সাথে মিলে,
রহে মানবের চিতে।
ধীমান তাদের চিনিয়া জানিয়া,
পৃথক করেন নিজে।
ধীর যিনি, তিনি শ্রেয়রে বরিয়া লন।
অল্পবুদ্ধি গৃহসুখ তরে,
প্রেয়রে বরণ করে ॥ ২

প্রিয়ধন নিয়ে বারবার আমি,
তোমারে লুব্ধ করেছি,
তুমি তাহাদের দেখেশুনে ত্যাগ করেছ।
সুখসম্পদ ধনেজনে ঘেরা,
যে পথে মানুষ চলে,
তুমি নিজেই সে পথ ছেড়েছ ॥ ৩

অবিদ্যা আর বিদ্যা, এদুই,
চলে বিরুদ্ধ ফলে,
তুমিই সত্য বিদ্যাভিলাষী,
ভোগে নাহি তব মন ॥ ৪

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ ॥৫

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭

অবিদ্যাঘেরা অন্ধকারের মধ্যে,
নিজেই থেকে,
আপনারে যে বা বড় পণ্ডিত মানে,
অন্ধচালিত অন্ধের ন্যায়,
বাঁকাচোরা পথে পথে,
কেবলি সে জন,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে ॥ ৫

আসক্ত মন বালকের মত,
ধনমোহে যারা মুগ্ধ,—
এ দৃশ্যমান্ লোক ছাড়া যারা,
আর কিছু কভু জানে না,
একেই চরম ভেবে তারা তাই,
বার বার ধেয়ে আসে।
আমারি আলয়ে, আমারি অধীনে,
জন্ম মৃত্যুপাশে ॥ ৬

বহুলোকে তাঁরে হয়ত কখনো
শুনতেও কভু পায় না,
শোনে যারা হায়, তারাও তাঁহারে,
হয়ত বুঝিতে নারে,
যে কহিতে পারে তাঁর বাণী,
আর যে তাঁহারে লভে চিত্তে,
দুইই বিরল, এ ত্রিনভুবন মাঝে।
মহা অভিজ্ঞ গুরুর দেশনে,
কোন অভিজ্ঞ জন।
(বুঝিবা) কখনো তাঁহারে চিত্তে লভে।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো,
বহুধা চিন্ত্যমানঃ
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যনীয়ান্
হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮

নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯

প্রাকৃত যে জন,
শত উপদেশে তাঁহারে বুঝাতে নারে।
চিন্তার জাল,
বহুবিকল্পে তাঁহারে ধরিতে চায়,
অভেদদর্শী মুক্ত পুরুষ, যদি বলে তাঁর বাণী
সব সংশয় তবে হয় অবসান।
বুদ্ধির ছল বিভিন্নরূপে প্রমাণ করিতে ছোটে।
তবুও তাঁহারে কখনো ধরিতে নারে।
তর্কের দ্বারা তাঁরে নাহি পাওয়া যায়॥ ৮

প্রিয়তম, তুমি যে এষণা নিয়ে,
এসেছ আমার কাছে।
—সে নহে তর্কলভ্যা।
তার্কিক নয়, যে আছে কেবল শুদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডারী,
তাঁরি উপদেশে,
শুধু তারে জানা যায়।
হে বৎস, তুমি জানো সত্যের পথ—
তোমারি মতন জিজ্ঞাসু যেন,
আমাদের কাছে আসে॥ ৯

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্ ॥
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো
নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২

ফলরূপা এই ধনসম্পদ,
অনিত্য তাহা জানি।
অনিত্য দিয়ে কে পারে লভিতে ধ্রুব ?
জেনে শুনে তবু 'অগ্নি' সহায়ে,
এই যমপদ পেয়েছি ॥ ১০

কামনার যত শ্রেষ্ঠ সে ধন,
সৎকর্মের ফল,
যার তরে লোকে করে প্রার্থনা,
সেই সুবিপুল প্রতিষ্ঠা,
সবার পূজ্য, সেই সুমহৎ,
অভীক স্বর্গ আশা,
ধীর ভাবে দেখে,
করিয়াছ তুমি ত্যাগ ॥ ১১

দুর্লভ আর দুর্জ্ঞেয় যিনি
হৃদয় গুহায় স্থিত,
যিনি শরীরের কোষে কোষে অনুবিষ্ট,
চির সনাতন জ্যোতির্ময়েরে আত্মযোগের দ্বারা
দর্শন করে,
হর্ষ ও শোক,
সুধী করে নিজে তুচ্ছ ॥ ১২

* কর্মের ফলেই ধনলাভ হয়।—তাই ধনই ফল।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য ।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে ॥ ১৩

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদণ্যত্রাস্মাৎ
কৃতাকৃতাৎ ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎতৎ
পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪

(গুরুর নিকটে,)

এ বাণী শুনিয়া,
যে লভে ইহারে চিতে,
—দেহাদি হইতে ইহারে পৃথক ক'রে,
যে দেখে ইহার আনন্দরূপ
আত্মসত্ত্বাময়,
সে রয় মগ্ন চির আনন্দধামে।
নাচিকেতাতরে ব্রহ্মের দ্বার
মুক্ত হয়েছে জানি ॥১৩

(নচিকেতা)—

শাস্ত্রীয় আর সামাজিক,
এই যত কিছু আছে কর্ম।
আমাদের কাছে এই যত সব,
অধর্ম আর ধর্ম।
এই সকলের হইতে পৃথক, কার্য কারণ পারায়ে,
ত্রিকাল অতীত, সেই যে পরম সত্য,
চির সনাতন, সেই যারে তুমি দেখছ।
তার কথা মোরে বল ॥১৪

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি
—ওমিত্যেতৎ॥১৫

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা
যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥১৬

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্॥
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে
মহীয়তে॥১৭

(যম)—

সব বেদ মিলে একসাথে যারে,
ঘোষণা করিতে চায়।
সব তপস্যা সব সুকর্মরাশি
যারে লভিবার পথ।
যাহার আশায় দেহের শাসন করে,'
ব্রহ্মচর্য পালন করেন ধীর।
সকলের সেই একটি মাত্র চরম কাম্য ধন—
তাহারি বিষয়ে, সংক্ষেপে বলি, শোন,
—ওঙ্কারনামা সে ॥১৫

কার্য্য এবং পরব্রহ্ম,*
দুইই ওঙ্কাররূপী,
যে রূপে ইচ্ছা ধ্যান করে তাঁকে,
যার যা কাম্য লভে ॥১৬

কামনার যাহা শ্রেষ্ঠ সে ধন,—
সেও ওঙ্কার সাধনা।
সবার অতীত চির অক্ষয়, অজ অমৃত ব্রহ্ম।
ইহাই তাঁহারও সাধনা।
ইহারই সাধক পূজ্য ব্রহ্মলোকে ॥১৭

৩।১।১১ দ্রষ্টব্য

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্—
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥১৮

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং
হতশ্চেন্মন্যতে হতম।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো
নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥২০

আত্মার কভু, জন্ম মৃত্যু নাই।
কোন কারণের এ নয় কার্য্য, এ নয় কারণ নিজে।
শরীর ধ্বংস করিলেও কেহ ইহারে
মারিতে নারে
চির সনাতন নিত্য নবীন, শাশ্বত
এই সত্য ॥১৮

হন্তা ও হত, অজ্ঞতাবশে,
মনে করে, তারা মারছে এবং মরছে ;—
জানে না আত্মা
মারেনা অথবা মরেনা ॥১৯

অণু হতে অণীয়ান,
মহৎ হইতে মহীয়ান,
গোপন গুহায় নিহিত রয়েছে,
জীবের আত্মপ্রাণ।
নিষ্কাম, তার শুচি বুদ্ধিতে
প্রসন্ন মন মাঝে,
বীতশোক হয়ে দেখেছে তাঁহার
অপার মহিমা রাজে ॥২০

আসীনো দূরং ব্রজতি
শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং
মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥২১

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্
মহান্তংবিভুমাত্মানং মত্বাধীরো
ন শোচতি ॥২২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনূং স্বাম্ ॥২৩

(চিত্তে) আসীন, তবু মনোপথে,
সুদূরে ধাবিত হন।
(হৃদয়ে) শয়ান তবুও চলেন ব্যাপিয়া সর্বদিক।
দুঃখ ও সুখ একসাথে মাখা,
স্বয়ং স্বপ্রকাশ।
(অবিনাশী)—সেই আত্মারে আর
মোরা ছাড়া কেবা জানবে ॥২১

শরীর মাঝারে অশরীরী সেই আত্মা,
বিনাশধর্মী জগতের মাঝে সেই তো নিত্যরূপ।
সব চরাচরব্যাপ্ত, মহৎ, সেই সুবিপুল সত্য,
আপনার মাঝে দেখিয়া জানিয়া,
ধীর হন শোক মুক্ত ॥১২

প্রবচন আর শ্রবণ অথবা
কেবল মেধার বলে,
তাঁরে নাহি পাওয়া যায়।
তিনি যাঁরে নিজে আপনি বরিয়া লন,
তারি কাছে তাঁর স্বরূপ মুক্ত হয়।
ধন্য সেজন, তাঁরে অন্তরে লভে ॥

---

* নিষ্কাম ব্যক্তির ধাতু অর্থাৎ শরীর ধারক বৃত্তি অর্থাৎ (এক কথায় মন) নির্মল হয়। কামনাহীনতার জন্য তার প্রসন্ন নির্মল অন্তঃকরণে, সেই অনুত্তম মহত্তমের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় ॥

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো
নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি
প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে
ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং
ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥২৫

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে
দ্বিতীয় বল্লী।

পাপাচারী যেবা ইন্দ্রিয় ভোগলুব্ধ,
একাগ্র নয় চিত্ত যাহার,
ফলকামনায় চঞ্চল।
কোন জ্ঞান দ্বারা সে তাঁরে
লভিতে নারে ॥২৪

ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় আদি,
সকলে যাঁহার খাদ্য,—
মৃত্যু মাত্র কেবল উপকরণ।
কে আর তাঁহারে,
এরূপে জানিতে পারে ॥২৫

ইতি
দ্বিতীয় বল্লী

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে,
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥১

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ
পরম।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং
শকেমহি ॥২

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি
শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি
মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৩

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

কর্মফলের সুধা পানরত,
যে ভোগী রয়েছে দেহে,
তারো অন্তরে, যে রয়েছে,
চিরসাক্ষী।
তাহারা দুজনে, ছায়া আলোকের ন্যায়'
চিরবিবিক্ত, তবুও উভয়ে পরস্পরেরে,
জড়ায়ে রয়েছে নিত্য।
—এই জেনো ঋষিবাক্য ॥ ১

যাজ্ঞিকদের সেতুরূপী সেই
নাচিকেত অগ্নিরে,
জেনেছি আমরা হৃদয়ে।
ভবসাগরের অভয়বেলায়,
পার হতে যেবা চায়,
তার আরাধ্য পরব্রহ্মরে
বুঝিতে পেরেছি মোরা ॥ ২

আত্মারে যদি রথী মনে কর,
দেহ যেন তব রথ।
বুদ্ধিরে জেনো সারথী তোমার
মনেরে বল্গা মেনো ॥ ৩

ইন্দ্রিয়ানি হয়ানহুর্বিষয়াং[১] স্তেষু
গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা,
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব
সারথেঃ॥ ৬

ইন্দ্রিয় যেন অশ্ব
জগৎ তাহারই চারণভূমি,
মন ইন্দ্রিয় শরীর যুক্ত,
আত্মাই ভোগকর্ত্তা ॥ ৪

অশান্ত মনের সাথে যে বুদ্ধি,
রয়েছে সতত যুক্ত,
তার ইন্দ্রিয় দুষ্ট ঘোড়ার মত,
নহে সারথীর বশ্য ॥ ৫

শান্ত মনের সাথে যে বুদ্ধি,
রয়েছে সদাই মিলিয়া
সারথীর সাধু অশ্বের ন্যায়,
ইন্দ্রিয় তার বশ্য ॥ ৬

১। বিষয়ান্—জগৎ; রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ প্রভৃতি যে সব জাগতিক বিষয় সমূহের প্রতি অশ্বরূপ ইন্দ্রিয় সকল ধাবিত হয়, সেই বিষয় সমষ্টি। অর্থাৎ এই দৃশ্যমান শ্রুতিস্পর্শশীল জগৎসংসার যেন ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদের গোচারণভূমি।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ
সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং
চাধিগচ্ছতি॥ ৭

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ
সদাশুচিঃ॥
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদভূয়ো
ন জায়তে॥ ৮

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ ৯

ইন্দ্রেয়ভ্যঃ পরা হ্যর্থা
অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধে
রাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০

ইন্দ্রিয়বশ অশান্তচিতে,
যে বুদ্ধি আছে মিলে।
সেই আত্মার কখনো মুক্তি নাই।
সংসার মাঝে চিরকাল তার,
চলে চির বিচরণ ॥ ৭

সংযতচিত শুচি পবিত্র,
যে বুদ্ধি বিজ্ঞানী,
মুক্ত সে জন জন্মমরণ-
দুঃখসাগর হ'তে ॥ ৮

বিবেকবুদ্ধি সারথি যাহার,
মনের বল্গা বশ।
সে লভে চরম বিষ্ণুচরণ
জগতের পরপার ॥ ৯

ইন্দ্রিয় হতে বিষয় সূক্ষ্ম,
বিষয় হইতে মন।
মন হইতেও বুদ্ধি সূক্ষ্মতর।
বুদ্ধিরো চেয়ে গূঢ় সে প্রাণের ধারা ॥ ১০

* এখানে হিরণ্যগর্ভকেই 'আত্মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হিরণ্যগর্ভ,—এই কথাটার মধ্যে কোটি বিচিত্র প্রাণীর অন্তর্নিহিত, যে অখণ্ড প্রাণতত্ত্বের কল্পনা করা হয়েছে,—তাকেই বলতে চেয়েছি প্রাণধারা।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ
সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১*

---

* ১১। মনের চেয়ে বুদ্ধি সূক্ষ্ম। সেই বুদ্ধি আবার নিহিত আছে অখণ্ড প্রাণধারার মধ্যে। এই প্রাণধারা অথবা সৃষ্টিতত্ত্বকেই বৈদান্তিকেরা 'হিরণ্যগর্ভ' বলে থাকেন।

নিগুর্ণ ব্রহ্ম দেশকালাতীত, এবং আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বৈদান্তিকেরা বলেন, সেই অচিন্তনীয় ব্রহ্ম কালের দ্বারা আপনাকে সীমায়িত করে সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন।—এই প্রথম সৃষ্টিরূপই হিরণ্যগর্ভ। তাই একে কালাত্মা বা সূত্রাত্মাও বলা যায়। ইনিই ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ।—তাই ইনি প্রথমজ বা ব্রহ্মজও বটেন। পিতা পুত্র যেমন একনাম ধারণ করেন, তেমনি ব্রহ্ম ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েই ওঁকারনামা।—উভয়ের জন্যেই অনুরূপ সাধনা করতে হয়।—শুধু ব্রহ্মসাধনার ফল মুক্তি অথবা মেক্ষলাভ, আর হিরণ্যগর্ভের সাধনার ফল—ধনঐশ্বর্য্য ভোগসুখ, স্থূল ও সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতর যাকিছু আনন্দ, সকল শুভ কর্ম ও প্রচেষ্টা, ইত্যাদি যা কিছু কাম্য সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সেই সমস্তই। এই হিয়ণ্যগর্ভই প্রতি বস্তু ও জীবের অন্তরে বর্তমান থেকে অন্তর্যামীরূপে তাদের প্রত্যেককে বিশিষ্টতা দান করছেন। আবার ইনিই জীবরূপে কর্মফল ভোগ করছেন।—ব্রহ্মই নিজেকে সৃষ্টির আদিরূপ হিরণ্যগর্ভে পরিণত করেছেন।—তাই বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের মধ্যেও তাঁরই প্রকাশ আবার ক্ষুদ্রতম পতঙ্গ, কিম্বা অনুতম জড়বস্তুতেও তাঁরই প্রকাশ।

চির প্রাণধারা জন্মকারণ হতেও
সে মায়া শ্রেষ্ঠ।
মায়া হতে শ্রেয় পুরুষ।
তাঁর চেয়ে আর কিছু নেই বড়,
কিছু নেই শ্রেয়তর।
তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরম গতি ॥১১

---

* ১১।

কিন্তু তবু ব্রহ্মের পরেই হিরণ্যগর্ভ নন। মাঝখানে আছেন আরেকজন—তিনি মায়া। বেদান্ত বলেন,—এই জগৎ, এই সৃষ্টি এইসব কিছুই নয়।—সবটাই মিথ্যা মায়া।—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা", এই তাঁদের মতবাদ। অর্থাৎ এই কোটি বিচিত্র পরিবর্তনশীল সৃষ্টিটা একেবারেই মায়া। জগৎটা একটা দারুণ ফাঁকি,—মস্ত ম্যাজিক্। মায়ার আবরণ সরে গেলেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।—সেই চিদানন্দে মিলিয়ে যাবে এই সৃষ্টির মায়া। কিন্তু যদি ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তাহলে, মায়াই বা এল কোথা থেকে ? মায়ার স্বরূপ কি ?—

তার উত্তরে বেদান্ত বলেন।—মায়া আর কিছু নয়। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি।—"সত্ব", "রজ", "তম" এই তিনগুণের সমষ্টির নাম মায়া। প্রতি বস্তু ও চিন্তাকণার মধ্যে এই তিনগুণের বিভিন্ন বিচিত্র সমন্বয়।—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই শক্তিরূপে ব্রহ্মের মধ্যে জাগ্রত হয়ে সৃষ্টিকে সম্ভাবিত করে তুলছেন। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই।—মায়াও তাঁরই শক্তি। নির্গুণ ব্রহ্মই মায়াবশে গুণত্ব প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে সগুণ ঈশ্বরে পরিণত করে জীব সৃষ্টি করেছেন ও তার ভাগ্য ও কর্ম বিধায়ক হয়েছেন।

এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা
ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া
সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২

যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী
প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ্-জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ
তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩

অবিদ্যা ঘেরা জীবের মাঝারে,
আছেন গোপনে ঢাকা
তাই তাঁরে কেহ,
বুঝিতে বুঝাতে নারে,
শুধু একাগ্র বুদ্ধি সহায়ে,
কোন মনস্বীজন,
কখনো কখনো তাঁরে
অন্তরে লভে ॥১২

চঞ্চল যত বাক্যবিলাস।
মনে লীন কর তুমি।
মনকে করিও বিবেকবুদ্ধিময়।
বুদ্ধিরে লও স্বচ্ছ করিয়া
প্রাণ চেতনায় তব।
সেথা হতে যাবে আপনার টানে,
আপন আত্মমাঝে,
বিকার বিহীন কার্য্যকারণহীন,
শান্ত স্তব্ধ সেই পরমাত্মাতে ॥১৩

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য
বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্থ ধারা নিশিতা
দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৫

নাচিকেতমুপাখ্যানং
মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৭

য ইমং পরমং গুহ্যং
শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা
তদানন্ত্যায় কল্পতে
তদানন্ত্যায় কল্পতে ইতি ॥১৭

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে
তৃতীয় বল্লী

ওঠো হে মানব,
তমোঘোর হতে জাগো।
মহামানবের পাশে গিয়ে
জানো তত্ত্ব।
কঠিন সে পথ, দুর্গম অতি,
ক্ষুরের ধারের মত,
তবু সেই পথই সত্য
এই তো কবির বাণী ॥১৪

রূপরসগন্ধহীন, শব্দস্পর্শহীন,
অনাদি অনন্ত তিনি অক্ষয় শাশ্বত।
মায়া পরপারে তিনি চিরন্তন ধ্রুব।
তাঁরে জেনে লোকে মরণমুক্ত হয় ॥১৫

মৃত্যুব্যক্ত চির সনাতন
এই নাচিকেত কাহিনী
শুনিয়া, কহিয়া, মেধাবী আপনি,
পূজিত ব্রহ্মলোকে ॥১৬
সংযতচিতে জ্ঞানী, গুণী মাঝে,
অথবা শ্রাদ্ধকালে,
যে জন এ বাণী শ্রবণ করান
পরমশ্রদ্ধাভরে,
সৎকর্মের অনন্ত ফলে,
তিনি চির অধিকারী ॥১৭

ইতি
তৃতীয় বল্লী

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥১

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ইন্দ্রিয় দল ছোটে অবিরাম
বাহিরের পথ বেয়ে।
তাই জীবচোখে ফুটিছে বিশ্ব
নানা বিচিত্র রূপে।
অন্তরে আছে অন্তরযামী
সেথায় চলে না দৃষ্টি।
নিজেই নিজেরে হিংসিয়া যেন
প্রভু গড়েছেন সৃষ্টি।
কোন মনস্বী অমৃত আশায়
(ইন্দ্রিয় দল ফিরায়ে)
ঢাকিয়া চক্ষু, আত্মগভীরে,
করে স্বরূপের দরশন ॥১

ব্যতৃণৎ—হিংসা করেছিলেন। আশ্চর্য্য নয় কি ?

বিশ্বসৃষ্টিকার বিশ্ব বিধাতা স্বয়ং হিংসা করেছিলেন ? হাঁ তিনি যেন নিজেকেই হিংসা করেছিলেন। নইলে তিনি কেন ইন্দ্রিয়দের কেবল বহির্মুখী করেই সৃষ্টি করলেন। তারা কেবল বাইরেটাই দেখতে পায়, নিজেদের ভিতরে তাদের আর দৃষ্টি পৌছয় না। দর্পণ যেমন বাইরেটাই ফুটিয়ে তোলে, তার ভিতরের পারদের অস্তিত্ব দৃষ্টিতে আনতে পারে না। এমন বিপরীত ভাবে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করে, স্বয়ম্ভু যেন তাদের হননই করতে চেয়েছিলেন। স্বরূপের প্রতি তাদের দৃষ্টিপাত করতে না দিয়ে, অহর্নিশি তাদের বহির্মুখে ছুটিয়ে হিংসাই করেছেন যেন তাদের প্রতি। এবং তারাওতো তাঁরই মধ্যে আছে। তাই এই হিংসা এক অর্থে, যেন তাঁর নিজের প্রতিই ঘটেছে।

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তিবালা
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্ ।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥২

যেন রূপং রসং গন্ধঃ শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ
মৈথুনান ।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র
পরিশিষ্যতে ।
এতদ্বৈতৎ ॥৩

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ
যেনানুপশ্যতি ।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বাধীরো
ন শোচতি ॥৪

কামনার ধন যাহা কিছু আছে,
কেবল তাহারই তরে।
বালক স্বভাব অল্প বুদ্ধি লোকে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া পড়ে মৃত্যুর জালে।
জ্ঞানী যারা, তারা, অনিত্য মাঝে,
ধ্রুব সেই ধন খোঁজে।
তাহাঁরি পরশে,
লভে কামনার বিরতি ॥২

রূপ রস গন্ধ, শব্দ স্পর্শ ও মৈথুন,
যে আত্মা করিছে বসি ভোগ,
তার গূঢ় তত্ত্ব মাঝে, রহে বিশ্বজ্ঞান *
তাহারি স্বরূপ পানে সব প্রশ্ন ধায়,
(সেই নাচিকেত প্রশ্ন) ॥৩

জাগরণ আর স্বপ্নের যত কোটি বিচিত্র দৃশ্য
যাঁহার পরশে হয়েছে দৃশ্যমান,
তাঁহারে হৃদয়ে দেখে যে ধীমান,
অশোক চিত্ত তার ॥৪

---

* ইন্দ্রিয়েব অন্তরাল থেকে, ইন্দ্রিয়দের দ্বারা আত্মাই এই সমস্ত ভেদবিচিত্র বিশ্বজ্ঞান ভোগ করেছেন। ইন্দ্রিয় এবং বিষয়, এই উভয়েরই জ্ঞান সেই আত্মায় সম্ভাবিত হচ্ছে। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় যে একটি শুদ্ধ জ্ঞানানন্দের মধ্যে বিধৃত রয়েছে সেই আনন্দই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন।

য ইমং মধ্বদং, বেদ আত্মানং
জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥৫

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ
পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো
ভূতেভির্ব্যপশ্যত।
এতদ্বৈতৎ ॥৬

মধুপায়ী, ১ আর প্রাণচঞ্চল,
এই জীব-আত্মারে,
ত্রিকালঅতীত, ঈশারূপে, যেবা,
জানে অন্তর মাঝে,
সে নয় ব্যাকুল আপন প্রাণের তরে।
নয় সে আকুল কোন দুঃখের ডরে।
সে দেখিতে পায়,
শাশ্বত সেই ব্রহ্ম ॥ ৫

জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের মাঝে,
উদ্ভূত যাহা পঞ্চভূতেরো পূর্বে।
সে মহাশক্তি২ হৃদয়ে প্রবেশি,
আছে তনুমন ব্যাপিয়া,
যে তারে দেখেছে, সেও তো দেখেছে ব্রহ্ম ॥৬

১। মধুপায়ী—অর্থাৎ কর্মফল ভোগী। জীবাত্মাই কর্মফল ভোগ করে। যে মুহূর্তে সে আপন অখণ্ড অদ্বৈতস্বরূপ উপলব্ধি করে, সেই মুহূর্তে তার সকল ভয় বিনষ্ট হয়। ফলভোগী সত্ত্বা তখন আপন অবিনশী শাশ্বত সত্ত্বার সঙ্গে মিলিত হয়ে নিরাসক্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ করে॥

২। চৈতন্যময় ব্রহ্মের মধ্যেই সৃষ্টির কারণরূপী প্রাণশক্তি অথবা হিরণ্যগর্ভ প্রথমে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর ভিতরে পঞ্চভূত এবং সৃষ্টিপ্রকাশক দেবতা মণ্ডলী ও ইন্দ্রিয় দলের শক্তি উৎপন্ন হল। অনন্ত সৃষ্টি ব্যাপিয়াও তিনি হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হলেন, এবং চিদানন্দস্বরূপ আপন জনক পরমাত্মার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রইলেন। তাই যিনি এই হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণশক্তিকে বুঝতে পেরেছেন তাঁরও ব্রহ্ম-দর্শনই ঘটেছে।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী ।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং
যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ।
এতদ্বৈতৎ । ৭

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গার্ভিণীভিঃ
দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভি
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ
এতদ্বৈতৎ । ৮

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র
চ গচ্ছতি ।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু
নাত্যেতি কশ্চন ।
এতদ্বৈতৎ । ৯

সব দেবতার শক্তিরূপিনী
প্রাণময় যিনি ব্যক্ত।
নিত্যনবীন, প্রতিজীবে জাত,
অন্তরে চির স্থির।
তিনি সনাতন ব্রহ্ম ॥ ৭

গর্ভিণি যেমন রাখে, আপন সন্তান
অরণিকাষ্ঠ, যেমন আগুন রাখে,
আহুতিঅর্ঘ্যে, ঋত্বিক যথা
রাখে অগ্নিরে জ্বালায়ে,
ধ্যান সাধনায় যোগী সেইমত,
ব্রহ্মেরে রাখে অন্তরে চির স্থির ॥ ৮

সূর্য্য উদয়, সূর্য্য অস্ত, সকল দেবতা,
সকল প্রকৃতি শক্তি,
যাঁর মাঝে অভিব্যক্ত,
এই বিশ্বের শক্তি উৎস যিনি,
তাঁহার অপার মহিমার পারে,
প্রবেশিতে কেহ নারে।
তিনি নাচিকেত প্রশ্ন ॥ ৯

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র
তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি
য ইহ নানেব পশ্যতি ॥১০

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ
নানাঽস্তি কিঞ্চন,
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি
য ইহ নানেব পশ্যতি
এতদ্বৈতৎ ॥১১

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ[১] পুরুষো মধ্য
আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন
ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈতৎ ॥১২

সংসার মাঝে যাহা বিভিন্ন,
সংসার পারে, তাহাই রয়েছে স্থির।
বিচিত্র এই জগতে ছন্ন,
একই পরম তত্ত্ব।
সেই সত্যরে বিভিন্ন জেনে,
যে রয় মায়ায় মুগ্ধ,
মরণ হইতে মরণান্তরে,
বার বার তার গতি ॥১০

অবিকারী মন যাঁহারে লভিতে পারে।
সেই ভেদহীন ব্রহ্মেরে যেবা
বিভিন্ন রূপে দেখে।
মৃত্যুর পরে মৃত্যুই তার গতি ॥১১

অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়পদ্মে,
আনন্দে যিনি মগ্ন,
তিনি নিয়ন্তা ভূত ভবিষ্য
সকল সৃষ্টি মাঝে।
তাঁহারে জানিলে, আপনার তরে।
ব্যাকুল্ হয় না কেহ ॥১২

১।—ত্রিকালনিয়ন্তা অনাদি অনন্ত পরমাত্মার পরিমাণনির্ণয় কি করে সম্ভব? তিনি কি করে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হবেন? অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হৃদয়-পদ্মে উপলব্ধ হ'ন, বলে তিনি যেন সেই আকারই প্রাপ্ত হন। ঐ স্বল্পপরিমিত স্থানেই সেই অনাদি অনন্তের উপলব্ধি হয়—তাই তিনি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো
জ্যোতিরিবাধূমকঃ
ঈশানো ভূতভব্যস্য
স এবাদ্য স উ শ্বঃ
এতদ্বৈতৎ ॥১৩

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং
পর্বতেষু বিধাবতি ।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যং
স্তানেবানুবিধাবতি ॥১৪

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং
তাদৃগেব ভবতি ।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি
গৌতম ॥১৫

ইতি কঠোপনিষদি
দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাবল্লী ॥

অন্তরে যিনি ধুম্রবিহীন
নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি।
ত্রিকালঈশান তিনিই পরম সত্য।
বর্তমান ও ভবিষ্যতের,
অন্তরে চিরস্থির ॥ ১৩

এই বিচিত্র জগৎকে যেবা,
স্বরূপে ভিন্ন জানে।
পাহাড়ের যত বৃষ্টি ধারার ন্যায়,
নিম্নে ঝরিয়া, গলিয়া গলিয়া,
এই ভিন্নেরই পিছে পিছে ঘুরে মরে ॥১৪

শুচি জল যথাশুচি জলে মিলে,
হয় চির নির্মল—
সমানদর্শী জ্ঞানী মানবের,
মহান আত্মাটীও,
জেনো গৌতম,
ব্রহ্মের মাঝে,
এই মত মিলে রয় ॥১৫

---

* শরীর ভেদে আত্মাকেও, যে, স্বরূপতই ভিন্ন বলে দেখে, সে সেই বিভিন্নতাকেই আশ্রয় করে, অর্থাৎ বিভিন্ন শরীর ধারণ করে, পর্বতবাহিনী বিভিন্ন ধারার মত নানা দিকে পতিত হয়ে বিনষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ
বিমুচ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥১

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা
বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥২

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং
প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং
বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

একাদশদ্বারযুক্তদেহকে,
পুরীরূপে কর কল্পনা,—
অজ চেতনাই সে পুরের চির স্বামী।
তাঁর ধ্যান করে, মুক্ত পুরুষ,
কামকর্মের জন্ম মৃত্যুজাল,
ছিন্ন করেন, অন্তরে শোকাতীত ॥১
উর্দ্ধদ্যুলোকে মহান সূর্য্য
অন্তরীক্ষে বায়ু।
তিনি সোমরস, তিনিই অগ্নি
জলে ধরণীতে তাঁহারই অধিষ্ঠান।
মানবের মাঝে তিনিই সত্য
দেবতার মাঝে পূর্ণতত্ত্ব,
সত্যের মাঝে
ধ্রুব প্রতিষ্ঠা তাঁর।
যজ্ঞও তিনি শস্যও তিনি,
পর্বত হতে চির প্রবাহিণী নদী।
সর্বস্বরূপ এ বিশ্বরূপ তাঁর।
তবুও একক দ্বিতীয় বিহীন পরমতত্ত্ব
চরমসত্য তিনি ॥২
হৃদয়পদ্মে সমাসীন যিনি,
প্রাণেরে উর্ধ্বে তুলি,
অপানারে নীচে নিত্য টানিয়া লন।
ইন্দ্রিয়গণ সর্বদা তাঁরে উপহার দানে,
উপাসনা করে নিত্য ॥৩

অস্য বিস্রংসমানস্য
শরীরস্থস্য দেহিনঃ
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈতৎ ॥৪

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো
জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি,
যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥৫

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি,
গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা
ভবতি গৌতম ॥৬

দেহধারী যিনি দেহ মাঝে স্থিত,
দেহ বিমুক্ত হলে,
কি রয় তাঁহার বাকী—?
তিনি রন বাকী
তিনিই আত্মা,
তিনিই পরম সত্য ॥৪

শুধু প্রাণ আর অপানে
কখনো জীব না বাঁচিতে পারে।
ইহা ছাড়া, জেনো, আরো কিছু আছে,
যার মাঝে এরা আশ্রিত ॥৫

চিরসনাতন ব্রহ্মের যাহা
গোপন মর্মবাণী,
বলব তোমায় তাহা।
তাঁরে না জানলে, মৃত্যুর পরে,
আত্মার কোথা গতি,—
বলব তাহাও
শুনো তুমি গৌতম।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে
শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি
যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ ॥৭

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি
কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম
তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ ॥৮

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা,
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥৯

এই জন্মেই অর্জিত যার,
আছে যত কিছু কর্ম,
যা রয়েছে তার জ্ঞান,
তারি অনুযায়ী কেহ কেহ কভু,
মানবজন্ম লভে।
কেহ বা প্রবেশে স্থানুচেতনায়,
(বৃক্ষলতার মাঝে) ॥৭

নিদ্রার মাঝে জাগ্রত রহি,
কাম কল্পিয়া, স্বপ্ন রচেন যিনি,
অবিদ্যাঘোর মুক্ত হইলে,
তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম,
তিনি সুধারসআনন্দ।
জগৎলোকের তিনি আশ্রয়,
তিনি বিশ্বের পার,
তিনিই সত্য, তিনিই তোমার প্রশ্ন ॥৮

একই অগ্নি বিভিন্নাধারে,
বিভিন্ন রূপ ধরে।
একই আত্মা বিচিত্র জীবে,
বিচিত্র রূপে রয়।
সর্বভূতের অন্তর ব্যাপী,
তবুও স্পর্শাতীত,
সকলের মাঝে আছেন,
তবুও সকলের পারে রন ॥৯

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥১০

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য
চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥১১

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং
নেতরেষাম্ ॥১২

ভুবন মাঝারে, বায়ু যথা বহে'
রূপে রূপে অনুবিষ্ট।
সর্বভূতের অন্তরে রহি।
একই পরমাত্মা
রূপে রূপে ধরি বিচিত্র রূপ,
বাহিরেও তার পূর্ণ স্বরূপে রয় ॥১০

সর্বলোকের চক্ষু, তবুও,
দর্শন দোষ হইতে সূর্য,
যেমন রহেন মুক্ত।
নিখিল লোকের একই আত্মা,
তবু তো সে নয়,
দুঃখের মাঝে লিপ্ত।
দুঃখ সুখের অতীত সে যে গো,
বাসনাবাঁধনমুক্ত ॥১১

সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
সকলের বিধি যিনি,
যিনি আপনার একটী সে রূপে,
গড়েন লক্ষ রূপ,
আত্মমাঝারে নেহারি তাহারে ধীর,
চিরন্তনের শাশ্বত সুখে,
আনন্দে রয় মগ্ন ॥১২

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী
নেতরেষাম্ ॥১৩

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং
পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি
বিভাতি বা ॥১৪

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥১৫

ইতি কঠোপনিষদ দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী।

অনিত্য মাঝে, যে চির নিত্য,
চিত্ত মাঝারে চেতনা,
এক হয়ে, যেবা, বিচিত্র জীবে,
বিচিত্রতর কর্মবিধান করে।
যা হ'তে ঝরিছে, অন্তবিহীন
কামনার যত ধন,
আত্মমাঝারে যে ধীর তাহারে দেখে,
তারি তরে আছে চির সুখ,
আর তারি তরে চির শান্তি ॥১৩

অনির্দ্দেশ্য সেই আনন্দরূপ,
নিষ্কাম, পায়, আপন হৃদয়ে দেখিতে।
হায়, মূঢ় আমি, কেমনে জানিব তাঁরে,—
এই চোখে সেই জ্যোতিস্বরূপে,
কভু কি গো দেখা যায়,—
তাঁহারি সত্য অনুভব হায়,
কভু কি চিত্ত লভে ॥১৪

সূর্য সেথায় জ্বালে না আলোক
জ্বলে না চন্দ্রতারা,—
অগ্নি সেথায় স্তব্ধ, বিজলী
জ্বালে না তাহার শিখা—
তবু তো তাঁহারই প্রকাশে, আলোক
পেয়েছে তাঁহার বিশ্ব।
তাঁহারি আভায় নিখিল দীপ্তিমান ॥১৫
ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ
এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম
তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে
তদু নাত্যেতি কশ্চন
এতদ্বৈতৎ ॥১

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং
প্রাণ এজতি নিঃসৃতম।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য
এতদ্বিদুরমৃতাস্তেভবন্তি ॥২

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

অনাদি অসীম এ জগৎ সংসার,
যেন প্রকাণ্ড বৃক্ষ।
সেই সনাতন অশ্বত্থের মূল'
ঊর্ধ্বে গ্রথিত আছে।
কোটি শাখা তার নিম্নে ঝুলিয়া রয়।
সবার অতীত সেই মূলই জেনো,
এই ত্রিলোকের আশ্রয়।
সেই তো শুভ্র, সেই তো ব্রহ্ম,
সেই অবিনাশী আত্মা
সেই নাচিকেত প্রশ্ন ॥১

চিরচঞ্চল এই বিশ্বের বস্তুপুঞ্জধারা
নিঃসৃত তাঁহা হতে। তাঁহারি মাঝারে,
চিরকাল ধরে, কাঁপিছে (অসীম সুখে)।
তিনিই আবার বজ্রসদৃশ মহাভয়ানকরূপে,
কভু হ'ন প্রতিভাত।
যাঁরা তাঁরে জানে, তাঁরাই অমর,
(মৃত্যু সাগর মাঝে) ॥২

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৩

ইহচেদশকদ্‌বোদ্ধুং
প্রাক্‌ শরীরস্য বিস্রসঃ
ততঃ সর্গেষু লোকেষু
শরীরত্বায় কল্পতে ॥৪

তাঁহারি নিয়ম শৃঙ্খলাবশে,
অগ্নি জ্বলিছে, সূর্য ঢালিছে তাপ,
তাঁরি ভয়ে ভয়ে, ইন্দ্র ও বায়ু
করে আপনার কাজ।
তাঁহারি আদেশে, মৃত্যু ফিরিছে
সৃষ্টির পিছে পিছে ॥৩

এই জন্মেই যদি কেউ লভে,
সেই ব্রহ্মের জ্ঞান,
তবেই মুক্তি তার।
অজ্ঞানে ভরা অন্ধচিত্তে দেহের মৃত্যু হলে,
বারে বারে তারে দেহ কল্পিয়া,
এই সংসার মাঝে,
জন্মে জন্মে
কেবলি মরিতে হয় ॥৪

যথাদর্শে তথাত্মনি,
যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে
তথা গন্ধর্ব্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥৫

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগভাবমুদয়াস্তময়ৌ
চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা
ধীরো ন শোচতি ॥৬

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা
মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥৭

দর্পণে লোকে দেখে রূপ, আর
শুভবুদ্ধিতে আত্মা।
জলেতে যেমন আবছায়াময়,
স্বপ্নের ঘোরে, যেমন সকলি মিথ্যা।—
গন্ধর্ব আর পিতৃলোকেও, তেমনি দেখিবে তারে।
আলো ও ছায়ার মত বিবিক্ত,
কঠিন শুদ্ধ জ্ঞানে,
আপনার মাঝে, (এই জীবনেই)
তাঁহারে দেখিতে পাবে ॥ ৫ *

আত্মা হইতে নিঃসৃত এই যত ইন্দ্রিয় আছে,
সে নহে আত্মরূপ।
খণ্ডকালের মধ্যে তাহারা,
উদয় অস্ত জন্ম মরণশীল।
এই কথা জেনে ধীর হন শোকমুক্ত ॥ ৬

ইন্দ্রিয়দের পারে আছে মন,
মন পার হয়ে বুদ্ধি।
তাহারও ওপারে মহাপ্রাণ ধারা,
তারো পরে আছে, সে মায়া অপ্রকাশ ॥ ৭

---

* এই জীবনেই ধ্যানতপস্যাসংস্কৃত চিত্তে দর্পণের প্রতিবিম্বের মত আত্মার আত্মদর্শন সম্ভব। গন্ধর্ব, অথবা পিতৃলোকেও এমন করে দর্শন করা যায় না। সেখানেও সমস্তই অস্পষ্ট ছায়াময়। একমাত্র ব্রহ্মলোকেই, অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরিষ্কার ভাবে আত্মার রূপবৈলক্ষণ্য অনুভূত হয়।—আর তার পরেই এই দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সাধনক্ষেত্র, যেখানে ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো
ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ
যং জ্ঞাত্বামুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং
চ গচ্ছতি ॥ ৮

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো,
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি
মনসা সহ ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ
পরমাং গতিম্ ॥ ১০

তারো পরে আছে মহান আত্মা,
লিঙ্গবিহীন কার্য্যকারণহীন,
তাঁহারে জানিলে,
এই জীবনেই, ধীর লভে চিরমুক্তি ॥ ৮

এ আত্মা নয়, কখনো কাহারো
কভু দর্শন সাধ্য।
এ নয় চক্ষুগামী।
(দেহমনোময়, অনুপরমাণু মাঝে,
যে চেতনা ফিরে 'অহং' আকারে ঘুরে,
সেই তো আত্মা, আপনার জালে,
আপনি রয়েছে ঢাকা।)
সে জাল ছিঁড়িয়া তাহার শুদ্ধরূপ,
যে দেখিতে পায়, আপন শুদ্ধ জ্ঞানে,
ধন্য সে জন, এই জীবনেই
লভে অনন্ত, লভে অমৃত রূপ ॥ ৯

যে দশায়, মন পার হয়ে যায়,
পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞান,
বুদ্ধি ছোটে না চঞ্চল হয়ে,
নানা বিষয়ের পানে,
শান্ত সে যোগযুক্ত চেতনা,
জীবনের পরাগতি ॥ ১০

তাং যোগমিতি মন্যন্তে,
স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি
প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১১

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং
শক্যো ন চক্ষুষা
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং
তদুপলভ্যতে ॥ ১২

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন
চোভয়োঃ ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩

চঞ্চল যত ইন্দ্রিয় মন, স্থির হয়ে গিয়ে যবে,
আপন স্বরূপ মাঝে নিযুক্ত হয়।
বিকারবিহীন শান্ত সে চেতনাকে,
যোগী বলে যোগ,
তারো আছে জেনো, জন্ম মরণ লয়।
যোগ আরম্ভে, প্রথমেই তাই,
প্রমাদশূন্য হ'য়ো ॥১১

বাক্য ও মন, অথবা চক্ষু দিয়ে,
তাঁরে নাহি পাওয়া যায়।
'রয়েছেন তিনি', মহর্ষিদের,
এই বাণী ছাড়া আর,
জানিব তাঁহারে কিরূপে ॥১২

একনিষ্ঠায় 'তুমি আছ' এই বাণী,
হৃদয়ে গ্রহণ করিলে,
'তুমি' 'আমি' এই ভেদহীন
তাঁর উপাধিবিহীন সত্তা,
যোগীর চিত্তে উদ্ভাসি ওঠে স্বরূপে ॥ ১৩

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা
যেঽস্যহৃদি শ্রিতাঃ
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম
সমশ্নুতে ॥ ১৪

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে
হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ
অথ মর্ত্যোঽমৃতো
ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥ ১৫

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং
মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা
উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬

যা কিছু কামনা, হৃদয় গ্রন্থিময়,
জড়ায়ে ধরিছে মানবেরে শতপাকে,
যে পারে, তাদের শীর্ণ করিয়া,
জীর্ণ করিয়া দিতে,
মরণধর্মী এই জীবনেই সে লভে অমৃত ফল।
ক্ষণদেহ মাঝে, অনন্ত সেই ব্রহ্মরে
করে ভোগ ॥ ১৪

একে একে যত হৃদয়গ্রন্থি খুলে ফেলে
যদি সব,
আত্মার সেই মুক্ত স্বাধীন
অনন্ত সুধামৃত,
আপনি যোগীরে বরিয়া লইবে ধীরে।
এই জেনো উপদেশ ॥ ১৫

একশত এক নাড়ী বহে চলে,
হৃদয় পদ্ম হতে।
তাহার ভিতরে একটি ঊর্ধ্বে রন্ধ্র ভেদিয়া যায়।
তারি সাথে সাথে, সাধক চিত্ত
যদি যেতে পারে চলে,
তবে সেও লভে, কিছু কিছু সেই মুক্তি।
আর সব নাড়ী রাখে সংসারে টেনে ॥ ১৬

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং
ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং
বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরাজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো
বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় বল্লী

সর্বজনের হৃদয় পদ্মে,
যে রহে সন্নিবিষ্ট,
অনেক ধৈর্য্যে বহুসাধনায় ধীর,
তাহারে আপন শরীর হইতে,
মুঞ্জাঘাসের শীষের মতন
পৃথক্ করিয়া লন।
সেই বিবিক্ত শুদ্ধ চেতনই,
ব্রহ্মের মহা আনন্দঘন,
পরম শুভ্র পরম জ্যোতির রূপ
জেনো তাহা তুমি মনে ॥১৭

মৃত্যু কথিত এই পরা জ্ঞান,
এই যোগবিধি লভিয়া,
নচিকেতা হলো, কর্মের জাল,
মৃত্যুর পাশ মুক্ত।
তার মত যদি আরো কেউ কভু,
লভে বিশুদ্ধ জ্ঞান,
তারো তরে রবে চিরমুক্তির,
চির আনন্দ ফল ॥১৮

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয় বল্লী

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

আচার্য্য শঙ্কর যে কয়খানি প্রসিদ্ধ উপনিষদের ভাষ্য করেছেন, শ্বেতাশ্বতর তাদের অন্যতম। কিন্তু তা সত্ত্বেও একে অনেকেই অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বলে মনে করেন। এমন কি, অনেকে শঙ্করাচার্যকেও এর ভাষ্যকার বলে মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে শঙ্করের নামের আড়ালে তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় অথবা পরবর্তীকালের কেউ হয়ত এখানি লিখেছেন। যাই হোক শঙ্করের রচনাবলীর মধ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ভাষ্য যথেষ্ট বড় যায়গা জুড়েই রয়েছে।

ছয়টী অধ্যায়ে ভাগ করা এই উপনিষদের প্রথম দিকের দুটী একটী শ্লোকে সে যুগের তপোবনের সুন্দর একটা ছবি পাওয়া যায়।—ব্রহ্মবাদী ঋষিরা বসেছেন দর্শন আলোচনা করতে। জগতের মূলতত্ত্ব তাঁদের জিজ্ঞাসা,—সৃষ্টির আদি কারণ কী? তর্ক বিচারের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলেন না তাঁরা।—তখন ধ্যানে বসে জানলেন, যে, আপাতদৃষ্টিতে যাদের সৃষ্টির কারণ বলে মনে হয়,—তাদেরও মূলে একটা সাধারণ সত্য আছে। সেই সত্যই পরম কারণ ব্রহ্ম। তিনিই এ বিশ্বের মূল। তখন তাঁরা নানা উপমার দ্বারা কল্পনা করে সেই ব্রহ্মকে জ্ঞানের সীমানয়ে আনতে চেষ্টা করলেন।—এ বিশ্ব তাঁরই বিচিত্র প্রকাশ। আবার তিনি বিশ্বাতীত। সমস্ত ব্যাপ্ত করেও সেই সর্বব্যাপী সত্ত্বা সমস্তকে অতিক্রম করে বিরাজ করছেন। "স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"।—

উপনিষদগুলি যদিও বিভিন্ন সময়ে রচিত, তবু তাদের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে। এই ঐক্যের ইঙ্গিত বিশ্বের অন্তর্নিহিত অখণ্ড ঐক্যের দিকে। এই ঐক্যবোধের উপরেই অদ্বৈতদর্শনের ভিত্তি। অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বৈত নয়। এই যে অহরহ পরিবর্তনশীল অনন্ত

উচ্ছ্বসিত কোটি বিচিত্র বিশ্ব, এর অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্বটী এক। একই চিৎশক্তি সূর্য্য চন্দ্র তারা থেকে তৃণধূলি পর্য্যন্ত এবিশ্বের সমস্ত জড়বস্তু ও প্রাণবস্তুকে পরিব্যাপ্ত করে নিরন্তর আনন্দ দোলায় দুলছে। তারই দোলায়, তারই লীলায় বিশ্ব মুহুর্মুহু নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠছে। সেই বিশ্বরূপিনী শক্তিই প্রতি মানবের চিত্তে অধিষ্ঠিত থেকে তাকে সেই বিশেষ মানবরূপে ফুটিয়ে তুলছে।—এই শক্তিই "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" কাজেই বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য আর মানবের অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব এক। একই ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করেও মানুষের বুদ্ধির গহন গুহায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন। একই ব্রহ্ম সমগ্র জগতের বিচিত্র রূপে রূপে প্রতিফলিত হচ্ছেন। কাজেই জগৎ রূপে যাকে দেখছি, স্বরূপত তিনি ব্রহ্ম। বস্তুত ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। আমাদের এই দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনা তাঁরই ভাব বিলাস। তিনিই একমাত্র চিরন্তন সদ্বস্তু। ত্রিকাল অতীত হয়েও সমগ্র কালকে তিনি তাঁর মানস লোকের মধ্যে আহরণ করছেন। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের মত আমরাও সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মে জগদ্ বিভ্রম দর্শন করে থাকি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই এই মিথ্যা ভেদজ্ঞান, এই বৃথা অভিমান দূর হয়ে যায়। যেমন রজ্জুকে চিনতে পারা মাত্রই সর্পরূপ 'অবস্তু' দূর হয়ে যায়, তেমনি তাঁকে চিনতে পারলেই এই জগৎ একান্ত অসার অবাস্তব ছায়ার মত মিলিয়ে যাবে, রাত্রি শেষে যেমন করে মিলিয়ে যায় স্বপ্ন।

উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে থেকে নানা সমর্থক বাক্যের দ্বারা শঙ্কর তাঁর এই অদ্বৈত দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে আর একটী ভাবধারা নিগূঢ় হয়ে আছে, যার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে, 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' প্রভৃতি বেদান্তের অন্যান্য মতবাদ গড়ে উঠেছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই ভাবধারার অভিব্যক্তি, আর একটু স্পষ্ট। বিশ্বময় একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্ত্বা বিরাজমান সত্য, কিন্তু এই সত্ত্বার দুইটী প্রধান ভাব অথবা অংশ আছে। এই দুই দিকই সত্য। দুইয়ের মধ্যেই তাঁর পরিচয়। এই দুই দিক দিয়ে বিচার করলে, মনে হয়,—জগৎ মিথ্যা নয়, ব্রহ্মেরই অংশ।—এক অংশে তিনি স্থির অচঞ্চল নির্ব্বিকল্প, গুণাতীত, অভোক্তা সাক্ষী। অন্য অংশে তিনি সতত পরিবর্তনশীল, রূপে রূপে দৃশ্যমান, সদাচঞ্চল, গুণময়, কর্মকারী এবং ফলভোগী।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র সংহত রূপের মধ্যেও তাঁর এই দুই ভাব। একটী তাঁর স্থূল ভাব, যা দৃশ্যমান,—যে ভাবে, যে রূপে, তিনি অরণ্য পর্বত নদী সমুদ্র তরুলতা পশুপক্ষীর মধ্যে নিত্য প্রকাশিত। তাঁর অন্য ভাবটী অরূপ অপ্রমেয় নিরপেক্ষ সাক্ষী। সমগ্র জড় ও প্রাণ সমষ্টির অন্তর্লীন স্বভাব সেই অরূপ তত্ত্বই এই বিশ্বসংহতির অন্তরতম সত্য। সেই সত্যকে নির্গুণ, অথবা রূপ রস গন্ধ স্পর্শের অতীত, এও যেমন বলা যায়,—আবার এও বলা যায় যে, তাঁর মধ্যেই এই সমস্তের পূর্ণ মিলন। সকল ইন্দ্রিয়, সকল বোধ, সকল জ্ঞান, সকল গুণ তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ ও সংহত হয়ে রয়েছে। সেই সচ্চিদ অথবা সত্য চেতনাই এই জগৎ সৃষ্টির মূলে। দেশকালাতীত সেই অজ্ঞেয় অদৃশ্য চেতনার মধ্যেই এই মুহূর্তে মুহূর্তে ধাবমান বিরাট কালচক্র আবর্তিত হচ্ছে। এ তাঁরই শক্তি এ তাঁরই ইচ্ছা, এ তাঁরই কল্পনা। এ যদি মায়া হয়, এ তাঁরই মায়া। অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত মায়া। সেই নির্গুণ, অথবা গুণসংহত ব্রহ্মই দুঃখ সুখ ভোগবাসনায় জীবরূপে, এবং জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশিত করছেন।—

কবি যেমন তাঁর রচনায় নায়ক নায়িকার মুখে, নিজের কথাই বলে যান। তাদের জন্যে দুঃখ সুখের কল্পলোক সৃজন করে তার মধ্যে নিজেকেই উপলব্ধি করেন। তেমনি সেই সর্বদর্শী বিশ্বকবি নিজ রচনার

মধ্যে দিয়ে নিজেকেই ভোগ করেন।—"নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ—

তিনি অকারণে, দেহ উপবনে,
জীব ভাবে হয়ে মুগ্ধ।
নবদ্বার পথে, নিজ মনোরথে,
বিষয় লভিতে লুব্ধ॥
এঁরই কথা কবি বলেছেন।
"আমার চক্ষে তোমার বিশ্বছবি।—
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি।"

সমষ্টিগত ভাবে বিশ্বের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তাঁর এই দুই রূপ, প্রতি সৃষ্টিতে, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি বস্তু ও প্রাণের মধ্যে একই জোড় বিজোড়ের দ্বন্দ্বে অহর্নিশি দোলায়িত হচ্ছে। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো
অভিচাকশীতি॥"

একই ডালে বসে আছে দুই পাখী।—একই শরীরকে আশ্রয় করে। একটী এই ডালের মায়ায় আবদ্ধ।—পাকা ফলটীর দিকেই তার লোভ। সে কেবলই চেখে চেখে দেখছে।—বাসনা থেকে ভোগ ও ভোগ হতে বাসনায় নিরন্তর বিবর্তিত হতে হতে সে কেবলই জীর্ণ হয়ে চলেছে। কিন্তু, তার অন্তরতম সত্য তেমনি নির্বিকার। কিছুতেই তার পরিবর্তন নেই। বাসনার দহন বা দুঃখের জ্বালা তাকে বিকৃত করতে পারে না। সেই নিরাসক্ত পাখী কেবল দেখে।—সে শুধু দ্রষ্টা।—এই ফল ভোগীকে সেই অভোক্তা রাত্রিদিন তার বন্ধনহীন শিবদৃষ্টি মেলে দেখছে। সেই দৃষ্টিতে কি করুণার অবকাশ আছে? মুক্ত প্রেমের আভায় কি সেই নয়নের আলো ঐ ফল ভোগী পাখীটাকে বার বার আকর্ষণ করে? নিরন্তর তিক্তকষায় মিঠে ফলের মধ্যে মুখ গুঁজে

থেকে সেকি হটাৎ কখনো কার আকর্ষণে মুখ তুলে তাকায় সেই তার দিকে, যে নিরন্তর নিরাসক্ত শিবদৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে আছে?—শত পাপের উত্তাপের মধ্যেও যে তাকে ছেড়ে যায় না। ফলের রসে আবিল আচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখা যায় না। হয়ত মিথ্যা অহঙ্কারের অভিমানে দেখতে চাইও না।—সে কিন্তু নিরভিমান চেয়ে বসে আছে,—কবে এই ভোগী দৃষ্টি স্বচ্ছ করে তার দিকে চোখ তুলে চাইবে। তাকে দেখতে পেলেই সব ভেদজ্ঞান আপনি দূর হয়ে যাবে। সত্য দর্শনে, সত্যের সঙ্গে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনে কোন মিথ্যার বাধা রইবেনা।

এই মিলনই ভক্তিবাদের শেষ কথা। দ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বৈতের মধ্যে এর সুরু,—অখণ্ডের মধ্যে অদ্বৈতের মধ্যে এর শেষ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেই বোধহয় প্রথম এই ভক্তির নাম পাই।

"য একোহবর্ণোবহুধা শক্তি যোগাৎ
বর্ণাননেকান নিহিতার্থোদধাতি',—

অদ্বিতীয় অবর্ণ পরমসত্তা এক হয়েও আপনার মধ্যে থেকেই এই কোটি বিচিত্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেই তাঁর বিপুল বিচিত্র বিশ্বসত্য প্রতি প্রাণী দেহে নিগূঢ় অন্তর্যামী সাক্ষীরূপে বিরাজমান। স্বরূপকে দ্বিধাখণ্ডিত করে তিনি এই চিরচঞ্চলা বিচিত্রাকে জন্ম মরণের পথে পথে অনন্ত যাত্রায় পাঠিয়েছেন। তিনি নিজেই তাকে ঘরছাড়া করেছেন। তবু প্রতীক্ষা করে আছেন,—কবে সে আবার তাঁর কোলের মধ্যে ফিরে আসবে। সেই একটুখানি ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে, এই দ্বৈতের মায়া সৃষ্টি করেছেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করার জন্যে। অবিদ্যারজাল পেতেছেন, সে জাল ছিঁড়ে মানুষ আপন দৃষ্টিকে শুদ্ধ মুক্ত করবে বলে। সেই অশেষকল্যাণগুণাকর পরমাত্মা ভুবন ভরে মিথ্যার আর অকল্যাণের ফাঁদ পেতে রেখেছেন,—সে ফাঁদ এড়িয়ে মানুষ আপন অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধিতে ফিরে যেতে পারবে বলে।—

"দুঃখ খানি দিলে মোর
তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে,
আনন্দ করিয়া তারে
ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে,
দিন শেষে মিলনের রাতে"।

এতকাল উপনিষদ বলেছেন,—ব্রহ্মকে জ্ঞানের মধ্যে উপলব্ধি করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।—"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি",—যারা তাঁকে জানে তারাই অমৃত হয়। যদিও এ কেবল বুদ্ধির জানা নয়, শুধু যুক্তিবিচারের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না—"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"—অনুভবের মধ্যেই তাঁকে জানতে হবে।—হৃৎপদ্মেই সেই বিশ্বব্যাপিনী শক্তিকে আপন স্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু তবু এও অদ্বৈত সাধনা,—জ্ঞানের মধ্যে আপন স্বরূপকে পাওয়া। ভক্তি সাধনায় দ্বৈতের প্রয়োজন। দুইয়ের মধ্যে দিয়েই একের প্রকাশ।—

যে ভক্তিসাধনা গীতায় পুষ্ট হয়ে পরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করেছিল,—যে সাধনা ভক্ত ও ভগবান উভয়কেই স্বীকার করে নিঃশেষ আত্মনিবেদনে এক অখণ্ড মিলনের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, তারই সূত্রপাতের আভাস যেন পাওয়া যায় এই উপনিষদে।—আর পাওয়া যায় আত্মার চিরন্তন প্রার্থনার বাণী।

যজ্ঞ ও মন্ত্রের মাধ্যমে একদা পার্থিব সুখের কামনাই ছিল মানুষের প্রার্থনা। ক্রমে উপনিষদের যুগে এল ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জ্ঞান পিপাসা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই বোধহয় ভক্তি ও প্রার্থনার প্রথম আগমনী ধ্বনিত হোল। পার্থিব সুখের প্রার্থনা নয়,—নচিকেতার মত জ্ঞানের প্রার্থনাও নয়,—নিবেদনের প্রার্থনা।—আমাকে তোমার মধ্যে বিলীন কর।—যদিও আমি তোমারই,—তুমিই আমার স্রষ্টা,—আমার মধ্যে

তোমারই প্রকাশ,—তবু তুমিই তো এই বিভেদেরো সৃষ্টি করেছ। রচনা করেছ তোমার আমার মধ্যে অনন্ত ব্যবধান,—আর প্রতীক্ষা করে বসে আছ, কবে আমি কর্মে কর্মে এই দুস্তর বিরহ সাগর পার হয়ে, তোমার মধ্যে আমার পূর্ণস্বরূপ লাভ করব। তোমারি মায়ার দ্বারা, তোমারি প্রকৃতির দ্বারা, তোমারি শক্তির দ্বারা তোমার নিজের সঙ্গে নিজের এই পরম বিচ্ছেদ রচনা করে চুপ করে বসে শুধু দেখছ,—কবে ভোগে ভোগে বাসনার ক্ষয়ে তোমার এই আত্মবিচ্ছেদ অখণ্ড পূর্ণতার মধ্যে সার্থক হয়ে উঠবে।—পুণ্যপাপের দহনে দহনে পরিশুদ্ধ হয়ে, কবে তোমার আপন মায়াকৃত অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয়ে, শুদ্ধ সত্ত্বার চিরভাস্বর মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠবে। তাই ব্রহ্মবাদীদের প্রার্থনা,—"হে সবিতা, আমাকে যুক্ত কর ব্রহ্মের সঙ্গে। ইন্দ্রিয়দের শক্তিকে বাইরের দিক থেকে অন্তরের দিকে ফিরাও,—যেন তারা তাদের অন্তর্লীন জ্যোতিস্বরূপকে দেখতে পায়।—হে রুদ্র, হে মায়াধীশ, হে পরমসত্য, আমার মধ্যে থেকে এই মিথ্যার আড়াল ঘুচিয়ে দাও।—হে অনাদি অনন্ত পূর্ণসত্ত্বা, আমার খণ্ডস্বরূপকে তোমার সঙ্গে যুক্ত কর।—আমি ক্ষুদ্র, আমি ভোগী, আমি নিত্য বাসনা চঞ্চল। আমার মধ্যে অবিদ্যার অন্ধকার। তুমি নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ রূপ, তুমি চিরজ্যোতি,—তোমার অনাসক্ত কল্যাণের পথে, তোমার মঙ্গলের সঙ্গে, শিবের সঙ্গে, শুভের সঙ্গে আমাকে যুক্ত কর।—ধন নয়, মান নয়,

—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মাবাদিনো বদন্তি—
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখতরেষু
বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥ ১

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতিচিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবা
দাত্মাহপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২

ব্রহ্মবাদী ঋষিরা আলোচনা করছেন পরস্পরের
মধ্যে,—"হে ব্রহ্মজ্ঞ, বলতো,—"
এই জগতের কোন সে কারণ,—সেই কি পরমব্রহ্ম ?
কোথা হতে হোল জন্ম, মোদের ? কার দ্বারা বেচে আছি ?
কাহার মাঝারে রয়েছে মোদের প্রতিষ্ঠা ?
কার নিয়মের পরিচালনায় দুঃখসুখের পথে,
ভোগ হতে ভোগে ফিরিয়া ফিরিয়া চলি ॥ ১

তবে বল দেখি জগৎ কারণ কি ?—
স্বভাব ? নিয়তি ? কিম্বা আকস্মিক ?
সে কি মহাকাল ?—সেই কি পঞ্চভূত ?
কিম্বা এদের সংহতি সেকি ?—
নহে নহে, এরা নয়কো কারণ,
এরাও কার্য্য সবে।
জীবাত্মাই এই সকলের চির সংযোগকারী।
সে জীব আবার দুঃখে ও সুখে
কর্মের ফলে বন্দী ॥ ২

---

(১) ব্রহ্মবাদী ঋষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন,—যে, জগতের কারণ কি হতে পারে ? জড়ই কি সত্য ? জড়ের অন্তর্নিহিত স্বভাবের দ্বারাই কি এই জগৎ নির্মিত হয়েছে ? নাকি কোন দৈব,—কি কোন আকস্মিক ঘটনার আবর্ত ? কিম্বা এই পঞ্চভূতের সংহাতেই কি বিশ্বসৃষ্টি ? নাকি যে জীবাত্মার মাধ্যমে, এই সবের সংযোগে সৃষ্টি বিকশিত হয়েছে সেই কারণ ? কিন্তু তাই বা কি করে হবে ? এই জীবই (জীবাত্মা) তো কর্মকারী এবং ফলভোগী।—জীবই যদি স্রষ্টা, তবে সুখপ্রিয় জীব কেন দুঃখ সৃষ্টি করলেন ? আর জীব নিজেই তো কর্মের অধীন। তিনি কি করে তাহলে এই সব কর্মরাশির কারণ হবেন ?

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ ৪

তর্কবিচারে না পেয়ে তাঁহারে, ধ্যানে বসলেন তাঁরা।
ধ্যান সাধনায় যুক্ত চিত্তে দেখলেন,—
কাল, জীবাত্মা, আদি যত সব নিখিল কারণরাশি,
যাঁহার নিয়মে চলে,
তাঁহার স্বভাবে নিগূঢ় রয়েছে, সেই যে ত্রিগুণাশক্তি,
তাহারি কারণে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ॥ ৩

নিখিলকারণ পরমাত্মার চক্রপ্রান্তভাগে।
রয়েছে মায়ার শক্তি।—
সে চাকা আবার ত্রিগুণের দ্বারা ঢাকা
ষোড়শ দ্রব্যে যাহার সুবিস্তার
অর্ধশতক চক্রশলাকা, বিশটী চক্রখিল
ছয় অষ্টক সাথে যে রয়েছে যুক্ত।
সে আবার জেনো, বিচিত্র এক কামনার পাশে বদ্ধ।
জ্ঞান ও ধর্ম আর অধর্ম যাঁর বিচরণক্ষেত্র,
পুণ্য ও পাপ ভোগ হেতু যাঁর মুগ্ধ অহং বুদ্ধি,
নিখিল কারণ সেই তো ব্রহ্মচক্র ॥ ৪

৩+৪ পরমাত্মার স্বভাবের অন্তর্গত ত্রিগুণাত্মিকা—মায়াশক্তিই এই বিশ্বভুবনের নিয়ম এবং কারণরাশি সৃষ্টি করেছেন। তাই মায়ার অন্যনাম ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মস্বভাবের অন্তর্গত এই পরমাশক্তিই বিশ্বপ্রসবিনী।—

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥ ৫

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬

(চাকারূপে যারে দেখেছেন, তারে নদীরূপে
করি কল্পনা,—ঋষি বলছেন,—)
পাঁচ ইন্দ্রিয় বহিয়া নদীর পাঁচটি নেমেছে ধারা।
পঞ্চভূতের বাধায়, সে ধারা উগ্র ও বঙ্কিম।
পঞ্চপ্রাণের আঘাতে কঠিন তরঙ্গ সঙ্কুল।
পঞ্চ জ্ঞানের আদি, মন, যার মূল।
শব্দ দৃশ্য ইত্যাদি সব বিষয় যাহার আবর্ত,—
[১]পঞ্চ দুঃখ যাহার তীব্র স্রোত,—
[২]পঞ্চ যাতনা যাহার সোপান,—
পঞ্চাশরূপে ভিন্ন সে নদী স্মরণ করছি মোরা ॥ ৫

যে মনে করেছে নিজেরে ভিন্ন পরমেশ্বর হতে,—
সর্বজীবের জন্ম মরণ বিপুল ব্রহ্মচক্রে
ভ্রান্ত সে জন ঘুরে ঘুরে যায় আসে।
যদি কোন দিন সেই মূঢ় তার ছিঁড়ে ফেলে তমোঘোর।
আপনার মাঝে তখনি সে দেখে, অনন্ত পরমাত্মা।
(এ মর জগতে) পান করে সে যে, শাশ্বত সুধা রস ॥ ৬

১। গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যধি ও মৃত্যু। এই পঞ্চ দুঃখ।
২। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ।

উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্—
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৮

বেদান্তে গীত পরমব্রহ্ম,
ত্রিরূপের * আশ্রয়।
অক্ষর সেই পরমসত্য
নিজে চির অবিকার।
সাধক যাহারা, এই প্রপঞ্চ
জেনেছে ব্রহ্মময়,—
মহাসাধনায় জীবন্মুক্ত
ব্রহ্মবিলীন তারা ॥ ৭

অক্ষরে ক্ষর, কার্যকারণে সতত যুক্ত বিশ্ব,
ধারণ করেন যিনি বিশ্বেশ্বর।—
তিনিই আবার ভোগকামনায়
জীবরূপে হন বদ্ধ।—
তিনিই আবার তাঁহারে চিনিয়া লয়ে।
সংসার পাশ হতে হন চিরমুক্ত ॥ ৮

---

* ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগকারক ঈশ্বর, এই যে ত্রিরূপের দ্বারা এই বিশ্ব নিত্য উদ্ভাসিত হচ্ছে, তা সেই পরমব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত।—ব্রহ্মই এই ত্রিরূপাশ্রিত জগৎপ্রপঞ্চের একমাত্র আশ্রয়।—

জ্ঞাজ্ঞৌ * দ্বাবজাবীশনীশা—
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা,
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্তা ।
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯

ক্ষরং প্রধানমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০

তিনিই অজ্ঞ, তিনিই সর্বজ্ঞানী।*—
তিনিই অনীশ, তিনি পরমেশ,
বিশ্বস্বরূপ, সর্বস্বরূপ তিনি।—
তিনি অকর্তা, তিনিই চরম প্রভু।
অজা প্রকৃতিই সৃজিছে নিরন্তর,—
ভোগী ও ভোগ্য আর তার যত ভোগ।
সাধক যখন জানে, এই তিন,
সেই অনন্ত ব্রহ্ম,—
তখনই সে হয় মুক্ত মৃত্যু হতে॥ ৯

মরণশালিনী প্রকৃতি এবং অবিদ্যাহারী হর।
দুয়েরই শাসন, সেই ব্রহ্মের মাঝে।
তাঁর সাথে যোগ বার বার যদি,
ধ্যানে লাভ করে ধীর,
তবেই কেবল চিত্ত তাহার জ্বলিবে
তত্ত্বভাবে।
সুখদুখময় বিশ্বমায়ার হবে নিবৃত্তি তবে॥ ১০

---

(১) সর্বজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই আবার অল্পজ্ঞানী ও অজ্ঞানী জীবরূপে কর্মফল ভোগ করে চলেছেন। যাঁর প্রভুত্বে বিশ্ব নিয়মিত হচ্ছে, তিনিই পরাধীন মানবরূপে মুক্তির সন্ধানে ফিরছেন। এই তাঁর পরমাশ্চর্য্য বিশ্বলীলা। এই তাঁর মায়া। মায়ার দ্বারা নিজেকে শতবন্ধনে বেঁধে, আবার সেই বন্ধন মোচনের সাধনায় মায়াবদ্ধ জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন।—মায়া ব্রহ্মশক্তি এবং ব্রহ্মের মতই চিরন্তনী। এই শাশ্বতী পরাশক্তিতেই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভেদবিচিত্র জগৎরূপে প্রতিভাসিত হচ্ছেন।—

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে,
বিশ্বৈশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥১১

তাঁহারে জানিলে বাসনার পাশ,
আপনি ছিঁড়িয়া যায়,—
বাসনার ক্ষয়ে, ক্ষীণ হয় যত ক্লেশ।[১]
জন্মমৃত্যু আদি তার যত
নিবিড় দুঃখমূল,
বিনষ্ট হয় সব।
তাঁর ধ্যান যোগে, দেহ পরপারে,
চির সম্পদ লভি,[২] পূর্ণানন্দে
সার্থক জীব, রয় ব্রহ্মের মাঝে ॥১১

---

(১) অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।—অবিদ্যা—অনাত্ম-দেহবুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধি। অস্মিতা—আত্মা ও বুদ্ধিকে এক বলে মনে করা।
রাগ—সুখাভিলাষ। দ্বেষ—দুঃখে অনিচ্ছা। অভিনিবেশ—মৃত্যুভয়।

(২) চির সম্পদ—অনিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ অলৌকিক বিভূতি প্রভৃতি লাভ হয়। ক্রমে ক্লেশ দূর হয় ও ভব বন্ধন মোচন হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানের অন্ধকার আপনি সরে যায়,—আর অন্ধকারের সৃষ্টি, দুঃখের মূল, বাসনার টানও আপনি ছিঁড়ে যায়। তখন সেই অনন্ত আলোকে অমৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জ্ঞানের দ্বারা ভববন্ধন মোচন হয়। আর ধ্যানের দ্বারা সত্য লাভ হয়। জ্ঞানে যাকে জানলুম, ধ্যানের দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে আনতে পারি, তখনই অমৃত লাভ হয়। ঈশোপনিষদেও এই কথাই অন্যভাবে আছে,—"অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা, বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"।

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥১২

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তির্নদৃশ্যতে,
নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেনদেহে ॥১৩

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্
দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥১৪

ভোক্তা, ভোগ্য, এবং তাদের
প্রেরিতা যে ঈশ্বর।
এ তিনই ব্রহ্মময়।
এই কথা জেনে, আত্মস্বরূপে,
তাঁহারে লভিও ধীর।
তাঁহারে জানিলে, জানিবার আর,
কিছুই রবে না বাকী ॥১২

কাঠের ভিতরে যে আগুন আছে,
তারে তো দেখিতে পাওনা।
তবুতো তাহার নাহিক বিনাশ, সে রয়
কাষ্ঠ জুড়ে।—
বার বার কাঠে ইন্ধন যোগে
ঘর্ষণ কর যদি।
তখন আগুন চোখেই দেখতে পাবে।
এই দেহময় আত্মার রূপ,
তেমনি অদেখা জেনো।
ওঙ্কার ধ্যান ঘর্ষণ যোগে
তাহারে লভিতে পারো ॥১৩

দেহরে করিও অরণিকাষ্ঠ,
প্রণব উত্তরারণি।
ধ্যানমন্থন অভ্যাসযোগে,
নিগূঢ় তাঁহার রূপ,
জ্বলিয়া উঠিবে তবেই চিত্তময় ॥১৪

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥১৫

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মনং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম ।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরম্
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরমিতি ॥১৬
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

দুধের মধ্যে ঘৃতের মতন,

অনুতে অনুতে লিপ্ত,

আত্মা রয়েছে সর্বব্যাপী বিশ্বে

অনুস্যূত।

সত্য সহায়ে তপোসংযোগে,

আপন আত্মমাঝে,

যে দেখেছে, তাঁরে, বিশ্বের সার,

অবিচ্ছিন্ন রূপে।

আত্মবিদ্যাসাধনার দ্বারা,

সে পরম শ্রেয়, চরম মোক্ষধন,

যোগীর চিত্তে গৃহীত হয়েছে,

তেমনি পূর্ণভাবে,

যেমন পূর্ণ দধি মাঝে ঘৃত।

তিলের মধ্যে তৈল।

অরণি কাষ্ঠে অগ্নি, নদীতে যেমন বহিছে জল ॥১৫-১৬

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায়
সবিতাধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য
পৃথিব্যা অধ্যাভরত ॥১

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্ববর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥২

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্
সুবর্যতো ধিয়াদিবম্।
বৃহজ্জোতিঃ করিষ্যতঃ
সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥৩

হে সবিতা, আমার মন এবং বুদ্ধি,
যুক্ত কর তাঁর সঙ্গে।
লক্ষ্য করে দেখ,—অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের জ্যোতি,
আর ইন্দ্রিয়দের প্রকাশ।
(জগৎকে ব্যক্ত করছে তারাই।
হে সবিতা, বাইরের দিকে নিরুদ্ধ
কর তাদের শক্তি।)
আর সেই জ্যোতি ভরে দাও
এই শ্রেষ্ঠ পার্থিব আধারে,
আমার এই দেহে ॥১

হে সবিতা, তোমার প্রসাদ আমরা পেয়েছি।
তাই সমস্ত শক্তি নিয়ে, ধ্যানে বসেছি,—
পরমানন্দ লাভের জন্যে ॥২

জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মকে যারা উদ্ভাসিত
করতে পারে চিত্তে,
সেই ইন্দ্রিয়েরা চলেছে,
সুখ স্বরূপ ব্রহ্মের পানে,
হে সবিতা, দয়া কর তাদের প্রতি,
বিষয়বাসনা হতে মুক্ত কর তাদের,
যুক্ত কর, (সুখাতীত সেই)
পরমাত্মার সঙ্গে ॥৩

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো,
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক
ইন্‌মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥৪

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি
র্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানিতস্থুঃ ॥৫

সমস্ত ধী এবং মন যাঁরা
যুক্ত করেছেন ব্রহ্মের সঙ্গে,
তাঁরা যেন এমনি করেই করেন,
মহান্ সূর্যস্তুতি।
কারণ সূর্যই বহন করেন,
তিনিই হোতা
অদ্বিতীয় তিনি সর্ব সাক্ষী ॥৪

ওগো ইন্দ্রিয় প্রকাশ দেবতা*
তোমাদের সব শক্তি,
যাতে সেই আদিকারণব্রহ্মকে
প্রকাশ করতে পারে,
তাই ধ্যানে বসেছি আমি।
সমাধিমগ্ন করব এই চিত্ত।
যুক্ত করব তাঁর সঙ্গে।
নমস্কার করি তাঁকে।
সূর্যপথে উত্থিত আমার এই বাণী,
নানা রূপে বিকশিত হয়ে,
ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে,—
ওগো দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র,
শোন তোমরা সকলে ॥৫

---

* চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি রূপে বিশিষ্ট দেবতার কল্পনা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়দের বিশিষ্ট প্রকাশ ক্ষমতাই ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতা।

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে ।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে
তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥৬

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্ ।
তত্র যোনিং কৃণবসে
ন হি তে পূর্তমক্ষিপৎ ॥৭

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য ।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥৮

হে সবিতা, তব অনুমতি বিনা,
যে রয় কর্মে লিপ্ত,
কর্মই তার বন্ধন যত, আসক্ত তার চিত্ত।
যেথায় অগ্নি মন্থিত, আর
বায়ুর যেথায় আহুতি,
পিষ্ট সোমের রস উচ্ছ্বাসে,
যেথায় যজ্ঞ মূর্ত,
সেথায় তাহার মানসলিপ্সা
কর্মে ও ভোগে বদ্ধ ॥৬

কাজ কর তুমি সূর্য্য আদেশে,
মন ফেলে রেখো ব্রহ্মে।
তবেই কর্ম লয়ে যাবে তোমা,
বাঁধিবে না মোহগর্ত্তে ॥৭

শির, কণ্ঠ, ও বক্ষেরে তব
কর স্থির উন্নত।
মনের শাসনে, ইন্দ্রিয় কর
হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।
ব্রহ্মভেলায় পার হয়ে যাও,
সংসার ভয় স্রোত ॥৮ *

---

*৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, এই পাঁচটি শ্লোকে যোগের বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

ব্রহ্ম—অর্থাৎ প্রণব। ওঙ্কার সাধনার দ্বারা ভব ভয় দূর কর।

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্ ।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৫

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥ ১৬

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু ।
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ধুলিবিলিপ্ত মলিন স্বর্ণ,
অগ্নিশোধনে যেমন দীপ্তি পায়,
স্বরূপ হেরিলে, মানব আত্মা, তেমনি শুদ্ধ,
দুঃখমুক্ত কৃতকৃতার্থকায় ॥ ১৪

আত্মগভীরে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্বলিছে দীপের মত।
যে জন দেখেছে, অজ অবিকার
বিশুদ্ধ তার আলো,
মুক্ত সে জন অবিদ্যাঘেরা
বিচিত্র সব কামনার পাশ হতে ॥ ১৫

সবদিক্‌ব্যাপী সবার পূর্বে
যে দেব * হয়েছে জাত,—
বিশ্বগর্ভে আজো সে অন্তরীন।
মানব শিশুর জন্মে আজিও
তাহারি নবীন জন্ম।
অনাগত কালে তাহারই জন্ম
হবে নানা রূপে রূপে।
সেই দেবতাই প্রতি মানুষের চিত্ত বাহির
ব্যাপিয়া রহেন নিত্য ॥ ১৬

আগুনে ও জলে, যে দেব বিরাজ করে,
বিশ্বভুবনে যে দেব সম্প্রবিষ্ট,
ওষধিতে আর বনস্পতিতে
যে দেব রয়েছে নিত্য
তাঁহারে নমস্কার ॥ ১৭

---

(১) এই দেব হিরণ্যগর্ভ। ব্রহ্মসন্তান হিরণ্যগর্ভই প্রতিসৃষ্টিতে নিত্যনব-রূপে বিরাজমান।

তৃতীয় অধ্যায়

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য
ইমাল্লোঁকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ
প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি
সঙ্কুকোপান্তকালে,
সংসৃজ্য বিশ্বাভুবনানি গোপাঃ ॥২

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ
স বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ—
দ্যাবাভূমী জনয়ন্
দেব একঃ ॥৩

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বম্ ।
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥৪

(১) এইপূর্ব্বজাত সৃষ্টি শক্তিই হিরণ্যগর্ভ

যে পরম এক, মায়াশক্তিতে শাসন করেন বিশ্ব,
যাঁহার নিয়মে নব নব রূপে, জীব লভে নব জন্ম,
যিনি মায়াবলে, ঘটান সবার জন্ম অভ্যুদয়,
তাঁহারে স্বরূপে, যে জানে, সেই তো, মর্ত্যে অমৃতময় ॥১

মায়াবী রুদ্র, তুমি অখণ্ড এক।
দ্বিতীয় কাহারে চায়নি তোমার ঋষি।
প্রতি জীবে তুমি অন্তর্যামী, বিশ্বে রয়েছে,
তোমারি শক্তি মিশি।
তোমারি শক্তি করিছে সৃষ্টি,
পালিছে নিত্য অনন্ত ত্রিভুবন।
আবার প্রলয়ে সংহার রূপে,
ধ্বংস করিছ আপনি আপন ধন ॥২

এই বিশ্বের চোখ মুখ, আর বাহু, পদ যত,
সকলি তাঁহার ধন।
পক্ষীরে দেন পক্ষ, মানুষে, হস্ত চরণ মন।
দ্যুলোক ভূলোক রচনা করিয়া আপনি প্রকাশ পান,
বিচিত্র রূপ সে অনাদি দেব, একাকী বিরাজমান ॥৩

তাঁহারি মাঝারে, দেবতাগণের
জন্ম অভ্যুদয়,
বিশ্বপালক সর্বজ্ঞানী তিনিই সর্বময়।
সৃষ্টিপূর্বে "সৃষ্টিশক্তি" সৃজেন যে মহারুদ্র,
সেই প্রভু আজ মোদের বুদ্ধি মঙ্গলে কর যুক্ত ॥৪

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোর
হপাপকাশিনী
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া
গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥৫

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে
বিভর্ষ্যস্তবে
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু
মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥৬

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথা নিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্ ।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥৭

দেহ মাঝে মম, তুমি দেহসুখ, হে রুদ্র মঙ্গল।
দেখাও তোমার পবিত্র রূপ শুদ্ধ সমুজ্জ্বল।
শুচিসুন্দর আনন্দময়, তব চক্ষের আলো,
পড়ুক মোদের (মূঢ়তার পরে,
দূর হোক যত কালো) ॥৫

ওগো সুখ, ওগো রক্ষক প্রভু
করধৃতবাণ কর মঙ্গলময়।
তোমারি জগৎ, তোমারি মানব,
মেরো না তাদের, (আনন্দে করো জয়)।
তাহাদের চোখে, নিজের কেবলি,
রেখো না আবৃত করে।
এমন হিংসা কারো না গো আর
নিজ সন্তান 'পরে ॥৬

জড় জগতের আদি মূল সেই
বিরাট হতেও শ্রেষ্ঠ।
সর্ব্বভূতের বিভিন্ন দেহে,
নিগূঢ় পরম প্রেষ্ঠ,
বিশ্ব ঘেরিয়া অনাদি একক, পরমেশ্বর প্রভু।
যে জানে তাঁহারে সেই তো অমর এ মর জগৎ মাঝে ॥৭

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ ।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥৮

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥৯

ততো যদুত্তরং তদরূপমনাময়ম্
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য—
থেতরে, দুঃখমেবাপি যন্তি ॥১০

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ
সর্বগতঃ শিবঃ ॥১১

জেনেছি তাঁহারে, তমসারপারে,
প্রকাশস্বরূপ সত্য।
মহান্ পুরুষ পূর্ণ মানব সূর্য্যের মত দীপ্ত।
তাঁহারে জানিলে, মৃত্যুসাগর পার হয়ে যায় ভক্ত।
তিনি ছাড়া আর পথ নাই কোন
যদি হতে চাও মুক্ত ॥৮

সবারে শ্রেষ্ঠ, সকলের নীচে,
অণু হতে অণু, মহতেরো বড়,
মহিমায় উজ্জ্বল।
বৃক্ষের মত স্তব্ধ পুরুষ,
আপন প্রভাবে, ব্যাপিয়া বিশ্ব,
ভরেছে ভুবনতল ॥৯

জগৎ-কারণ-অতীত, মহান্, অরূপ অতাপতত্ত্ব।
যে তাঁরে জেনেছে, সেই তো লভেছে,
পরম অমৃতসত্ত্ব।
জানে না যাহারা তারা ভোগ করে, দুঃখ জীবন ভরে,
(বাসনার জালে জড়ায়ে নিজেরে,
বাঁধে মৃত্যুর ডোরে) ॥১০

মুখ মস্তক কণ্ঠ ও বাহু সর্ব প্রাণীর
সর্ব সঙ্গ তিনি ;—পূর্ণ বিভূতিময়।
তবু বুদ্ধির গহন গুহায় গোপনে সম্প্রবিষ্ট,
মঙ্গলরূপ নিখিল বিশ্বময় ॥১১

মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ
প্রবর্তকঃ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তি
মীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্৯প্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১৩

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ
সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠ
দ্দশাঙ্গুলম্ ॥১৪

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং
যচ্চভব্যম্।
উতামৃতত্ত্বস্যেশানো যদন্নে
নাতিরোহতি ॥১৫

অবিনাশী প্রভু, মানসবিহারী,
তাঁরি মহা প্রেরণায়,
চিত্তগহনে, নির্মলা আশা,
তাঁরে লভিবারে চায় ॥১২

হৃদে* দৃশমান, পূর্ণস্বরূপ, অন্তর্যামীরূপে,
গোপনে গোপনে, সবার হৃদয়ে, ফিরিছেন চুপে চুপে
জ্ঞানালোক জ্বেলে, তাঁরে দেখা যায়,
মননে প্রকাশ পান।
যে জানে এ বাণী মর্ত্যে সে জন, নিত্য অমৃতবান ॥১৩

হাজার চক্ষু কোটি মস্তক, হাজার
চরণতলে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া, তাঁহার বিকাশ
হৃদয় পদ্মদলে ॥১৪

অনাগত তিনি, তিনিই অতীত, বর্তমানের অন্তরে।
মুক্তিবিধাতা নন শুধু তিনি, এই জীবনেরো তরে,
অসীম আশায় অন্ন বহিয়া
ফিরিছেন ঘরে ঘরে ॥১৫

---

* হৃদয়ের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র। হৃদয়ে অনুভূত হন বলে পরমাত্মাকেও যেন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলা হয়েছে।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৬

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং
সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
সর্বস্য প্রভূমীশানং
সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥১৭

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো *
লেলায়তে বহিঃ ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য
চরস্য চ ॥১৮

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥১৯

---

* হংসঃ—অবিদ্যা হনন করেন বলে তিনি হংস।

সকল প্রাণীর মুখ মস্তক, তাঁহারি বলিয়া জেনো,
হস্ত চরণ চক্ষুকর্ণ সকলি তাঁহার মেনো।
তিনিই আত্মা প্রতি প্রাণীদেহে, বিশ্বে বিরাজমান্,
সর্ব্বব্যাপিয়া চিত্তে নিগূঢ় নন্দিত করে প্রাণ ॥১৬

সব ইন্দ্রিয় গুণাভাস তিনি,
তবু ইন্দ্রিয় ছাড়া।
সবার শরণ, পরম কারণ,[১]
তবু তিনি গুণহারা ॥১৭

অবিদ্যাঘাতী পরম আত্মা,
যিনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা,
তিনি অকারণে, দেহ-উপবনে, জীবভাবে হয়ে মুগ্ধ,
নবদ্বারপথে,[২] নিজ মনোরথে, বিষয় লভিতে লুব্ধ ॥১৮

অঙ্গবিহীন করপদহীন তবু দ্রুত চ'লে যান।
চক্ষুকর্ণ নেই তাঁর তবু দেখিতে শুনিতে পান।
যাহা জানিবার, জানেন সকলি,
কেউ তো জানে না তাঁরে।
ঋষি বলে, তিনি পূর্ণ পুরুষ (চাও তাঁরে জানিবারে)।১৯

১। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, তবু ব্রহ্ম নির্গুণ,—গুণাতীত।
২। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ প্রভৃতি নয়টী ইন্দ্রিয় দ্বার।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্,
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো,
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥২০

বেদাহমেতমজরং পুরাণং
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥২১

ইতি
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি
তৃতীয়োঽধ্যায়

অণু হতে অণীয়ান, মহৎ হইতে মহীয়ান্
গোপন গুহায় নিহিত রয়েছে, জীবের আত্মপ্রাণ।
বাসনাশূন্য সে মহাচেতনা, এই ক্ষণিকের জীবনে,
শাশ্বত আর অক্ষয় রূপে, যে দেখে আপন মনে,
লভে সে শান্তি, লভে আনন্দ দুঃখশোকের পার।
(তাঁহারি কৃপায় হেলায় তরায় দুস্তর পারাবার) ॥২০

জন্মবিহীন, অজর (অমর) চির শাশ্বত সত্য।
সর্ব ব্যাপিয়া সকলের মাঝে,
সে দেব আছেন নিত্য,
জেনেছি তাঁহারে (চিত্ত মাঝারে),
চির অনন্ততত্ত্ব ॥২১

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি
তৃতীয়োঽধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্
 বর্ণাননেকান নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
 স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥১

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ু
 স্তত্নুচন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রংতদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ
 প্রজাপতিঃ ॥২

ত্বং.স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার,
 উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি,
 ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥৩

নিগূঢ় কারণে যে পরম এক
স্বজন করেন,
বহুবিচিত্র শক্তির যোগে,
বহু বিচিত্র রূপ ;
যাঁহাতে রয়েছে বিশ্বের স্থিতি,
প্রলয়ে আবার, যাঁহার মাঝারে,
স্তব্ধ নিথর মৃত্যুতে নিশ্চুপ।
জ্যোতিস্বরূপ নির্বিশিষ্ট,
সেই সে পরম মুক্ত,
আপনার সাথে, শুভবুদ্ধিতে,
করুন মোদের যুক্ত ॥১

তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য্য, তিনি তারা
আর তিনিই চন্দ্র আকাশে।
তিনি প্রজাপতি, এ বিশ্ব প্রাণ,—
তিনি জল, আর, তিনিই বহেন বাতাসে ॥২

তুমিই পুরুষ, তুমি নারী
আর তুমিই কুমার কুমারী।
দণ্ড হস্তে স্খলিত চরণে
বৃদ্ধের রূপে যাও।
পুন নব নব বিচিত্ররূপে
নবীন জন্ম নাও ॥৩

নীলঃ পতঙ্গো হরিতোলোহিতাক্ষ
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥৪

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে,
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥৫

রক্তচক্ষু শুকসারি তুমি।
নীল ভ্রমরেও তোমারি সুনীল আভা।
বিজলীগর্ভ মেঘ তুমি আর
ঋতু সমস্ত সপ্ত সাগরপ্রভা
অনাদি স্বরূপ, সকল ব্যাপিয়া
তবুও সর্বাতীত।
তোমারি মাঝারে বিশ্বভুবন
নিত্য উদ্ভাসিত ॥৪

বহু প্রজাবতী ত্রিবর্ণা মায়া*
জীব অনুরাগে ভজে।—
(জীবন্মুক্ত যে জন,) সে তারে
অনায়াসে যায় ত্যজে ॥৫

---

* ত্রিবর্ণা মায়া—লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং। পঞ্চভূতের মূল, তেজ, জল ও অন্নস্বরূপা প্রকৃতিকে যথাক্রমে লোহিত শ্বেত ও কৃষ্ণ এই ত্রিবর্ণা বলে বলা হয়েছে। ব্রহ্মের মায়াশক্তি অথবা প্রকৃতি তাঁরই মত অনাদি অনন্ত, আর সেই জন্যেই জন্ম রহিত, অর্থাৎ অজাতা বা অজা। এই প্রকৃতি অথবা মায়া বহুপ্রজাবতী। অর্থাৎ এই কোটি বিচিত্র ব্রহ্মসন্তানের তিনিই জননী। পুরুষ যেমন প্রিয়া পত্নীর মাধ্যমে আপনাকে সন্তানরূপে নবজন্ম দান করে, তেমনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম আপন অনাদি অনন্ত প্রকৃতির মাধ্যমে এই বিচিত্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই এখানে রূপকছলে, ঋষি বলছেন, যে, অজ অর্থাৎ জন্মহীন জীবাত্মা এই অজা অর্থাৎ জন্মহীনা প্রকৃতিকে ভোগ করে। আবার কোন (জ্ঞানী) তাকে (ভোগশেষে) অনায়াসে ত্যাগ করে যায়।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ, পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥৬

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া।
শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥৭

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে ॥৮

সদাসুমিলিত সমনামধারী
দুইটি সমান পাখী,—
আশ্রয় করে বসেছে দু'জনে,
একই বৃক্ষের শাখী।
তাদের মধ্যে একটি সেবিছে
স্বাদু পিপ্পল ফল।
অন্য পক্ষী, কেবল সাক্ষী
অভুক্ত অচপল ॥৬

দেহে আসক্ত যে জীব, সে জন
দুঃখদৈন্যে পীড়িত মুহ্যমান।
চিত্তমাঝারে, যে দেখে তাঁহার বিশ্ব ভুবন মহিমা,
বীতশোক সে যে, দুখ হতে পায় ত্রাণ ॥৭

ব্রহ্মস্বরূপ যে পরম ব্যোমে,
বেদ ও দেবতা আশ্রয় করে রহে,
তাঁরে যে জানে না, তার তরে বেদ,
কোন্ ফল আনে বহে?
যে তাঁরে এরূপে জেনেছে তাহার
সার্থক ইহজন্ম
অরূপ সত্তা চিত্তে তাহার
জ্বলিছে বিনিষ্কম্প ॥৮

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি
অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥৯

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু
মহেশ্বরম্ ।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং
জগৎ ॥১০

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্বম্ ।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১১

তাঁহার প্রকাশ বেদপ্রচারিত
ব্রত যজ্ঞ ও ছন্দ।
নিজ মায়াবলে সেই মায়াধীশ
রচেন বিশ্বানন্দ।
* মোহপাশে ঘিরে নিজেরে আবার
জীবরূপে হন বন্ধ ॥৯

প্রকৃতিরে জেনো মায়া আর
জেনো মায়াধীশ ভগবান।
তাঁরি অঙ্গের বিচিত্র রূপে
নিখিল বিত্তবান্ ॥১০

এক হয়ে যিনি কারণে কারণে
করেন অধিষ্ঠান।
যাঁহার মাঝারে বিশ্ব আবার
নিঃশেষে লীয়মান
বরণীয় সেই পূজনীয় দেবে,
চিত্তে যে জন দেখেছে,
অপার শান্তি পরমানন্দ
সে জন নিত্য লভেছে ॥১১

---

*মোহপাশ—অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রন্থি। ব্রহ্ম মায়াবলে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে, ভোগবাসনায়, আবার সেই মায়ারই প্রকারভেদ অবিদ্যার দ্বারা প্রতি সৃষ্টিতে নিজেকে সেই বিশেষ সৃষ্টির অধিপতি জীবরূপে আবদ্ধ করেন।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যাশুভয়া
সংযুনক্তু ॥১২

যো দেবানামধিপো
যস্মিল্লোঁকা অধিশ্রিতাঃ
য ঈশে অস্যদ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥১৩

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং
শান্তিমত্যন্তমেতি ॥১৪

যাঁহার মাঝারে দেবতাজন্ম
যাঁহাতে অভ্যুদয়,
পরম রুদ্র বিশ্বের প্রভু, তিনি
সব জ্ঞানময়।
জায়মানা এই প্রাণশক্তিরে
যিনি দেখেছেন মানসে,
যুক্ত করুন মোদের বুদ্ধি,
তিনি কল্যাণরসে ॥১২

দেবতাগণের প্রভু, আর যিনি
ত্রিলোকের আশ্রয়,
শাসন করেন মৃগ ও মানুষ
যিনি এ ভুবনময়।
চিরভাস্বর আনন্দরূপ, সেই কোন
দেবে আজ,
(চরু পুরোডাশ) হবি দিয়ে পূজি
বিশ্বভুবনমাঝ ॥১৩

সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম গহন সংসারমাঝে,
নিত্য সাক্ষী যিনি,
বিচিত্র রূপে হন প্রতিভাত
বিশ্বস্রষ্টা তিনি।
চিত্ত বাহির ঘিরিয়া তাঁহার
কল্যাণময় রূপ,
যে দেখে, সে লভে পরমা শান্তি,
অন্তরে অপরূপ ॥১৪

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাং
শ্ছিনত্তি ॥১৫

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্ ।
বিশ্বস্যৈকং পবিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥১৬

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥১৭

কল্পারম্ভে রক্ষা করেন যিনি
এ ভূমণ্ডল।
সর্বভূতের মর্মগহনে, নিগূঢ় অচঞ্চল
সব ঋষি আর সকল দেবতা
যাঁর মাঝে মিলে রয়।
মৃত্যুর পাশ ছিন্ন করিও
তাঁরে জেনে হৃদিময় ॥১৫

ঘৃতের উপরে মণ্ডের মত,
সূক্ষ্ম ও সারভূত,
আত্মা রয়েছে সর্বভূতের
মর্মে নিগূঢ় স্থিত।
বিশ্ব ঘেরিয়া পরিবেষ্টিত
জ্যোতিস্বরূপ শক্তি
যে জানে সে জন, বন্ধনপাশ হতে
পায় চিরমুক্তি ॥১৬

বিবেকশুদ্ধ জ্ঞানের মানসে,
তাঁহার মুক্ত প্রকাশ ঝলসে,
বিশ্বকর্মা মহাত্মা দেব
সদা মানবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট
যে তাঁরে জেনেছে, অমৃত সে জন,
নয় সে দুঃখে ক্লিষ্ট ॥১৭

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি র্ন
সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥১৮

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে
পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম
মহদ্‌যশঃ ॥১৯

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষাপশ্যতি কশ্চনৈনম
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এনমেবং
বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥২০

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ
প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥২১

নাইকো সেথায় দিবসরাত্রি অবিদ্যাঘেরা তমসা,
তিনি অক্ষয়, রবিরও পূজ্য বিশ্বচিত্তভরসা।
সৎ ও অসৎ দুয়েরই অভাব, শুদ্ধ স্বভাব রূপ।
শাশ্বত এই জ্ঞানেরও উৎস, তাঁহারি মর্মকূপ ॥*১৮

অধঃ ও ঊর্দ্ধ কিম্বা বক্রকোণে,
কেহ কভু তাঁরে না পারে ধরিতে মনে।
সর্বব্যাপ্ত মহৎ কীর্তি এই নাম আছে যাঁর,
কোথায় উপমা, কোথায় প্রতিমা তাঁর ॥১৯

চোখের দেখায় তাঁহারে তো
দেখা যায় না—
কোন ইন্দ্রিয় তাঁরে প্রকাশিতে
পায় না।
বিচারসাধ্য বিশুদ্ধ সেই একত্ব জ্ঞান সাধনায়,
যে পারে জানিতে, তাঁহার স্বরূপ,
গূঢ় মর্মের চেতনায়,
ধন্য সে জন, মরজন্মেই
অমৃত জীবন পায় ॥২০

জন্মবিকার ভয়ে ভীরু আমি,
এসেছি তোমার অজ অমৃতশরণে,
রুদ্র তোমার দক্ষিণ মুখে, ত্রাণ কর
মোরে, নিত্য (অশিব হতে) ॥২১

** অবিদ্যাগ্রস্ত মোহবদ্ধ জীব বন্ধন মোচন করে আপন শুদ্ধ স্বভাবে ফিরে যাবার জন্যে অন্তরে আকুল। আপন অমৃতময় ব্রহ্মসত্তা সম্বন্ধে তার এই অন্তর্নিহিত জ্ঞানও সেই ব্রহ্মেরই দান।

মা নস্তোকে তনয়ে

মা ন আয়ুষি—

মা নো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ।

বীরান্ মা নো রুদ্র

ভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃ

সদমিৎত্বা হবামহে ॥২২

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

হে রুদ্র, তুমি আমাদের প্রতি,
কোর না কোর না রোষ।
কোর না জীবন নাশ।
পুত্র পৌত্র গরু ঘোড়া দাস,
মরণের মাঝে কভু,
হরণ কোর না প্রভু।
হবি ও যজ্ঞ ক্রিয়া উপহারে,
আমরা তোমারে নিত্য,
আহ্বান করি (ব্যগ্র হৃদয়ে,
ভরিয়া ব্যাকুল চিত্ত) ॥২২

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥১

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ
ঋষিং প্রসূতং কপিলং[১]
যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চপশ্যেৎ ।২

(১) সর্ব্বজ্ঞ ঋষি কপিলকে যিনি জ্ঞানদান করেছিলেন। কিন্তু অনেকেই বলেন যে, ইনি সাংখ্যকার কপিল মুনি নন। কপিল অর্থাৎ কপিল বর্ণ বা স্বর্ণ বর্ণ হিরণ্যগর্ভ, অথবা বিশ্বপ্রাণবীজ। সৃষ্টিকালে প্রাণকে তিনি অন্তরে প্রজ্ঞাময় করেই সৃষ্টি করেছেন।

সংসার ঝরে যাহার কারণে,
অবিদ্যা বলি তারে,
বিদ্যার বলে সত্যস্বরূপ
অমৃত প্রকাশ হয়।
কিন্তু এ দুই নিগূঢ় শক্তি
নিহিত ব্রহ্মসারে।
সবার অতীত সেই অনন্তে,
এদেরো বিধান রয় ॥১

যোনিতে যোনিতে, সকল কারণে
প্রতি বিচিত্র রূপে,
যে পরম এক, করেন অধিষ্ঠান।
সৃষ্টির আগে প্রজ্ঞানে ভরে,
যিনি সৃজেছেন স্বর্ণগর্ভ বিশ্বের বীজপ্রাণ।
জন্মকালেও দর্শনে যাঁর ধরা ছিল,
তার[১] সত্য।
জ্ঞান অজ্ঞান হইতে ভিন্ন,
সেই তো পরমতত্ত্ব ॥২

(১) হিরণ্যগর্ভের। ব্রহ্ম (আপন স্বরূপে) হিরণ্যগর্ভের (সত্যস্বরূপ) প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

একৈকং জালং বহুধাবিকুর্ব
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥৩

সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্ ।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥৪

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ
সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥৫

প্রতি প্রাণীতরে প্রতি বিচিত্র
কর্মের জাল মেলিয়া,
এই মহাদেব, পুন সেই জাল,
গোটান জগৎ ভরিয়া।
পুরাকল্পিত দেহপতি[১] সব,
নিজেই করিয়া সৃষ্টি,
সবার উপরে চির প্রভুত্বে,
রাখেন মুক্ত দৃষ্টি ॥৩

ঊর্ধ্বে ও নীচে এবং পার্শ্বে, ব্যাপিয়া সর্বদিক,
সূর্য যেমন রহেন দীপ্তিমান,—
তেমনি সে দেব, বরণীয় ভগবান,
কারণস্বভাব, এই পৃথিবীর
অণুপরমাণু ব্যাপিয়া
করেন অধিষ্ঠান ॥৪

বিশ্বস্বভাব যে করে বিধান,
তিনি পরমেশ্বর।
পরিণামী সবে, বিভিন্ন ফলে,
করেন রূপান্তর।
নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া তিনিই
দ্বিতীয়বিহীন সত্ত্ব।
ত্রিগুণে, তাদের স্বকার্য্য তরে,
যুক্ত করেন নিত্য ॥৫

---

(১) প্রজাপতি হইতে মশকাদি পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেহধারী জীব।

তদ্বেদ গুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্ব দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদুস্তে
অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥৬

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥৭

বেদরহস্য উপনিষদের মর্মে ব্রহ্ম রয়,
বেদপ্রমাণিত সে গূঢ়তত্ত্ব জানেন হিরণ্ময়[1]।
অনুভবে তাঁরে জেনেছেন যাঁরা প্রাচীন
দেবতা ঋষি।
তন্ময় তাঁরা অমৃত হলেন, (অমৃত-
সাগরে মিশি) ॥৬

কৃতভোগী জীব ফলকামনায়
নিত্য কর্ম করিছে,
গুণাশ্রিত হয়ে বিভিন্ন দেহে,
জীবনে জীবনে শ্বসিছে,
ত্রিপথের[2] পরে, প্রাণাধীশ জীব
কর্মানুসারে ভ্রমিছে ॥৭

---

(১) সেই আদি কারণ এবং আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে তৎপ্রসূত হিরণ্যগর্ভ জানেন। হিরণ্যগর্ভের প্রকাশ প্রতি প্রাণের স্পন্দনে।—তাই তাকে বহুবার মূল প্রাণ অথবা প্রাণশক্তি বলে উল্লেখ করেছি। ফুলে লতায় পাতায়, বিশ্বময় যে প্রাণের লীলা দেখতে পাই, সেই প্রাণই মানবদেহে, বাল্যযৌবনজরার মধ্যে স্পন্দিত হতে হতে সুখদুঃখচেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তবু প্রতি প্রাণীর অন্তর্নিহিত সেই মূল-প্রাণ, তার স্বরূপ এবং তার জনক সেই পরমাত্মাকে মর্ম্মে মর্ম্মে জানে। তাই তাঁকে পূর্ণরূপে অনুভবের মধ্যে পাবার জন্যে, স্বচ্ছচেতনার দর্পণে তাঁকে প্রত্যক্ষ্য করবার জন্যে, প্রাণের আকুলতা মাঝে মাঝে তার মূঢ় অহং চেতনাকে ছিন্ন করে ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়। পিতাকে দেখেছে বলেই, পিতৃস্নেহ পেয়েছে বলেই পিতৃগৃহের জন্যে কন্যার যেমন স্বাভাবিক আকুলতা, তেমনি ব্রহ্মের জন্যে হিরণ্যগর্ভের চিরন্তন বিরহ প্রতি প্রাণিদেহে মুক্তির জন্যে কাঁদছে।

(২) ত্রিপথ, অথবা ত্রিমার্গ। ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞানের পথ। জীব আপন সঞ্চিত কর্মানুসারে ধর্ম্ম, অধর্ম অথবা জ্ঞানের পথে চলে।

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রোহ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥৮

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ
স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥৯

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং
নপুংসকঃ
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন
স রক্ষ্যতে ॥১০

সূর্য্যসমান জ্বলন্তরূপ আমার নিভৃত
হৃদয়ে দীপ্তিমান।
আমারি অহং চেতনসীমায় বদ্ধ তাহারে,
মনে হয় গুণবান[১]।
তাই তারে কভু, যেন মনে হয় আরাগ্রমিত স্বল্প,—
যেন নিতান্ত তুচ্ছ, (সে যেন নহে গো,
মহৎ সত্যআত্মকল্প) ॥ ৮

একটি কেশের অগ্রভাগেরে শতবার
ভাগ করে,
পুন তাহারেও শতধা করিলে,
যতটুকু পরিমাণ
ততটুকুতেই পরমাণুসম জীব সে
মূর্ত্তিমান।
তবু চলিতেছে চিরকাল ধরে, আপন
স্বরূপে তার,
অনন্তপানে ক্ষুদ্রজীবের শাশ্বত অভিযান ॥৯

ক্লীব নয় কভু জীবপরিচয়,
নয় এ পুরুষ নারী।
তবু দেহভেদে, স্বীয় অভিমানে,
বিচিত্ররূপধারী ॥১০

১। গুণাশ্রিত বুদ্ধি ও বাসনা আমার অন্তর্বাসী আত্মায় অধ্যুষিত হয়ে, তাঁকেই যেন গুণবাসনাময় বলে প্রতিভাত করে। মন, বুদ্ধি ও দেহ চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন আত্মরূপই জীব। তাই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকেও স্বরূপভ্রষ্ট জীবরূপে কখনও বা নিতান্ত হীন বলে মনে হয়।

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাচাত্মবিবৃদ্ধি জন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভি সম্প্রপদ্যতে ॥১১

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥১২

দেহ বাড়ে যথা দিনে দিনে এই,
অন্নপানের কারণে,
মন কল্পনা ভোগ মোহ আর
যত কর্মের ফলনে,
দেবতা ও কীট সম বিভিন্ন
সকল জন্ম জননে,
নানারূপে দেহী দেখে আপনারে,
কোটি বিচিত্র কল্পনে ॥১১

ত্রিগুণসহায়ে, জীব এ জীবনে,
যত কিছু কাজ করে,
তারি সাথে মিশে পূর্ব প্রজ্ঞা,
বিভিন্ন রূপ ধরে।
ধ্যানউপাসনা, ধর্মকর্ম অথবা
আলস বিলাসে।
কর্মের সাথে কর্মীর যোগে,
কঠিন বাসনা পাশে,
মৃত্যুর পরে অন্য জীবনে,
জীবের সংক্রমণ।
চলেছে নিত্য, জুড়িয়া বিশ্ব,
কর্ম সঞ্চালন ॥১২

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥১৩

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং
শিবম্ ।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে
জহুস্তনুম্ ॥১৪

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

অনাদি অনন্ত এই সংসারগহনে,
বহুরূপে বিশ্বস্রষ্টা রহেন গোপনে
সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময়,
সে একক দেবতত্ত্ব।
যে জীব জেনেছ আপন হৃদয়ে,
মুক্ত সে জন নিত্য ॥১৩

শুদ্ধচিত্তে যাঁর অনুভব, আলোকসমান জ্বলে,—
যাঁহার কারণ পরিণামে নিতি, সৃষ্টি
প্রলয় ফলে।
প্রাণের শিল্পী, রূপকার যিনি,
চিরমঙ্গলময়।
অদেহী তাঁহারে, যে জানে,
তাহার পুনর্জন্ম নয় ॥১৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ
দেবস্যৈষ মহিমাতু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥১

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ
পৃথ্যপ্‌তেজোঽনিলখানি
চিন্ত্যম্ ॥২

ষষ্ঠ অধ্যায়

কোন কবি বলে জগৎ কারণ
আছে বস্তুর স্বভাবে।
কালের মধ্যে নিহিত কারণ
কোন মূঢ় মনে ভাবে।
সে প্রভুদেবের মহামহিমাই
জেনো আদিতম সত্য।
তাহারি প্রভাবে ব্রহ্মচক্র
ঘুরিছে নিত্য নিত্য ॥১

যাঁর দ্বারা এই বিশ্বজগৎ পূর্ণ
আবৃত রয়।
কালের কারক, সর্বজ্ঞানী,
যিনি সব গুণময়।
তাঁরি প্রেরণায়, ক্ষিতিজল তেজে,
আকাশে বাতাসে,
কর্ম ফিরিছে চিরকাল ধরে,
চিরবিবর্ত আভাসে ॥২

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়স্তত্ত্বস্য
তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্ ।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা[১]
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ
সূক্ষ্মৈঃ ॥৩

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি,
ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ
কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ ॥৪

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্ ॥৫

---

(১) সকল যৌগিক প্রণালী। মূলে এক, দুই, তিন বা আটটি যৌগিক পন্থার কথা আছে। বাংলায় সহজে বোঝাবার জন্যে সকল পন্থা বলেছি।—একেন—একটি অর্থাৎ কেবল গুরূপসদন দ্বারা। দ্বাভ্যাং—দুইটি অর্থাৎ গুরুভক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের দ্বারা। ত্রিভিঃ—তিনটির দ্বারা,—অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে। অষ্টভিঃ—আটটির দ্বারা অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, ধারণা, ও সমাধির দ্বারা।

তাঁহারি জন্যে কর্ম করিও
তাঁহারি জন্যে পুনঃ নিবৃত্ত হ'য়ো
যোগবর্ণিত সকল[১] পন্থা আশ্রয় করে সাধনে
বহু জন্মের সঞ্চিত যত সূক্ষ্ম পুণ্যগুণে,—
এই জন্মেই, অথবা বারান্তরে,
বিশ্বসত্যে আত্মতত্ত্ব, মিলনে করিয়া যুক্ত,
যোগী হন চিরমুক্ত ॥৩

তাঁরি আরাধনা মনে করে যেবা
সকল কর্ম করে,
শুদ্ধ চিত্তে সকল প্রকৃতি,
যে করে ব্রহ্মে লয়,
সব জন্মের সকল কর্ম
তার কাছে হয় ক্ষয়।
প্রারব্ধশেষে চলে যায় সে যে,
চিরবিমুক্তি পথে ॥৪

দেহসংযোগ, পাপ পুণ্যের তিনিই তো
হেতুভূত।
বিশ্বকারণ তবুও ত্রিকালাতীত।
প্রাণকলাহীন, বিশ্বশরীর
হৃদয়েই শুধু দৃষ্ট,
পূজনীয় দেব, চিত্তে আসীন,
স্বরূপ যাঁহার সত্য,
জেনেছি তাঁহারে, করিয়া নিত্য পূজা ॥৫

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ
পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্ ।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং
বিশ্বধাম ॥৬

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥৭

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৮

সংসার তরু কাল পরিণাম পারায়ে,
যাঁহার অবস্থান,
যাঁহার মাঝারে, চির আবর্তে,
জগৎ ভ্রাম্যমান,
ধর্মের খনি, পাপের নাশক,
অমর্ত্য ভগবান,
নিভৃত গহন বুদ্ধিতে লীন,
যিনি বিশ্বের ধাম,
জেনেছি তাঁহারে মনে ॥৬

সব দেবতার পরমদেবতা,
তিনি মহা-ঈশ্বর,
প্রজাপতিপতি, মায়ারও শ্রেষ্ঠ,
তিনি ভুবনেশ্বর।
জানি মোরা সেই পূজনীয় দেবে,
চির মহাভাস্বর ॥৭

নাই কো সমান তাঁহার কেহই
নাই ইন্দ্রিয় কায়া।
শোনা যায়, তাঁর পরাশক্তিই
এই বিচিত্রা মায়া।
এই সৃষ্টি যে
তাঁরি স্বাভাবিক জ্ঞানবলময়ক্রিয়া ॥৮

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৯

য স্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ
প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ
সনো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥১০

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো
নির্গুণশ্চ ॥১১

এ জগতে তাঁর কোন পতি নেই,
নেই নিয়ন্তা, নেইকো কোনই চিহ্ন।
তিনিই কারণ, জীবনাধিপতি,[১]
নেই প্রভু তাঁর, নেইকো জনক ভিন্ন ॥৯

দেহনিঃসৃত তন্তুর জালে,
রাখে মাকড়সা নিজেরে আড়ালে।
আপন স্বভাবে, তেমনি সে দেব,
মায়াজাল দিয়ে নিজেরে ঢাকিছে নিত্য।
সে দেব তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপে করুন
মোদের যুক্ত ॥১০

সর্বপ্রাণীর মর্মে নিগূঢ়,
সর্বব্যাপী সর্ব অন্তরাত্মা,
সবার আবাস, চির বিশ্রাম,
সব কর্মের নিয়ন্তা,
তবু নির্গুণ, নিত্য চেতনা,
সাক্ষী উপাধিহীন ॥১১

---

(১) জীবনাধিপতি।—জীবাত্মা

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনামেকং
বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং
নেতরেষাম্ ॥১২

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥১৩

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥১৪*

---

*এই শ্লোকটি কঠ ও মুণ্ডকোপনিষদে আছে।

এক মায়াবীজে যে করে অনেক,
    জড়ের ভিতরে যে রয়েছে চিরস্থির,
শাশ্বত তার আনন্দ, যে বা জেনেছে
    তাঁহারে, অন্তরে সুগভীর।
জানল না যারা, তাদের জন্যে,
    নেই কোন সুখ, নেইকো
        শান্তিনীড় ॥১২

অনিত্যমাঝে যে চির নিত্য,
চিত্তমাঝারে চেতনা,
বহুর মধ্যে যে পরম এক
পুরান সকল কামনা,
জ্ঞানযোগে তিনি অনুভূত হন,
সর্বকারণ দেব সে জ্যোতির্ময়।
যে তাঁরে জেনেছে, মুক্ত সে-জন,
    ঘুচেছে তাহার সব বন্ধনভয় ॥১৩

সূর্য্য সেথায় জ্বালে না আলোক;
জ্বলে না তারকা চন্দ্র,
কোথায় অগ্নি? বিজলীও সেথা
চিরতরে আছে স্তব্ধ।
তবু তো তাঁহার প্রকাশে, আলোক
পেয়েছে বিশ্ব তাঁর।
তাঁহারি আভায় নিখিলে আলোকধার ॥১৪

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥১৫

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি
র্জ্ঞঃকালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥১৬

স তন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতু র্বিদ্যতে ঈশনায় ॥১৭

অবিদ্যাঘাতী পরম আত্মা,
একা বিরাজেন এ মহাভুবন মাঝে,
আগুনে ও জলে, তাঁহারি শক্তি,
নিহিত ভিন্ন সাজে,
তাঁরে জেনে লোকে, এ ভবসাগরে,
পার হয়ে যায় মৃত্যু।
তিনি ছাড়া আর কোন পথ নাই
(তরিতে অকূল সিন্ধু) ॥১৫

সে বিশ্বকার, সে বিশ্বজ্ঞান,
চির চেতনার জ্যোতি,
জানিলে যাঁহারে মৃত্যুমুক্তি,
অজ্ঞানে যাঁর, মোহপাশ ক্ষয়ক্ষতি।
মূল প্রকৃতিও তাঁরি প্রকাশিত
জগতে পালেন নিত্য,
কালের কর্তা, সর্বজ্ঞানী, গুণাধীশ
চিরমুক্ত ॥১৬

এ মহাভুবন যে করে শাসন,
সেই তো ভুবনময়,
মোহবন্ধেরো কারণ আবার মুক্তিরো
হেতু হয়।
চেতনাস্বরূপ সর্বতোগামী
স্থিত নিজ মহিমায়,
বিশ্বপালক তিনি ছাড়া আর
কি আছে কারণ কোথায়?১৭

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতিতস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥১৮

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং
নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং
দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥১৯

যদা চর্মবদাকাশং
বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো
ভবিষ্যতি ॥২০

সবার পূর্বে যিনি সৃজেছেন,
এ বিশ্বপ্রাণতত্ত্ব,
সে প্রাণ তরিতে, যাঁর প্রেরণায়
বেদ প্রকাশিছে সত্য,
(চিত্ত মাঝারে) আত্মবুদ্ধি বিকাশে
কৃপায় যাঁর,
মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া
শরণ লইনু তাঁর ॥১৮

দগ্ধকাষ্ঠে অনলের মত,
সর্ব উপাধিবর্জিত,
যিনি দেহহীন, পরমশান্ত
নির্লেপ ক্রিয়াহীন,
যিনি অনিন্দ্য, মুক্তির সেতু
শুভ্র জ্যোতির্ময়,
তাঁরে না জেনেও যদি কেহ পারে,
দুঃখের শেষ করিতে,
চর্মাবরণে সে যেন পারে গো আকাশ
ঢাকিয়া দিতে ॥১৯ ও ॥২০

তপঃ প্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ,
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্ ।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষি সংঘজুষ্টম্ ॥২১॥

বেদান্তে পরমং গুহ্যং
পুরাকালে প্রচোদিতম্ ।
না প্রশান্তায় দাতব্যং
না পুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥২২

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা
দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥২৩
ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

তপস্যাবলে দেবতাকৃপায়, পরমব্রহ্মতত্ত্ব,
জানিয়াছিলেন শ্বেতাশ্বতর,
এই পবিত্র সত্য।
(সনকাদি যত) ঋষিসংঘকে শুনায়ে,
পূর্ণভাবে,
যেমন বলিলে বুঝিবে সবাই,
তেমনি (সহজ) ভাবে।
বলিলেন পুনঃ মুক্তকণ্ঠে
সন্ন্যাসীদের কাছে ॥২১

বেদান্তে গীত গোপন তত্ত্ব,
অতীতে উদ্ভাসিত,
দিও না তাহারে, যে নয় শান্ত,
পুত্র অথবা শিষ্য ॥২২

গুরু ও দেবের প্রতি যার মনে,
রয়েছে সমান পরমা শুদ্ধাভক্তি,
সেই মহাত্মা চিত্তে প্রকাশ
উপনিষদের মুক্তি ॥